সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ফার্মা কে-এল মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

প্রামাণ্য গ্রন্থসূচী

ইতিহাস

Winternitz: Geschichte der Indien Literatur. Band III.
Belvalker: Systems of Sanskrit Grammar ...
গুরুপদ হালদার: ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, প্রথম ভাগ ...
যুধিষ্ঠিরমীমাংসক: ব্যাকরণ দর্শনকা ইতিহাস, প্রথম ভাগ ...

ব্যাকরণ

অষ্টাধ্যায়ী (পাণিনি); মহাভাষ্য (পতঞ্জলি), তদুপরি প্রদীপ (কৈয়ট) ও উদ্যোত (নাগেশ)
কাশিকা (জয়াদিত্য-বামন), ও তদুপরি ন্যাস (জিনেন্দ্র) ও পদমঞ্জরী (হরদত্ত)
সিদ্ধান্ত কৌমুদী (ভট্টোজী), ও তট্টীকা বাল-মনোরমা (বাসুদেব) প্রৌঢ়মনোরমা (ভট্টোজী) প্রভৃতি ...
গণরত্নমহোদধি (বর্ধমান); মাধবীয়ধাতুবৃত্তি (সায়ন); পরিভাষেন্দুশেখর (নাগেশ)

ব্যাকরণ দর্শন

বাক্যপদীয় (ভর্তৃহরি)
বৈয়াকরণভূষণ (কোণ্ডভট্ট)
লঘুমঞ্জুষা, পরমলঘুমঞ্জুষা (নাগেশ)
ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস (হালদার)
Philosophy of Sanskrit Grammar (P. Chakravarti)

Linguistic Speculation of the Hindus
(P. Chakravarti)
শব্দার্থরত্ন (তর্কবাচস্পতি)

শব্দশাস্ত্র

ন্যায়—ন্যায়মঞ্জরী (জয়ন্ত)
ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী, (বিশ্বনাথ)
সারমঞ্জরী (জয়কৃষ্ণ)
শব্দশক্তিপ্রকাশিকা (জগদীশ)
তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড (গঙ্গেশ)
ব্যুৎপত্তিবাদ (গদাধর)
ন্যায়কোশ (ভীমাচার্য)
মীমাংসা—মীমাংসাসূত্র, তর্কপাদ, সভাষ্য
শ্লোকবার্ত্তিক (কুমারিল)
তত্ত্ববিন্দু (বাচস্পতি)

অলঙ্কার

History of Indian Poetics (Kane)
কাব্যপ্রকাশ (মম্মট)
ধ্বন্যালোক (আনন্দবর্ধন) ইত্যাদি

মুখবন্ধ

এই পুস্তিকাখানির প্রকাশন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক কারণ আমার নিজের মতে ইহা প্রকাশনের যোগ্য নহে। আমি বৈয়াকরণ নহি, এমনকি কলেজে কোনদিন সংস্কৃত পড়ি নাই; ব্যাকরণচর্চ্চা আমার পক্ষে একেবারেই অনধিকার চর্চ্চা।

ব্যাকরণদর্শন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রমাণ নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিবার পর আমার notesগুলি ঘটনাক্রমে বন্ধুবর বিনয় দত্ত ও ডাঃ অশোক মজুমদার এর দৃষ্টিগোচর হয় এবং উঁহাদেরই অনুরোধে ভূমিকা হিসাবে আমাকে কিছু লিখিতে হয়। পাণ্ডুলিপিটি বহু বৎসর অশোক বাবুর নিকটেই ছিল। বন্ধুবর কানাই বাবু অশোক বাবুর নিকট উহা দেখিয়া আমার নিকট উহার মুদ্রণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। আমি তাহাতে অসম্মত হইলে কানাই বাবু ২৫০।৩০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যা ও সময়ের অভাবে আমি তাহাতে অসম্মত হই। কানাই বাবু একদিন আমাকে বলেন যে অপরিশোধিত notes গুলিই তিনি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফলে বাধ্য হইয়া, আমাকে কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে। সর্বপ্রকার ভ্রমের জন্য অবশ্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী, কিন্তু অযোগ্য গ্রন্থের প্রকাশনের সমস্ত দায়িত্ব কানাই বাবুর।

পুস্তিকাখানি কেহ পড়িবেন কিনা জানিনা, তবে যাঁহাদের 'ব্যাকরণকৌমুদী' ভাল করিয়া পড়া আছে, তাঁহাদের বুঝিতে অসুবিধা হইবে না, কারণ শব্দশাস্ত্রের কেবলমাত্র সরলতর বিষয়গুলিরই এখানে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি সুকঠিন এবং লেখক ক্ষুদ্র দু একটি প্রবন্ধ ব্যতীত বঙ্গভাষায় এযাবৎ কিছু লেখেন নাই—এজন্য প্রসাদগুণের অভাবে ভাষা আড়ষ্ট বলিয়া বোধ হইবে; আলোচনাও অনেকস্থলে অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত।

বৈয়াকরণ না হইয়া এই পুস্তিকার সঙ্কলন আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, কিন্তু কোনও বৈয়াকরণ ক্রুদ্ধ হইয়া যদি বঙ্গভাষায় সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্র সম্বন্ধে ভাল একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষারও সমৃদ্ধি হইবে, কানাই বাবুর এই হঠকারিতাও সার্থক হইবে। ইতি—

কলিকাতা　　　　　　　　　　গ্রন্থকার

১।৭।৫৭

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংস্কৃত
শব্দশাস্ত্রের মূলকথা

প্রথম অধ্যায়

ব্যাকরণ-পাঠের প্রয়োজন ও সংস্কৃত ব্যাকরণ-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয়

প্রাচীন আর্যগণের ধর্মগ্রন্থ ছিল বেদ এবং প্রাচীনযুগে দ্বিজের বেদপাঠ অবশ্য কর্তব্য ছিল। বেদ মন্ত্রদ্বারা নানা দেবতার তুষ্টিসাধন এবং বেদবিহিত যজ্ঞকর্মাদির সম্পাদনই, ঐহিক ও পারত্রিক সর্বপ্রকার শুভ লাভের উপায়, ইহাই ছিল প্রাচীন আর্যগণের বিশ্বাস। যাহাতে বেদমন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় এবং ঋত্বিক্ প্রভৃতি পুরোহিতগণ বেদমন্ত্রের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিয়া যজ্ঞাদি বিধি শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সম্পাদন করিতে পারেন, সেজন্য ছয়টি 'বেদাঙ্গ' রচিত হয়, যথা 'শিক্ষা', 'কল্প', 'ব্যাকরণ', 'নিরুক্ত', 'ছন্দঃ' ও 'জ্যোতিষ'। বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণশুদ্ধির জন্য 'শিক্ষা' ও 'ছন্দঃ', বোধসৌকর্য ও শব্দশুদ্ধির জন্য 'নিরুক্ত' ও 'ব্যাকরণ', ধর্মাচরণ ও যজ্ঞপ্রক্রিয়ার জন্য 'জ্যোতিষ ও 'কল্পসূত্র'। ক্রমে অন্যান্য শাস্ত্রের রচনা হয়: বেদমন্ত্রাদির বিচারের জন্য 'মীমাংসা' ও 'ন্যায়', শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি অবলম্বন করিয়া 'স্মৃতি' এবং জনসাধারণের ধর্মশিক্ষার জন্য 'পুরাণ' রচিত হইয়াছে। এগুলি ছাড়াও সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি 'বিদ্যা' আছে। এইরূপ 'বিদ্যা' কয়টি তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে 'বিদ্যা' প্রধানতঃ চতুর্দ্দশটি—ছয় বেদাঙ্গ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ। ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। (ক)।

বেদাঙ্গের মধ্যে 'শিক্ষা'র স্থান অতি উচ্চে। শুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে প্রাচীন শাব্দিকগণের মত এইরূপ :—প্রকৃতভাবে উচ্চারিত না হইলে বেদমন্ত্র ফলপ্রসূ ত' হয়ই না, বরং তাহাতে যজমানের

---

(১) দ্রষ্টব্য, গুরুপদহালদার-ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস; Belvalkar-Systems of Sanskrit Grammar; যুধিষ্ঠিরমীমাংসক-ব্যাকরণশাস্ত্রকা ইতিহাস।

অনিষ্ট এমন কি প্রাণহানিও হইতে পারে। আখ্যায়িকা আছে যে স্বরচ্যুতির অপরাধে অর্থাৎ প্রকৃত উচ্চারণ না হওয়ায় ইন্দ্রশত্রু বৃত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে একটি শব্দও 'সম্যক্ জ্ঞাত' 'সুপ্রযুক্ত' ও 'শাস্ত্রান্বিত' হইলে সুফল প্রদান করে। অর্থবোধ না হইলে কিন্তু কেবলমাত্র উচ্চারণ দ্বারা মন্ত্র ফলপ্রসূ হয় না। অর্থবোধ ও শব্দশুদ্ধির জন্য ব্যাকরণ অবশ্য পাঠ্য। (খ)

অপশব্দ ব্যবহারে পাপ হয়। অপশব্দ বর্জন ও শুদ্ধ শব্দের জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা লঘু বা সহজ উপায়। ব্যাকরণ বেদাঙ্গের মধ্যে প্রধান: এজন্য ইহাকে বেদের মুখ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। 'শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্', শিক্ষা, ৪২।

ব্যাকরণ পাঠের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন বলিয়াছেন, 'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্', অর্থাৎ ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন, 'রক্ষা' 'উহ' 'আগম' 'লাঘব' ও 'অসন্দেহ'। ব্যাকরণের প্রয়োজন 'বেদরক্ষা' কারণ ব্যাকরণজ্ঞানের অভাবে বেদমন্ত্রের অর্থবোধ বা শুদ্ধ প্রয়োগ না হইলে তাহা নিষ্ফল হইবে। ব্যাকরণের প্রয়োজন 'উহ' বা বিচার,* কারণ, যে স্থলে বেদমন্ত্রের অর্থ সুস্পষ্ট নহে সে স্থলে ব্যাকরণের সাহায্যে অর্থনিরূপণ করিতে হয়। ব্যাকরণ 'আগম' বা 'বেদাঙ্গ', এইজন্যও ব্যাকরণ পড়া উচিত। আর শব্দশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে তাহার নিরসনের জন্যও ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক। এসম্বন্ধে মহাভাষ্যকার ভাষ্যগ্রন্থের প্রারম্ভে অতি সুললিত ভাষায় প্রগাঢ় আলোচনা করিয়াছেন। এবিষয়ে মহাভাষ্যের 'পস্পশা' আহ্নিক (প্রারম্ভিক অধ্যায়) অবশ্যই পড়া উচিত।

বাক্য ও পদ লইয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা বহু গবেষণা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্র, নিরুক্ত, পাণিনি-ব্যাকরণ ('অষ্টাধ্যায়ী') ও মহাভাষ্য, বাক্যপদীয় প্রভৃতি।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা নাই এরূপ মতও কেহ কেহ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে উপাদেয় আলোচনা পাওয়া যাইবে। ভাষা শিখিতে হইলে কোন না কোন প্রকার ব্যাকরণ পড়া যে অবশ্য প্রয়োজনীয় বর্ত্তমান কালে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

---

* উহ শব্দের অর্থ ভাষ্যকার সায়ণ এইরূপ করিয়াছেন—প্রকৃতৌ সমবেতার্থত্বায় তদুচিতপদান্তরস্য প্রক্ষেপেন পাঠ উহঃ।

যে সকল ব্যাকরণ গ্রন্থের পরিচয় জানা আছে, তাহার মধ্যে পাণিনি প্রণীত "অষ্টাধ্যায়ী" সূত্রগ্রন্থই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বেদের প্রাতিশাখ্যে ব্যাকরণের অনেক কথা থাকিলেও এগুলি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নহে। 'অষ্টাধ্যায়ী' 'মহাভাষ্য' ও 'নিরুক্ত' প্রভৃতিতে বহু প্রাচীন শাব্দিকের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইহারা কোনও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। অনেকেই সম্ভবতঃ শাব্দিক পণ্ডিত ছিলেন, ব্যাকরণ-প্রণেতা ছিলেন না।[২]

পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে ব্যাড়ি, গালব, কর্মন্দ, সেনক, কাশ্যপ স্ফোটায়ন, চাক্রবর্মণ, আপিশলি, শাকল্য, ভারদ্বাজ, গার্গ্য, শাকটায়ন প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এইরূপ মহাভাষ্যাদিতে ব্যাঘ্রপাদ্ বা ব্যাঘ্রভূতি, পৌষ্করসাদি, বাজপ্যায়ন, কাশকৃৎস্ন, ভাগুরি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ব্যাড়ি লক্ষশ্লোকাত্মক "সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কাতন্ত্র ব্যাকরণের টীকা ও পঞ্জীতে কয়েকটি আপিশলীয় শ্লোকের উল্লেখ আছে , অর্বাচীন "হরিনামামৃত" ব্যাকরণেও আপিশলির নাম আছে। এই আপিশলি পাণিনির পূর্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না।

সামবেদীয় 'ঋক্‌তন্ত্র' প্রণেতা শাকটায়ন এবং নিরুক্তকারোক্ত শাকটায়ন, যিনি সব শব্দই ধাতুজ এই মতের প্রবর্ত্তক, ইহারা একই ব্যক্তি হইতে পারেন। জৈন সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণ শাকটায়ন অর্বাচীন। ইনি রাষ্ট্রকূট অমোঘবর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন, অমোঘবর্ষের রাজত্বকাল খৃঃ ৮১৪-৮১৭। প্রবাদ আছে, পাণিনি-ব্যাকরণের 'প্রত্যাহার-সূত্র' (গ) নৃত্যাবসানে নিনাদিত মহেশ্বরের ঢক্কানিনাদ হইতে উদ্ভূত, এজন্য ইহাদের নাম "শিবসূত্র"। মহাভাষ্যকার সম্ভবতঃ শিবসূত্রের এই ইতিহাস জানিতেন না। অধুনা প্রচলিত 'শিক্ষা'র মতে পাণিনি মহেশ্বর হইতে 'অক্ষরসমাম্নায়' শিক্ষা করেন (গ)। অপাণিনীয় পদ সমর্থন করিতে কোন কোন টীকাকার "মাহেশ" ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার তুলনায় "অষ্টাধ্যায়ী" গোষ্পদ মাত্র (গ)। কিন্তু 'মাহেশ' ব্যাকরণ আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ।

'কবিকল্পদ্রুম'এ বোপদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন,আপিশলি, শাকটায়ন পাণিনি, অমর, জৈনেন্দ্র, এই আটজনকে 'আদিশাব্দিক' আখ্যা দিয়াছেন। "ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলিশাকটায়নাঃ। পাণিন্য-

---

(২) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য গুরুপদ হালদার-'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

মরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ ॥” ইহাদের মধ্যে চন্দ্রগোমী খৃঃ ৪৭০ র পরবর্তী মনে হয়। চান্দ্রব্যাকরণ প্রধানতঃ ‘অষ্টাধ্যায়ী” অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। জৈনেন্দ্রব্যাকরণ পূজ্যপাদ দেবনন্দী খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে রচনা করেন। অমর বোধ হয় কোষকর্তা বিখ্যাত শাব্দিক অমরসিংহ। ইনি কোনও ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন (মহাভাষ্য)। পাণিনি ব্যাকরণ নিশ্চয়ই ঐন্দ্রব্যাকরণের পরবর্তী। ঐন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ ‘কথাসরিৎসাগর’ (১।৪।২৫), ‘বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য,’ ‘ঋক্‌তন্ত্র’, ১।৪, তৈত্তিরীয় সংহিতা (সায়নভাষ্য, ৬।৪।৭) প্রভৃতিতে আছে। ঐন্দ্রব্যাকরণ যে পাণিনির বহুপূর্বে লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন বর্তমান কলাপব্যাকরণ ঐন্দ্রসম্প্রদায়ের। কিন্তু কলাপব্যাকরণ কার্তিকেয় প্রোক্ত এইরূপই প্রচলিত প্রবাদ (কথাসরিৎসাগর, ১।৭)। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইন্দ্রগোমী একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন—উহা এক্ষণে লুপ্ত। কেহ কেহ মনে করেন প্রচলিত কলাপ ব্যাকরণ এই ব্যাকরণের নিকট ঋণী। ইন্দ্র, আপিশলি, শাকটায়ন প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণগণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য গুরুপদ হালদার মহাশয়ের ‘ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস’, প্রথমখণ্ড ও যুধিষ্ঠির মীমাংসকের ‘ব্যাকরণ-দর্শনকা ইতিহাস’ দ্রষ্টব্য।

পাণিনিব্যাকরণের পরে বহু ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য। পাণিনির “অষ্টাধ্যায়ী” অতি বিস্তৃত এবং সাধারণতঃ ভাষাশিক্ষার জন্য যে ভাবে ব্যাকরণের বিষয়বিভাগ করা হইয়া থাকে, ‘অষ্টাধ্যায়ী’র বিষয়বিভাগ সেইরূপ নহে। পরবর্তী ব্যাকরণগুলিতে বিষয়বিভাগ অন্যরূপ হইলেও মূলতঃ প্রায় সবগুলিই ‘অষ্টাধ্যায়ী’র সংস্করণ মাত্র। ‘মুগ্ধবোধ’ ও ‘জৈনেন্দ্র’ ব্যাকরণে নূতন সংজ্ঞার (abbreviation) ব্যবহার দ্বারা সূত্রগুলিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। ‘প্রথমা’ ‘দ্বিতীয়া’ মুগ্ধবোধে ‘প্রী’ ‘দ্বী’; কর্মকারক করণকারক হইয়াছে ‘ডং’ ‘ঢং’; বর্ণ ‘র্ণ’, দীর্ঘ ঘ্র, গুণ ‘ণু’, বৃদ্ধি ‘ব্রী’, হ্রস্ব ‘ল’ ইত্যাদি। “হরিনামামৃতে” সংজ্ঞাগুলিও সাম্প্রদায়িক, যেমন, অকার=অ-রাম, বিসর্গ=বিষ্ণুসর্গ, দীর্ঘ= ত্রিবিক্রম, স্বর=দশাবতার। পাণিনিসূত্র, “অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ” (৬।১।১০১); কলাপে, “সমানঃ সবর্ণে দীর্ঘী ভবতি পরশ্চ লোপম্”; মুগ্ধবোধে “সহ র্ণে র্ঘঃ”, জৈনেন্দ্রব্যাকরণে, “স্বে হ কো দীঃ”, এবং হরিনামামৃতে “দশাবতার একাত্মকে মিলিত্বা ত্রিবিক্রমঃ”।

পাণিনিতে 'বর্ত্তমান' 'অতীত' প্রভৃতি স্থলে নিরর্থক লট্ লঙ্ লিট্ প্রভৃতি সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়াছে। কলাপ ও হৈমব্যাকরণে 'বর্ত্তমানা' 'পরোক্ষা' প্রভৃতি অর্থবিশিষ্ট সংজ্ঞার প্রয়োগ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে মুগ্ধবোধ জৈনেন্দ্র ও হরিনামামৃত ব্যতীত অন্যান্য ব্যাকরণে পাণিনি প্রবর্ত্তিত সংজ্ঞারই প্রায়শঃ অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। সুপদ্ম, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভৃতি ব্যাকরণে অনেক স্থলে পাণিনিসূত্রেই অক্ষরশঃ বিন্যস্ত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য বিষয়বিভাগের বৈশিষ্ট্য ব্যতীত পরবর্ত্তী ব্যাকরণগুলির কোনটিরই প্রায় কোনও নূতনত্ব নাই। ধাতুরূপ ও শব্দরূপ শিখিতে বোধ হয় "মুগ্ধবোধে"র প্রক্রিয়া সরলতম। কিন্তু ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে বৃত্তিভাষ্যাদি সহ "অষ্টাধ্যায়ী" পাঠ করিতেই হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য অন্যান্য ব্যাকরণের ন্যায় বিষয়ানুসারে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র বিন্যস্ত করিয়া 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' ও ভট্টোজীদীক্ষিতের বিখ্যাত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' রচিত হইয়াছে। ফলে অধুনা সর্বত্র সিদ্ধান্তকৌমুদীরই পঠনপাঠন হয়, কাশিকাবৃত্তি সহ অষ্টাধ্যায়ীর অধ্যাপনা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

"অষ্টাধ্যায়ী"র বহু বৃত্তি নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "ভাগবৃত্তি" প্রসিদ্ধ। এক্ষণে কেবল খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর "কাশিকাবৃত্তি" ও দ্বাদশ শতাব্দীর "ভাষাবৃত্তি" বর্ত্তমান। অবশ্য "মিতাক্ষরা" প্রভৃতি অর্বাচীন কয়েকটি বৃত্তিও পাওয়া যায়। বহু ব্যাকরণগ্রন্থের নামমাত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বামনপ্রণীত "বিশ্রান্তবিদ্যাধর" প্রসিদ্ধ।

যে সমস্ত ব্যাকরণ এখনও প্রচলিত বা মুদ্রিত, তাহাদের নামগুলি দেওয়া যাইতেছে :

১। চান্দ্রব্যাকরণ, চন্দ্রগোমী প্রণীত, আনুমানিক খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী।

২। কলাপ বা কাতন্ত্র, শর্ববর্মাচার্য প্রণীত, আনুমানিক খৃঃ প্রথম শতাব্দী। ইহার কৃৎপ্রকরণ বররুচি প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৃত্তিকার দুর্গসিংহ (৮ম শতাব্দী) ; টীকাকার দুর্গাচার্য (?) ; বর্দ্ধমানকৃত 'কাতন্ত্রবিস্তর' অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই ; ত্রিলোচনদাসকৃত "পঞ্জী" (১৩শ শতাব্দী) ; তদুপরি সুষেণকৃত "কবিরাজ" (১৭শ শতাব্দী) ; শ্রীপতিদত্তকৃত "কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট" (১৩শ শতাব্দী)।

মরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ ॥" ইহাদের মধ্যে চন্দ্রগোমী খৃঃ ৪৭০ র পরবর্তী মনে হয়। চান্দ্রব্যাকরণ প্রধানতঃ 'অষ্টাধ্যায়ী" অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। জৈনেন্দ্রব্যাকরণ পূজ্যপাদ দেবনন্দী খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে রচনা করেন। অমর বোধ হয় কোষকর্তা বিখ্যাত শাব্দিক অমরসিংহ। ইনি কোনও ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন (মহাভাষ্য)। পাণিনি ব্যাকরণ নিশ্চয়ই ঐন্দ্রব্যাকরণের পরবর্তী। ঐন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ 'কথাসরিৎসাগর' (১।৪।২৫), 'বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য,' 'ঋক্‌তন্ত্র', ১।৪, তৈত্তিরীয় সংহিতা (সায়নভাষ্য, ৬।৪।৭) প্রভৃতিতে আছে। ঐন্দ্রব্যাকরণ যে পাণিনির বহুপূর্বে লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন বর্তমান কলাপব্যাকরণ ঐন্দ্রসম্প্রদায়ের। কিন্তু কলাপব্যাকরণ কার্তিকেয় প্রোক্ত এইরূপই প্রচলিত প্রবাদ (কথাসরিৎসাগর, ১।৭)। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইন্দ্রগোমী একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন—উহা এক্ষণে লুপ্ত। কেহ কেহ মনে করেন প্রচলিত কলাপ ব্যাকরণ এই ব্যাকরণের নিকট ঋণী। ইন্দ্র, আপিশলি, শাকটায়ন প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণগণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য গুরুপদ হালদার মহাশয়ের 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস', প্রথমখণ্ড ও যুধিষ্ঠির মীমাংসকের 'ব্যাকরণ-দর্শনকা ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

পাণিনিব্যাকরণের পরে বহু ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য। পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ী" অতি বিস্তৃত এবং সাধারণতঃ ভাষাশিক্ষার জন্য যে ভাবে ব্যাকরণের বিষয়বিভাগ করা হইয়া থাকে, 'অষ্টাধ্যায়ী'র বিষয়বিভাগ সেইরূপ নহে। পরবর্তী ব্যাকরণগুলিতে বিষয়বিভাগ অন্যরূপ হইলেও মূলতঃ প্রায় সবগুলিই 'অষ্টাধ্যায়ী'র সংস্করণ মাত্র। 'মুগ্ধবোধ' ও 'জৈনেন্দ্র' ব্যাকরণে নূতন সংজ্ঞার (abbreviation) ব্যবহার দ্বারা সূত্রগুলিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। 'প্রথমা' 'দ্বিতীয়া' মুগ্ধবোধে 'প্রী' 'দ্বী'; কর্মকারক করণকারক হইয়াছে 'ডং' 'ঢং'; বর্ণ 'র্ণ', দীর্ঘ ঘ, গুণ 'ণু', বৃদ্ধি 'ব্রী', হ্রস্ব 'ল' ইত্যাদি। "হরিনামামৃতে" সংজ্ঞাগুলিও সাম্প্রদায়িক, যেমন, অকার=অ-রাম, বিসর্গ=বিষ্ণুসর্গ, দীর্ঘ= ত্রিবিক্রম, স্বর=দশাবতার। পাণিনিসূত্র, "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" (৬।১।১০১); কলাপে, "সমানঃ সবর্ণে দীর্ঘী ভবতি পরশ্চ লোপম্"; মুগ্ধবোধে "সহ র্ণে র্ঘঃ", জৈনেন্দ্রব্যাকরণে, "স্বে হ কো দীঃ", এবং হরিনামামৃতে "দশাবতার একাত্মকে মিলিত্বা ত্রিবিক্রমঃ"।

পাণিনিতে 'বর্ত্তমান' 'অতীত' প্রভৃতি স্থলে নিরর্থক লট্ লঙ্ লিট্ প্রভৃতি সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়াছে। কলাপ ও হৈমব্যাকরণে 'বর্ত্তমানা' 'পরোক্ষা' প্রভৃতি অর্থবিশিষ্ট সংজ্ঞার প্রয়োগ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে মুগ্ধবোধ জৈনেন্দ্র ও হরিনামামৃত ব্যতীত অন্যান্য ব্যাকরণে পাণিনি প্রবর্ত্তিত সংজ্ঞারই প্রায়শঃ অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। সুপদ্ম, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভৃতি ব্যাকরণে অনেক স্থলে পাণিনিসূত্রেই অক্ষরশঃ বিন্যস্ত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য বিষয়বিভাগের বৈশিষ্ট্য ব্যতীত পরবর্ত্তী ব্যাকরণগুলির কোনটিরই প্রায় কোনও নূতনত্ব নাই। ধাতুরূপ ও শব্দরূপ শিখিতে বোধ হয় "মুগ্ধবোধে"র প্রক্রিয়া সরলতম। কিন্তু ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে বৃত্তিভাষ্যাদি সহ "অষ্টাধ্যায়ী" পাঠ করিতেই হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য অন্যান্য ব্যাকরণের ন্যায় বিষয়ানুসারে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র বিন্যস্ত করিয়া 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' ও ভট্টোজীদীক্ষিতের বিখ্যাত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' রচিত হইয়াছে। ফলে অধুনা সর্বত্র সিদ্ধান্তকৌমুদীরই পঠনপাঠন হয়, কাশিকাবৃত্তি সহ অষ্টাধ্যায়ীর অধ্যাপনা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

"অষ্টাধ্যায়ী"র বহু বৃত্তি নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "ভাগবৃত্তি" প্রসিদ্ধ। এক্ষণে কেবল খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর "কাশিকাবৃত্তি" ও দ্বাদশ শতাব্দীর "ভাষাবৃত্তি" বর্ত্তমান। অবশ্য "মিতাক্ষরা" প্রভৃতি অর্বাচীন কয়েকটি বৃত্তিও পাওয়া যায়। বহু ব্যাকরণগ্রন্থের নামমাত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বামনপ্রণীত "বিশ্রান্তবিদ্যাধর" প্রসিদ্ধ।

যে সমস্ত ব্যাকরণ এখনও প্রচলিত বা মুদ্রিত, তাহাদের নামগুলি দেওয়া যাইতেছে :

১। **চান্দ্রব্যাকরণ**, চন্দ্রগোমী প্রণীত, আনুমানিক খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী।

২। **কলাপ বা কাতন্ত্র**, শর্ববর্মাচার্য প্রণীত, আনুমানিক খৃঃ প্রথম শতাব্দী। ইহার কৃৎপ্রকরণ বররুচি প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৃত্তিকার দুর্গসিংহ (৮ম শতাব্দী); টীকাকার দুর্গাচার্য (?); বর্দ্ধমানকৃত 'কাতন্ত্রবিস্তর' অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই; ত্রিলোচনদাসকৃত "পঞ্জী" (১৩শ শতাব্দী); তদুপরি সুষেণকৃত "কবিরাজ" (১৭শ শতাব্দী); শ্রীপতিদত্তকৃত "কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট" (১৩শ শতাব্দী)।

৩। **জৈনেন্দ্রব্যাকরণ**, পূজ্যপাদ দেবনন্দী প্রণীত, আঃ ৭ম শতাব্দী।

৪। **শাকটায়ন ব্যাকরণ**, শাকটায়ন প্রণীত, আঃ ৭ম শতাব্দী।

৫। **সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন**, হেমচন্দ্র প্রণীত, ১২শ শতাব্দী।

৬। **সারস্বতব্যাকরণ**, অনুভূতিস্বরূপাচার্য প্রণীত, ১৩শ শতাব্দী (?)

৭। **সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা**, সারস্বতব্যাকরণের অন্য বৃত্তি, রামাশ্রমাচার্য প্রণীত, ১৭শ শতাব্দীর। এই রামাশ্রম ভট্টোজীদীক্ষিতের পুত্র ভানুজী দীক্ষিত।

৮। **সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ**, ক্রমদীশ্বর প্রণীত; ইহার বৃত্তিকার জুমরনন্দী ও টীকাকার গোয়ীচন্দ্র।

৯। **সুপদ্মব্যাকরণ**, পদ্মনাভদত্ত প্রণীত, ১৪শ শতাব্দী।

১০। **মুগ্ধবোধব্যাকরণ**, বোপদেব প্রণীত, ১৩শ শতাব্দী। বোপদেব মহারাষ্ট্রীয়, কিন্তু মুগ্ধবোধের টীকাকার শ্রীরামতর্কবাগীশ (১৬শ শতাব্দী) ও দুর্গাদাস ভট্টাচার্য (১৭শ শতাব্দী) উভয়েই বঙ্গদেশীয়।

১১। **প্রয়োগরত্নমালা**, পুরুষোত্তমবিদ্যাবাগীশ প্রণীত, (১৬শ শতাব্দী)। পুরুষোত্তম কুচবিহারের রাজপণ্ডিত ছিলেন। 'প্রয়োগরত্ন-মালা'র অনেকাংশ পদ্যে রচিত।

১২। **হরিনামামৃত ব্যাকরণ**, শ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত, ১৬শ শতাব্দী।

১৩। **সরস্বতীকণ্ঠাভরণ**, ভোজরাজ প্রণীত, ১১শ শতাব্দী।

এতগুলি ব্যাকরণের প্রচলন থাকিলেও পাণিনি ব্যাকরণের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অষ্টাধ্যায়ীতে প্রায় চারি হাজার সূত্র আছে, তাহাদের ক্রমবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন ভাষায় অষ্টাধ্যায়ীর মত গভীর ও বিস্তৃত ব্যাকরণ রচিত হয় নাই। চারি হাজার সূত্রে সংস্কৃতের মত বিরাট্ ভাষার প্রায় সমস্ত শব্দ নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে।

কালক্রমে 'অষ্টাধ্যায়ীর'ও পরিপূরণের প্রয়োজন হয়, এবং কাত্যায়ন বররুচি 'অষ্টাধ্যায়ী'র উপর 'বার্তিক' রচনা করেন। অনেকগুলি বার্তিক পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যামূলক, এবং অন্যগুলি সূত্রের পরিপূরক। অনেক বার্তিক শ্লোকে রচিত, ইহাদের প্রণেতা কাত্যায়ন নাও হইতে পারেন। পতঞ্জলিমুনি বার্তিকের উপর সুবিখ্যাত "মহাভাষ্য" রচনা করেন। এই গ্রন্থ যেরূপ বিরাট্, গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যও সেইরূপ গভীর। সূক্ষ্ম বিচারের দিক্ দিয়া ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্যাপি এরূপ গ্রন্থ রচিত হয়

নাই। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ ভাষ্যকারের মতকে নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন।

কৈয়টের 'ভাষ্যপ্রদীপ' (১১শ শতক) মহাভাষ্যের উপযুক্ত টীকা; প্রদীপের কয়েকটি টীকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নাগেশভট্টের উদ্যোতই মুদ্রিত হইয়াছে। ভর্তৃহরির 'ভাষ্যদীপিকা' প্রায় লুপ্ত।

অষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তির মধ্যে বামন ও জয়াদিত্য প্রণীত 'কাশিকা' অতি প্রসিদ্ধ। এই বৃত্তি ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতকে রচিত। 'কাশিকা-বৃত্তি' অতি উপাদেয় ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ; বলিতে কি অষ্টাধ্যায়ী আয়ত্ত করিতে হইলে 'কাশিকাবৃত্তি' পড়িতেই হইবে। ইহার দুইটী প্রসিদ্ধ টীকা আছে—বৌদ্ধ জিনেন্দ্রবুদ্ধি প্রণীত 'ন্যাস' বা 'কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিকা' (৮ম শতক) ও হরদত্ত প্রণীত অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'পদমঞ্জরী' (১১শ শতক)। ভট্টোজীদীক্ষিতের বিস্তৃত "শব্দকৌস্তভ"এর অংশমাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

ভট্টোজীদীক্ষিত নিজে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র 'প্রৌঢ়মনোরমা' টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতীকৃত 'তত্ত্ববোধিনী'ই সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর সর্বাপেক্ষা প্রচলিত টীকা। বাসুদেবদীক্ষিতের "বাল মনোরমা" ও নাগেশভট্টের "শব্দেন্দুশেখর" ও বিখ্যাত। 'শব্দেন্দু-শেখরে'র উপরও বহু টীকা রচিত হইয়াছে। "প্রৌঢ়মনোরমা"র উপর হরিদীক্ষিত 'শব্দরত্ন' টীকা লিখিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, নাগেশ-ভট্টই ইহার প্রকৃত রচয়িতা, নিজের গুরুর নামে লিখিয়াছেন।[৫]

পাণিনির কাল লইয়া বিবাদ আছে। অনেকে মনে করেন তাঁহার সময় খৃঃ পূঃ ৭ম শতকের এদিকে হইতে পারে না; ম্যাক্স্মূলর প্রভৃতির মতে তাঁহার কাল ৩৫০ খৃঃ পূঃ; কীথ্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই মতেরই অনুবর্ত্তন করেন। পতঞ্জলির সময় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী, কাত্যায়ন তাঁহার একশত বৎসর পূর্বের এবং পাণিনি তাহারও একশত

---

(৩) ইহার সূত্র প্রধানতঃ অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র ও বার্ত্তিকের নবীন সংস্করণ মাত্র। গণপাঠ এই ব্যাকরণে সূত্রাকারে দেওয়া হইয়াছে।

(৪) বিশেষ বিবরণের জন্য যুধিষ্ঠির মীমাংসক, 'ব্যাকরণদর্শনকা ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

(৫) পাণিনীয় মতের অন্যান্য বৃত্তি টীকাদি গ্রন্থের বিবরণের জন্য যুধিষ্ঠির মীমাংসক—'ব্যাকরণদর্শনকা ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

বৎসরের পূর্বের, এইরূপ অনুমান করিলে পাণিনিকে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে ফেলিতে হয়।[৬]

ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা হইল। কিন্তু সূত্রপাঠ ব্যতীতও 'গণপাঠ' 'ধাতুপাঠ' 'উণাদিসূত্র' 'পরিভাষা' ও 'লিঙ্গানুশাসন' এই কয়টি ব্যাকরণশাস্ত্রের অন্তর্গত। কাশিকাবৃত্তিতে গণপাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

গণপাঠ।—মুদ্রিত পাণিনীয় গণপাঠ যে পাণিনি মুনির রচিত নহে ইহা সুনিশ্চিত। 'সিদ্ধান্তকৌমুদী', 'কাশিকা' ও বর্দ্ধমান প্রণীত 'গণরত্নমহোদধি' র পাঠে অনেক স্থলে সামঞ্জস্য নাই। যদি গণপাঠ পাণিনি রচিত হইত তবে এত প্রভেদ হইত না। ন্যাসকার (৭।৪।৪৫) স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'অন্যো হি গণকারঃ, অন্যঃ সূত্রকারঃ'। মুদ্রিত গণপাঠে কতকগুলি 'গণ' কে 'আকৃতিগণ' বলা হইয়াছে অর্থাৎ শিষ্টপ্রয়োগ অনুসারে শব্দ ঐ গণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অন্যান্য গণে কি কি শব্দ থাকিবে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তালিকার বহির্ভূত কোন শব্দ ঐ গণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

একটি ছোট গণের কাশিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত পাঠ আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে প্রচলিত গণপাঠ 'আর্ষ' হইতে পারে না। দিগাদি শব্দের উত্তর 'তত্রভব' অর্থে যৎপ্রত্যয় হয় (৪।৩।৫৪) দিগাদিগণ 'কাশিকা' প্রভৃতির মতে আকৃতিগণ নহে।

কাশিকা ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ মতে দিগাদিগণে এই শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত :—অনুবংশ, অন্ত, অন্তর অপ্ (=অপ্সু) অলীক আকাশ আদি উখা উদক কাল গণ জঘন দিশ্ ধায্যা ন্যায় পক্ষ পথিন্ পূগ মিত্র মুখ মেঘ মেধা যূথ রহস্ বর্গ বেশ ও সাক্ষিন্। আকৃতিগণ না হইলেও বৈয়াকরণেরা অন্য কয়েকটি শব্দও এই গণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, যথা অকাল (চন্দ্র, বামন), অমিত্র কশ কাশ দেশ মাঘ (গণরত্ন), বন (মাধব, গণরত্ন) মৃগ শাখিন্ (মুগ্ধবোধটীকা ও সংক্ষিপ্তসারবৃত্তি) এবং বাস্ত (মহাভাষ্য, ৩।১।৯৭)।

'শব্দেন্দুশেখর' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও প্রতীয়মান হইবে যে নাগেশভট্টের মতেও প্রচলিত গণপাঠ পাণিনি রচিত নহে। যথা,

---

(৬) Belvalkar—'Systems of Sanskrit Grammar'; Gold stucker—'Panini' ও Winternitz-'Geschichte der Indischen Litteratur', III. 382-83 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

স্বরাদিগণে 'অন্তরা' 'অন্তরেণ' এই দুই শব্দের পাঠ প্রক্ষিপ্ত, 'অস্তি' এই শব্দের পাঠ অপ্রামাণিক; 'নঞ্‌' এর পাঠও অপ্রামাণিক; 'মাঙ্‌' শব্দ প্রক্ষিপ্ত; স্বরাদিতে বাদিতি পাঠে 'ফলং চিন্ত্যম্‌'। (অব্যয়প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

ধাতুপাঠ—প্রবাদ আছে পাণিনিমুনি কেবল মাত্র ধাতুর তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, অর্থ-নির্দেশ করেন নাই। ভীমসেন পরে তাহাদের অর্থ যোগ করেন।[৭] ধাতুপাঠের উপর বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যথা ভীমসেনকৃত 'ধাতুপারায়ণ' (৬ষ্ঠ শতক ? লুপ্ত), মৈত্রেয়রক্ষিত কৃত 'ধাতুপ্রদীপ', ও ক্ষীরস্বামিকৃত 'ক্ষীরতরঙ্গিনী' (১১শ শতক) 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি (১৫শ শতক) প্রভৃতি। বোপদেব প্রসিদ্ধ 'কবিকল্পদ্রুম' ও তাহার টীকা 'কামধেনু' রচনা করিয়াছেন। হেমচন্দ্রকৃত 'ধাতুবৃত্তি'ও প্রসিদ্ধ। কলাপসম্প্রদায়ের রমানাথের 'ধাতুবৃত্তি' অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

পরিভাষা—প্রত্যেক শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যার জন্য কতকগুলি 'পরিভাষা' বা Rules of Interpretation এর প্রয়োজন। অষ্টাধ্যায়ীর কতকগুলি সূত্র এই জাতীয়। মহাভাষ্যে বহু পরিভাষার অবতারণা করা হইয়াছে। এই সকল পরিভাষার উপর পুরুষোত্তমদেবের 'ললিত পরিভাষা', সীরদেবের 'বৃত্তি' ও নাগেশের 'পরিভাষেন্দুশেখর' রচিত হইয়াছে।

লিঙ্গানুশাসন—পাণিনীয় "লিঙ্গানুশাসন" যে পাণিনিরচিত নহে তাহা একপ্রকার অবিসংবাদিত। লিঙ্গনির্ণয় সম্বন্ধে 'অমরকোষে'র লিঙ্গানুশাসন অধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ। হর্ষ, বররুচি, শাকটায়ন, বামন দুর্গ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই লিঙ্গানুশাসন রচনা করিয়াছেন, প্রায় সবগুলিই পদ্যাকারে গ্রথিত।

উণাদিসূত্র—প্রচলিত উণাদিসূত্র শাকটায়ন রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহা পঞ্চপাদাত্মক। একটি দশপাদাত্মক উণাদিসূত্রও সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সূত্রগুলি উভয় গ্রন্থেই এক। প্রচলিত উণাদিসূত্রে বহু 'ভ্রম' আছে তজ্জন্য 'প্রৌঢ়মনোরমা' ও 'তত্ত্ববোধিনী' দ্রষ্টব্য। উণাদিসূত্র অতি প্রাচীন কারণ কোন কোন সূত্র কাশিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু মহাভাষ্যকার উণাদিসূত্র জানিতেন কিনা

---

(৭) কিন্তু ১।৩।৭ সূত্রের ভাষ্য ও উদ্যোত হইতে প্রতীয়মান হয় যে পাণিনিমুনি কতকগুলি ধাতুর অর্থনির্দেশও করিয়াছিলেন। (শ্র)

সন্দেহ। উণাদিসূত্রে সিঞ্চধাতু হইতে সিংহ শব্দের ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে; ভাষ্যকার হিংস্ ধাতু হইতে বর্ণবিপর্যয়দ্বারা সিংহশব্দের সাধন করিয়াছেন। উণাদিসূত্রের বহু বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে উজ্জ্বলদত্তের বৃত্তিই প্রসিদ্ধ। দুর্গসিংহ হেমচন্দ্র প্রভৃতিও পৃথক্ উণাদিসূত্র রচনা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে সূত্র ভাষ্য বার্ত্তিক ও পরিভাষার লক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রচলিত কারিকা উদ্ধৃত করা হইল। অর্থ স্পষ্ট বলিয়া অনুবাদ দেওয়া হইল না।

সূত্র— অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥ তথা,
সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণম্॥

এই লক্ষণ ব্যাকরণসূত্রে প্রযোজ্য নহে। 'স্বল্পাক্ষরং—এ সম্বন্ধে পরিভাষা "অর্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ"। কবিরাজ-টীকায় পাঠ 'সারবদ্ গূঢ়নির্ণয়ম্। নির্দোষং হেতুমত্তথ্যং…'

বার্ত্তিক— উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে।
তং গ্রন্থং বার্ত্তিকং প্রাহু র্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ॥
পরাশরপুরাণ, ১৮

ভাষ্য— সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যেন বর্ণৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥

পরিভাষা—অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা।
"পরিতো ব্যাপৃতাং ভাষাং পরিভাষাং প্রচক্ষতে।"

অথবা, শাস্ত্রসংক্ষেপার্থসঙ্কেতবিশেষঃ, এই অর্থে পরিভাষা ও সংজ্ঞার পার্থক্য সামান্য। বস্তুতঃ 'সংজ্ঞা' নৈয়ায়িকমতে তিনপ্রকার 'নৈমিত্তিকী' পারিভাষিকী ও ঔপাধিকী। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ

(ক) মনুর্যমো বশিষ্ঠোঽত্রির্দক্ষো বিষ্ণুস্তথাঙ্গিরাঃ।
উশনা বাক্পতির্ব্যাস আপস্তম্বোঽথ গৌতমঃ॥
কাত্যায়নো নারদশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পরাশরঃ।
সংবর্ত্তশ্চৈব শঙ্খশ্চ হারীতো লিখিতস্তথা॥

ইহা ব্যতীত বৌধায়ন, প্রাচেতস, বৈখানস, দেবল, আশ্বলায়ন, শাতাতপ পুলস্ত্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রকার।

পুরাণের সংখ্যাও নিশ্চিত নহে—বহু মতভেদ আছে। প্রধান পুরাণ ও উপপুরাণের নাম—অগ্নি, কূর্ম, গরুড়, নারদ, পদ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মাণ্ড, ভবিষ্য, মৎস্য, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ, বামন, বরাহ, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, স্কন্দ; বিষ্ণুধর্মোত্তর আদি কল্কি দেবীভাগবত বায়ু সাম্ব সৌর বৃহদ্ধর্ম ইত্যাদি।

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ ॥

অপিচ, আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণ
পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য

(খ) মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥
একঃ শব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে
কামধুগ্ ভবতি। মহাভাষ্য, ৬।১ ৮৪, ইত্যাদি

যদ্‌গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ ॥
স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা ॥
নিরুক্ত

যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্, দুষ্যতি
চাপশব্দৈঃ ॥ মহাভাষ্য।

(গ) প্রত্যাহারসূত্রগুলি এই,

অ ই উ ণ্। ঋ ৯ ক্। এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্। হ য ব র ট্। ল ণ্। ঞ ম ঙ ণ ন ম্। ঝ ভ ঞ্। ঘ ঢ ধ ষ্। জ ব গ ড দ শ্। খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্। ক প য্। শ ষ স র্। হ ল্॥ অন্ত্যবর্ণ ণ্ ক্ চ্ প্রভৃতি অনুবন্ধ। সূত্রের প্রথমবর্ণ অনুবন্ধ যুক্ত হইয়া মধ্যবর্ত্তী বর্ণগুলিরও সূচনা করে। যেমন অচ্ অর্থ, অ ই উ ঋ ৯ এ ও ঐ ঔ; 'ইক্' অর্থ, ই উ ঋ ৯; 'হল্' অর্থ, সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ; 'ঝয়্' অর্থ, বর্গের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ, ইত্যাদি।

প্রত্যাহারসূত্রগুলিই শিবসূত্র। 'নন্দিকেশ্বর-কাশিকা' নামক গ্রন্থের মতে নৃত্যাবসানে নিনাদিত মহাদেবের ঢক্কার শব্দই শিবসূত্র।

"নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো নিনাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধান্ এতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥"

ঢক্কানিনাদ হইতে প্রত্যাহারসূত্রের উদ্ভব সম্ভব কিনা সুধীগণের বিচার্য। পতঞ্জলির মতে 'ঞ ম ঙ ণ ন ম্' এই সূত্রের 'ম্' অনুবন্ধ নিরর্থক। উণাদিসূত্রে 'ঞমন্তাড্ডঃ' এই সূত্র আছে, উণাদি, ১১১। ইহা হইতে মনে হয় উণাদিসূত্র ভাষ্যকারের পরবর্তী এবং বোধ হয় ভাষ্যকার প্রত্যাহারসূত্র মহেশ্বরের ঢক্কানিনাদসম্ভূত ইহা জানিতেন না।

'শিক্ষা' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে পাণিনি 'অক্ষরসমাম্নায়' মহেশ্বর হইতে শিক্ষা করেন। প্রচলিত শিক্ষাগ্রন্থ যে পাণিনি হইতে অর্বাচীন তাহা শিক্ষা গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট।

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

অপাণিনীয় আর্ষপ্রয়োগ সমর্থন করিতে টীকাকারগণ নিম্নোক্ত শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেন—

"যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥" অর্থাৎ পাণিনি এতই মূর্খ ছিলেন যে বহু 'পদরত্ন'কে তিনি অসাধু বলিয়াছেন।

(ঘ) 'কুতো হ্যেতদ্ ভূশব্দো ধাতুসংজ্ঞো ভবিষ্যতি ন পুনর্ভেধশব্দ ইতি (মহাভাষ্য, ১।৩।১) ; 'ন চার্থপাঠঃ পরিচ্ছেদকস্তস্যাপাণিনীয়ত্বাৎ, অভিযুক্তৈরুপলক্ষণতয়োপাত্তত্বাৎ' (কৈয়ট) ; 'ভীমসেনেনেত্যৈতিহ্যম্' (নাগেশ)। অপরপক্ষে ১।৩।৭ সূত্রের ভাষ্য, 'অথবাচার্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি, নৈবং জাতীয়কানামিদির্বিধির্ভবতি যদয়মিরিতঃ কাংশ্চিন্নুমনুষক্তান্ পঠতি, উ বুন্দির্নিশামনে, স্কন্দির্গতি শোষণয়োঃ।' 'এতদ্ভাষ্যাৎ কেষাং চিদ্ধাতূনামর্থনির্দ্দেশসহিতোঽপি পাঠ ইতি জ্ঞায়তে' (নাগেশ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দশাস্ত্র ও তাহার বিষয়বিভাগ

মানুষ বাক্যদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে। বাক্য এক বা একাধিক পদের সমষ্টি। বৈয়াকরণমতে বাক্যে একটি ক্রিয়াপদ থাকিতেই হইবে, তবে এই ক্রিয়াপদ অব্যক্ত বা উহ্য থাকিতে পারে, যেমন, "তুমি কে?" "আমি দেবদত্ত", এখানে 'হইতেছ' ও 'হইতেছি' এই ক্রিয়াপদ দুইটি উহ্য। সংক্ষেপে অর্থবোধক পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট পদ সমষ্টিই বাক্য। পদ দ্বিবিধ—নামবাচক ও ক্রিয়াবাচক। নামবাচক শব্দ বা 'প্রাতিপদিক', সুপ্‌ প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত হইলে কিংবা ক্রিয়াবাচক শব্দ বা 'ধাতু' তিঙ্‌ প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত হইলে তাহাকে 'পদ' বলে।

প্রাতিপদিক মূলতঃ ধাতু হইতে কৃৎপ্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। স্ত্রী-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে অন্য প্রাতিপদিকের উৎপত্তি হইতে পারে। যেমন, নর শব্দ নৃ ধাতুর উত্তর অপ্‌ প্রত্যয় দ্বারা ব্যুৎপন্ন। স্ত্রীপ্রত্যয়যোগে 'নারী' এবং তদ্ধিতপ্রত্যয়যোগে 'নারায়ণ'। একাধিক প্রাতিপাদিক একত্র (সমাসবদ্ধ) হইয়া অন্য প্রাতিপদিকে পরিণত হইতে পারে, যথা, নরনারায়ণ, রাজপুরুষ, প্রাপ্তজীবিক ইত্যাদি। এইরূপ সনাদি প্রত্যয় যোগে ধাতু হইতে নূতন ধাতুর সৃষ্টি হইতে পারে যথা, কারয়তি, চিকীর্ষতি, চরীকরোতি। প্রাতিপদিক হইতেও প্রত্যয় যোগে ধাতুর উৎপত্তি হইতে পারে, যথা, পুত্রায়তে, পুত্রীয়তি।

অতএব শব্দের মূল 'ধাতু' ও নানাবিধ 'প্রত্যয়'। বাক্যের অন্তর্গত পদের পরস্পর সম্বন্ধ দুই প্রকারের হইতে পারে—ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বা 'কারকত্ব' ও অন্য পদের সহিত সম্বন্ধ, 'বিশেষণবিশেষ্যভাব' বা 'সামানাধিকরণ্য', অথবা স্বস্বামিত্বাদি 'শেষ' সম্বন্ধ। সুবাদি বিভক্তি কারকানুযায়ী হইতে পারে ('কারকবিভক্তি') অথবা অন্য পদের সংযোগে হইতে পারে (যথা, 'উপপদবিভক্তি')। এতদ্ব্যতীত বাক্যে ক্রিয়ার বিশেষণ থাকিতে পারে, এগুলি সাধারণতঃ ক্ত্বা, ণম্‌, তুম্‌ প্রভৃতি কৃদন্ত, বা বৎ, সাৎ, ধা প্রভৃতি তদ্ধিতান্ত অব্যয়।[২] দুই শব্দের সন্নিকর্ষে রূপের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, ইহা সন্ধিপ্রকরণের বিষয়।

---

(১) বিভক্তিও একপ্রকার প্রত্যয়। (২) অথবা ক্লীবলিঙ্গ একবচনান্ত শব্দ।

সুবাদি বিভক্তি প্রধানতঃ নামের লিঙ্গ, সংখ্যা, ও ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ 'কারকত্ব' সূচিত করে। এইরূপ তিঙাদি বিভক্তি কাল, পুরুষ ও সংখ্যার সূচনা করে। এইভাবে শব্দশাস্ত্রের ব্যাকরণাংশে দার্শনিক বিচারের বিষয়বস্তু হইতেছে—প্রাতিপদিকার্থ, ধাত্বর্থ, প্রত্যয়ার্থ কারকার্থ, বিভক্ত্যর্থ, সংখ্যার্থ, সমাসার্থ, লিঙ্গার্থ, কালার্থ ইত্যাদি।

শব্দ নিত্য কি অনিত্য এ বিষয়ে নৈয়ায়িক ও মীমাংসকগণ কূট বিচার করিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন শব্দ অনিত্য, মীমাংসকগণের মতে শব্দ নিত্য। বৈয়াকরণ মতে শব্দ নিত্য ত বটেই পরন্তু শব্দ স্ফোটাত্মক ও ব্রহ্মস্বরূপ। বর্ণের কোন অর্থ না থাকিলেও বর্ণসমষ্টি 'পদ' কেন অর্থবাচক হয় তাহার কারণ বৈয়াকরণদিগের মতে বর্ণাতিরিক্ত স্ফোট নামক এক নিত্য পদার্থের প্রকাশ। এইরূপ বাক্যের অর্থেরও পদাতিরিক্ত নিত্য 'বাক্যস্ফোট'এর জন্যই বোধ হয়। বাক্যস্ফোটই শব্দব্রহ্ম; ইহার তুলনায় বর্ণস্ফোট ও পদস্ফোটের নিত্যতা ও সত্যতা আপেক্ষিক। অন্য দার্শনিকেরা স্ফোটবাদ স্বীকার করেন না।

শব্দশাস্ত্রের অন্য বিষয় শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ—পদের অর্থ কি জাতিবাচক না ব্যক্তিবাচক, না জাতি ও ব্যক্তি উভয়েরই বাচক, না অন্য কিছু এ বিষয়ে নৈয়ায়িক মীমাংসক ও অন্য দার্শনিকেরা বহু বিচার করিয়াছেন। গো শব্দ উচ্চারণ করিলে মুখ্যতঃ কি বুঝায়? কেহ বলেন, গো শব্দ দ্বারা মুখ্যতঃ গোজাতিই বুঝায় কেহ বলেন, কোন বিশিষ্ট গোজাতীয় প্রাণীকেই বুঝায়; নৈয়ায়িকেরা বলেন গো বলিতে জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝায় অর্থাৎ গো জাতি ও তাহার সহিত বিশিষ্ট গোজাতীয় প্রাণী উভয়ই বুঝায়। অন্যপক্ষে বৌদ্ধরা বলেন গো বলিতে গো ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রাণীর 'অপোহ' (Negation) বুঝায়। বলা বাহুল্য এই বিষয়ের বিচার অতি সূক্ষ্ম এবং সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ।*

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অন্য দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় শব্দের অর্থ তিন প্রকার। গো শব্দ মুখ্যতঃ প্রাণিবিশেষকে বুঝায়, গো শব্দের উহাই 'অভিধেয়' বা বাচ্যার্থ। 'বাহীকেরা গরু' এখানে গরু অর্থ গোসদৃশ নির্বোধ; গো শব্দের ইহা 'গৌণ' বা 'লাক্ষণিক' অর্থ। 'গ্রামটি একেবারে গঙ্গায়', ইহার অর্থ গ্রামটি গঙ্গাতটে, এই অর্থও লাক্ষণিক অর্থ। 'গ্রামটি একেবারে গঙ্গায়' ইহা হইতে ইহাও বুঝায় যে গ্রামটির জলবায়ু সুশীতল এবং স্থানটি পবিত্র।

* 'অপোহবাদ' এর বিস্তৃত আলোচনার জন্য Dr. Satkari Mukherjee, "Buddhist Philosophy of Universal Flux", Ch. VIII দ্রষ্টব্য।

আলঙ্কারিকেরা বলেন এই অর্থ লাক্ষণিক নহে, ইহা 'ব্যঙ্গ্য' অর্থ। এইরূপ শব্দের তথা বাক্যের তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে, 'বাচ্য' 'লক্ষ্য' ও 'ব্যঙ্গ্য'। এই তিন প্রকার অর্থের মূলে শব্দের তিন শক্তি— 'অভিধা', 'লক্ষণা' ও 'ব্যঞ্জনা'। নৈয়ায়িকদের মতে ব্যঞ্জনাবৃত্তি লক্ষণা বৃত্তিরই অন্তর্গত। ব্যঞ্জনা 'অভিধাপুচ্ছভূতা' এ মতও আছে।

অন্য এক দৃষ্টিতে দেখিলে শব্দ 'রূঢ়' 'যোগরূঢ়' প্রভৃতি কয়েক প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। যেখানে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যবহারিক অর্থ অপেক্ষা ব্যাপক সেখানে শব্দ 'যোগরূঢ়'। পঙ্কজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যাহা পঙ্কে জন্মে।' কিন্তু পঙ্কজ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ 'পদ্মফুল।' মণিনূপুরাদি শব্দ 'রূঢ়' কারণ ব্যুৎপত্তি দ্বারা ইহাদের অর্থবোধ হয় না। এই দৃষ্টিতে প্রধানতঃ নৈয়ায়িকগণই শব্দার্থের বিচার করিয়াছেন।

মীমাংসকগণ অন্য এক দৃষ্টিতেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের বিচার করিয়াছেন। পদ সাধারণতঃ বাক্যের অংশরূপেই ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে বিচার্য এই যে পদের নিজস্ব কোনও অর্থ আছে না অন্য পদের সহিত অন্বিত হইয়া নিজের অর্থ ব্যক্ত করে। 'গরু যাইতেছে', এখানে গরু অর্থ কি কেবলমাত্র জন্তুবিশেষ না গমন-ক্রিয়াবান্ জন্তুবিশেষ? প্রভাকরভট্টের মতে পদের স্বতন্ত্র অর্থ নাই, বাক্যের অন্যান্য পদ, যাহার সহিত ঐ পদের অন্বয় আছে, তাহাদের অর্থ দ্বারা বিশেষিত (qualified) হইয়াই ঐ পদের অর্থ ব্যক্ত হয়। কুমারিলভট্ট বলেন পদের অর্থবোধ স্বতন্ত্রভাবেই হয়, পরে অন্বয় দ্বারা ঐ অর্থ বিশেষিত হয়। এই দুই মতের নাম যথাক্রমে অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ। এ বিষয়টিও অতি সূক্ষ্ম এবং সাধারণের পক্ষে প্রায় দুরধিগম্য।

অতএব শব্দশাস্ত্রের অন্য বিচার্য বিষয়গুলি এই—শব্দনিত্যত্ববাদ, স্ফোটবাদ, শব্দার্থসম্বন্ধ—(১) জাতিবাদ, ব্যক্তিবাদ, জাতিবিশিষ্টব্যক্তি-বাদ অপোহবাদ প্রভৃতি; (২) অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ (৩) শব্দশক্তি—অভিধা লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা, (৪) শব্দার্থ—রূঢ়, যৌগিক যোগরূঢ় ইত্যাদি।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে। সূক্ষ্ম বিচারের জন্য মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দিঙ্মাত্রপ্রদর্শনই সম্ভব।

ব্যাকরণসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের সর্বপ্রাচীন আলোচনার জন্য পতঞ্জলিমুনির বিখ্যাত মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য। এই বিরাট্ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় ভাষ্যকারের সূক্ষ্ম প্রতিভা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া

যাইবে। শব্দশাস্ত্রের কেবলমাত্র দার্শনিক বিষয়গুলি ভর্তৃহরি তাঁহার প্রসিদ্ধ "বাক্যপদীয়" গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থখানি অতি দুরূহ, এযাবৎ ইহার উপযুক্ত সংস্করণ বাহির হয় নাই। ব্যাকরণদর্শনের উপর আধুনিক দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে, একখানি ভট্টোজীদীক্ষিতের 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকারিকা'ও তাহার বৃত্তি কোণ্ডভট্টকৃত 'বৈয়াকরণভূষণ', অন্যখানি নাগেশভট্টের 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তলঘুমঞ্জুষা'। ইহার সার 'পরমলঘুমঞ্জুষা' ক্ষুদ্রকায়া হইলেও প্রকৃতই সারবতী। ভট্টোজীদীক্ষিতের 'শব্দকৌস্তুভ' ও প্রামাণ্যগ্রন্থ কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার অংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

নৈয়ায়িক মতের জন্য জয়ন্তভট্টের 'ন্যায়মঞ্জরী', জগদীশের 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা', গদাধরের 'ব্যুৎপত্তিবাদ' ও 'শক্তিবাদ', এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'তত্ত্বচিন্তামণি'র শব্দখণ্ড দ্রষ্টব্য। ন্যায়সূত্রের ভাষ্য ও তাহার টীকাদিতেও শব্দনিত্যত্ব ও জাতিবাদ প্রভৃতির সূক্ষ্ম আলোচনা পাওয়া যাইবে।

মীমাংসকমতের জন্য শালিকনাথের 'প্রকরণপঞ্চিকা', পার্থসারথির 'ন্যায়রত্নমালা' ও 'শাস্ত্রদীপিকা' (তর্কপাদ), বিশেষতঃ বাচস্পতি-মিশ্রের 'তত্ত্ববিন্দু' দ্রষ্টব্য।[২]

(২) স্ফোটবাদ অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ সম্বন্ধে ডাঃ গৌরীনাথশাস্ত্রীর Philosophy of Bhartrihariতে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণভাবে গুরুপদহালদার মহাশয়ের 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস'এ প্রায় বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত বিচার করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ধাতু

(ক) ধাত্বর্থ

ধাতুপাঠে প্রায় দুই হাজার ধাতুর নাম আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি 'পরস্মৈপদী', কতকগুলি 'আত্মনেপদী', কতকগুলি 'উভয়-পদী'। উপসর্গযোগে পরস্মৈপদী ধাতু আত্মনেপদী হইতে পারে, অর্থভেদেও ধাতু পরস্মৈপদী কিম্বা আত্মনেপদী হইতে পারে। এজন্য ব্যাকরণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তিঙ্ প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হইলে ধাতুকে ক্রিয়াপদ বলে। বাক্যে কর্তৃপদ কর্মপদ বা ক্রিয়াপদের প্রাধান্য বিবক্ষিত হইলে ধাতু কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়। কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর একই রূপ, উভয়স্থলেই যক্ প্রত্যয় হয় এবং আত্মনেপদে রূপ হয়। উদাহরণ যথাক্রমে 'রামঃ তণ্ডুলং পচতি' 'রামেণ তণ্ডুলং পচ্যতে' 'রামেণ হস্যতে'।

সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর দশটি লকার অর্থাৎ tense বা mood। বর্ত্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে লট্, লঙ্, লুঙ্, লিট্ ও লুট্, লৃট্ এই কয়টি 'লকার' এর প্রয়োগ হয়। বিধি প্রভৃতি অর্থে 'আশীর্লিঙ্', 'বিধিলিঙ্' ও 'লোট্' এবং 'ক্রিয়াতিপত্তি' অর্থে 'লৃঙ্' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। 'লকার' এর অর্থ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

'লট্' প্রভৃতি প্রত্যেকটিতেই 'সংখ্যা' ও 'পুরুষ' এর প্রভেদের জন্য বিভক্তি বিভিন্ন। 'সংখ্যা' সংস্কৃত ভাষায় তিনটি—'একবচন' 'দ্বিবচন' ও 'বহুবচন'; 'পুরুষ'ও তিনটি 'প্রথম পুরুষ', 'মধ্যম পুরুষ' ও 'উত্তম পুরুষ'—আত্মনেপদ, পরস্মৈপদ, দশ লকার, তিন বচন ও তিন পুরুষ ভেদে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর একশত আশিটি বিভক্তি হইতে পারে। সংক্ষেপে ইহাদের নাম 'তিঙ্'।

অতএব দেখা যাইতেছে ক্রিয়াপদ দ্বারা কেবলমাত্র ধাতুর অর্থ বুঝায় না, সঙ্গে সঙ্গে 'বাচ্য', 'সংখ্যা', 'কাল' এবং 'পুরুষ'ও বুঝায়। যেমন, 'রামঃ তণ্ডুলং পচতি' এই বাক্যদ্বারা বুঝাইতেছে রাম নামক 'আমি তুমি' ভিন্ন তৃতীয় এক ব্যক্তি বর্ত্তমানকালে তণ্ডুলের পচন ক্রিয়ায় নিযুক্ত আছে, এবং বাক্যটি কর্তৃবাচ্যে হওয়ায় রামের

কর্তৃত্বই প্রধানতঃ বক্তার অভিপ্রেত। ধাতুর অর্থ 'ক্রিয়া' আর তিঙ্ প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ 'কাল' 'সংখ্যা' ও 'পুরুষ'; তিঙাদি বিভক্তির অর্থ ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করিতেছে। 'তিঙর্থাঃ কর্তৃকর্ম-সংখ্যাকালাঃ' (বৈয়াকরণভূষণ) (ক)। কর্তা বা কর্ম তিঙর্থ ইহা অন্যেরা স্বীকার করেন না।

বৈয়াকরণমতে বাক্যে ক্রিয়াপদই প্রধান, নৈয়ায়িকমতে প্রথমান্ত বিশেষ্যপদই প্রধান।[২] 'দেবদত্তঃ পচতি' ইহার বৈয়াকরণমতে অর্থ—'দেবদত্তকৃত পাকানুকূল ব্যাপার' নৈয়ায়িকমতে 'পাকানুকূলব্যাপারা-নুকূলকৃতিমান্ দেবদত্ত'। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় এইরূপ তর্ক অবান্তর। কর্তৃপদ মুখ্য কি ক্রিয়াপদ মুখ্য তাহা বক্তার অভিপ্রায়ই নির্ণয় করিবে। যেস্থলে বক্তার বক্তব্য এই যে দেবদত্ত পাকই করিতেছে অন্য কিছু করিতেছে না, সেস্থলে ক্রিয়াপদই মুখ্য, আর যেস্থলে বক্তব্য এই যে, দেবদত্তই পাক করিতেছে অন্য কেহ নহে, সেস্থলে কর্তৃপদই মুখ্য। এইরূপ ক্রিয়াপদে ধাত্বর্থ মুখ্য না বিভক্ত্যর্থ মুখ্য ইহা লইয়াও বিচারের অন্ত নাই।

ক্রিয়ার অর্থবোধ কি করিয়া হয়? বোধ হয় অদ্রব্যবাচক সমস্ত শব্দেরই অর্থবোধ অনুমানমূলক। ভাষ্যকার বলেন (১।৩।১) "ক্রিয়া নামেয়মত্যন্তাপরিদৃষ্টা, অশক্যা ক্রিয়া পিণ্ডীভূতা নিদর্শয়িতুং যথা গর্ভো নির্লুঠিতঃ। সাসৌ অনুমানগম্যা।" ক্রিয়ার অর্থবোধের মূলে মীমাংসকমতে আছে 'আক্ষেপ' (অর্থাপত্তি) বা 'লক্ষণা'।[৩] ধাতুর অর্থ ইঁহাদের মতে 'ভাবনা' কারণ 'ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্', তাহার আশ্রয় কর্তা বা কর্মের প্রতীতি 'লক্ষণা' দ্বারাই হয়। অথবা, ক্রিয়াপদের বিভক্ত্যংশে সূচিত 'সংখ্যা'র দ্বারাই কর্তার প্রতীতি হয়, 'কর্তৃবিশিষ্ট-সংখ্যাভিধানাৎ কর্ত্তুরভিধানম্' ইতি ভট্টপাদাঃ। (খ)।

বৈয়াকরণগণ বলেন তিঙ্ প্রভৃতি ক্রিয়াবিভক্তিই 'কর্তৃ' 'কর্ম' 'সংখ্যা' ও 'কাল' এই কয়টির সূচনা করে, এবং ধাতুর অর্থ, কেবল

---

(১) 'তিপ্ তস্...মহিঙ্' এই সূত্রের (৩।৪।৭৮) প্রথম ও অন্ত্য অক্ষর সংযোগে।

(২) 'সর্বত্র প্রথমান্তপদোপস্থাপ্যপদার্থস্যৈব শাব্দবোধে মুখ্যবিশেষ্যত্বম্', (সারমঞ্জরী)।

(৩) নৈয়ায়িকমত ও অনুরূপ—'সবিষয়কপদার্থাভিধায়িধাতূত্তরকর্তৃবিহিতা-খ্যাতস্যাশ্রয়ত্বে লক্ষণা', (সারমঞ্জরী)।

'ভাবনা' নহে, ইহার অর্থ 'ফল' ও 'ব্যাপার' (বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকারিকা) অথবা 'ফলানুকূল ব্যাপার'। মঞ্জুষাকার নাগেশ বলেন "ফলানুকূলো যত্নসহিতো ব্যাপারো ধাত্বর্থঃ"। ব্যাপার, উৎপাদনা, ভাবনা, ক্রিয়া সমার্থক। নৈয়ায়িকগণের মতেও ধাত্বর্থ 'ফলানুকূল ব্যাপার' কিন্তু তাঁহারা অনেক স্থলে 'যত্ন' বা 'কৃতি' এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্রের মতে ধাত্বর্থ 'ফল' এবং প্রত্যয়ার্থ ব্যাপার ; 'রত্নকোশ'-কারের মতে ধাত্বর্থ 'ব্যাপার' ও আখ্যাতার্থ (অর্থাৎ বিভক্তির অর্থ) 'উৎপাদনা'। এই দুই মতই 'তত্ত্বচিন্তামণি'তে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 'উৎপাদনা' ও 'ব্যাপার' ইহাদের মধ্যে প্রভেদকল্পনার প্রয়োজন দেখা যায় না। (গ)।

বৈয়াকরণমত ও নৈয়ায়িকমত প্রায় এক ; উভয় মতেই ধাতুর অর্থ 'ফলানুকূল ব্যাপার' ; এবং বিভক্তির অর্থ 'সংখ্যা' ও 'কাল'। কিন্তু বৈয়াকরণমতে কর্তৃ ও কর্মও তিঙ্‌বিভক্তিবাচ্য, নৈয়ায়িক মতে কর্ত্তা ও কর্ম বিভক্তিগত সংখ্যা দ্বারা বাচ্য। ইহাদের মধ্যে অন্য প্রধান ভেদ এই যে বৈয়াকরণমতে বাক্যে ক্রিয়ার্থই প্রধান, নৈয়ায়িক মতে প্রথমান্ত বিশেষ্যপদই প্রধান।

ধাতু ও ক্রিয়া প্রায় সমার্থক, ধাতু ক্রিয়াবাচক। ধাতুপাঠে অন্তর্ভুক্ত না হইলে শব্দকে ধাতু বলা যায় না, কারণ হিরুক্‌ প্রভৃতি অব্যয়ও ক্রিয়াবাচক। এইজন্য 'শব্দকৌস্তুভ' প্রভৃতিতে বলা হইয়াছে 'ক্রিয়াবাচিনো গণপঠিতা ধাতুসংজ্ঞাঃ স্যুঃ'।

'আখ্যাত' শব্দের দুই বা তিন অর্থ। 'আখ্যাত' অর্থ, তিপ্‌ প্রভৃতি ধাতু বিভক্তি। এজন্য আখ্যাতার্থ মানে 'তিঙর্থ'। আবার আখ্যাত অর্থ ক্রিয়াপদ, যথা 'আখ্যাতং সাব্যয়কারকবিশেষণং বাক্যম্' ('সমর্থ'সূত্রের ভাষ্য)। কোন কোন স্থলে 'আখ্যাত' অর্থ 'ধাতু', এই অর্থে সব শব্দই 'আখ্যাতজ'।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কোন কোন মীমাংসকের মতে 'আখ্যাত' অর্থ 'ভাবনা' বা 'ব্যাপার' এবং ধাতুর অর্থ 'ফল' (ফলং ধাত্বর্থো ব্যাপারঃ প্রত্যয়ার্থঃ—মণ্ডনমিশ্র) ; কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে 'ধাতোঃ কেবলব্যাপার এব শক্তিঃ' ফলং তু কর্মপ্রত্যয়ার্থঃ—('মঞ্জুষা' দ্রষ্টব্য)। এই মতের পোষকতায় বলা হয়—প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে প্রত্যয় প্রধান, এজন্য ক্রিয়াপদের অর্থ 'ব্যাপার' এবং প্রত্যয়ের অর্থ, 'ফল'। ইহার উত্তরে বৈয়াকরণগণ বলেন—প্রকৃতির অর্থ অপেক্ষা প্রত্যয়ের অর্থ প্রধান এই নিয়ম সার্বত্রিক নহে। 'প্রধান

প্রত্যয়ার্থকানর্থস্বাৎপ্রমাণত্বাৎ' এই 'পাণিনিসূত্রের (১।২।৫৬) ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (ঘ)।

ধাতুবিভক্তি যে সাক্ষাৎভাবে কর্তা ও কর্মের অর্থবোধক তাহার প্রমাণ—'লঃ কর্মণি চ ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ,' এই সূত্র (৩।৪।৬৯)। নৈয়ায়িক মীমাংসক ও বৈয়াকরণগণের ধাতু ও প্রত্যয়ের অর্থের বিচারের সারাংশের জন্য ঐ সূত্রের 'তত্ত্ববোধিনী' বা 'প্রৌঢ়মনোরমা' টীকা দ্রষ্টব্য।

'ফল' ও 'ব্যাপার' এই দুইটি শব্দের অর্থ লইয়া বিশেষ মতভেদ নাই। 'ব্যাপার' ধাতুর সেই অর্থ যাহা দ্বারা ধাত্বর্থের উদ্দিষ্ট ফলের উৎপত্তি হয় "ধাত্বর্থফলজনকত্বে সতি ধাতুবাচ্যত্বম্" (মঞ্জুষা)। 'ব্যাপারঃ ভাবয়িতুরুৎপাদনক্রিয়া', ব্যাপার ও ক্রিয়া সমার্থক। ক্রিয়া কৃধাতু নিষ্পন্ন এবং সমস্ত ধাতুর অর্থ কৃধাতুর দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। পচতি=পাকং করোতি, গচ্ছতি=গমনং করোতি ইত্যাদি। এইরূপ অস্তি=স্বরূপধারণং করোতি। ক্রিয়ার অর্থ 'শব্দকৌস্তভ' (১।৩।১)এ এইরূপ, 'করোত্যর্থভূতা উৎপাদনাপরপর্যায়া উৎপত্ত্যনুকূলব্যাপাররূপা।' ক্রিয়া বলিতে একটি ক্রিয়া (কার্য্য) বা ব্যাপার বুঝায় না, ক্রমিক বহু ব্যাপারের সমূহকে বুদ্ধি দ্বারা অভেদ কল্পনা করিয়া একটি 'ক্রিয়া'রূপে ব্যবহার করা হয়। দেবদত্ত পাক করিতেছে ইহার অর্থ দেবদত্ত ফুৎকারাদিদ্বারা কাষ্ঠাদি সহযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পাত্রে তণ্ডুল ও জল স্থাপন করিয়া তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তণ্ডুলকে নরম করিতেছে। যেস্থলে এই ক্রমের বিবক্ষা নাই, সেস্থলে ক্রিয়া'র অর্থ 'সত্ত্বা'। অস্তি ভবতি প্রভৃতি স্থলে ক্রম আছে, কিন্তু তাহার বিবক্ষা নাই। (ঙ)।

'ফল', শব্দের সরল অর্থ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। পচ্ ধাতুর ফল বিক্লিত্তি, হন্ ধাতুর মরণ, গম্ ধাতুর দেশবিভাগ, পৎ ধাতুর অধঃস্থ ভূমি সংযোগ ইত্যাদি। 'মঞ্জুষা'কারের ভাষায় 'ফলত্বং তদ্ধাত্বর্থজন্যত্বে সতি কর্তৃপ্রত্যয়-সমভিব্যাহারে তদ্ধার্থনিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপিতপ্রকারতাবত্ত্বম্"। কর্ম ফলের আশ্রয়, কর্তা ব্যাপারের আশ্রয়।

ক্রিয়া 'সাধ্য' ও 'সিদ্ধ' ভেদে দুইপ্রকার। সংক্ষেপে সাধ্যত্ব, লিঙ্গ ও সংখ্যা দ্বারা অনন্বয়িত্ব অর্থাৎ 'অদ্রব্যত্ব'। তিঙন্ত ধাতু 'সাধ্য' ঘঞাদিকৃদন্ত ধাতু 'সিদ্ধ'। সিদ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব লইয়া সূক্ষ্ম বিচার করিয়া লাভ নাই। (চ)

ধাতু ভ্বাদি অদাদি প্রভৃতি দশটি গণে বিভক্ত। গণভেদে ধাতুর বিভক্তিযোগে রূপেরও প্রভেদ হয়। তন্নতু তুনতু কয়েকটি ধাতু সূত্রে

উল্লিখিত হইলেও ধাতুপাঠে পঠিত হয় নাই, ইহাদিগকে সৌত্র ধাতু বলে। তৃতীয়প্রকার ধাতু ণিচ্, যঙ্, সন্ প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে অন্য ধাতু হইতে উৎপন্ন। কতকগুলি ধাতু প্রাতিপদিক হইতে ক্যঙ্, ক্যচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে উৎপন্ন, ইহারা 'নামধাতু'। এ বিষয়ে অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী ভেদেও ধাতু দুইপ্রকার—আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী ধাতুর রূপ বিভিন্ন। উপসর্গযোগে ও অর্থ বিশেষে আত্মনেপদী ধাতু পরস্মৈপদী হইতে পারে এবং পরস্মৈপদী ধাতু আত্মনেপদী হইতে পারে। এজন্য ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য।

অন্যপক্ষে সকর্মক ও অকর্মক ভেদে ধাতু দুইপ্রকার। সত্তা লজ্জা স্থিতি জাগরণ প্রভৃতি অর্থবাচক ধাতু সাধারণতঃ অকর্মক। তবে কাল পথ ও দেশবাচক শব্দ এবং ক্রিয়াবিশেষণ অকর্মক ধাতুরও কর্ম হয়, যেমন মন্দং পবনঃ মুদতি, মাসমাস্তে ইত্যাদি। দেশ অর্থ কুরুপাঞ্চালাদি। এগুলি ভাষ্যকারের মতে কৃত্রিম কর্ম। দেশকালাদি বাচক শব্দ সকর্মক ধাতুরও কর্ম হয়, 'ন্যায়স্য তুল্যত্বাৎ' (কৈয়ট)।

ফল ও ব্যাপার যেক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সেক্ষেত্রে ধাতু অকর্মক। যে ক্ষেত্রে ফল ও ব্যাপার পৃথক্ সে ক্ষেত্রে ধাতু সকর্মক। সকর্মক ধাতু বক্তার বিবক্ষানুসারে অকর্মক ভাবেও ব্যবহৃত হইতে পারে। দেবদত্ত পচতি এখানে পচতি ক্রিয়ার 'ফল' বিক্লিত্তি, 'ব্যাপার' পাক করা, উভয়ই দেবদত্তকে আশ্রয় করিয়া আছে। কিন্তু দেবদত্ত ওদনং পচতি এখানে 'ফল' বিক্লিত্তি ওদনকে আশ্রয় করিতেছে, পাক করা 'ব্যাপার' দেবদত্তকে আশ্রয় করিতেছে—ধাতু এখানে সকর্মক। (ছ)।

পূর্বে বলা হইয়াছে বৈয়াকরণমতে বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদই প্রধান। যেস্থলে ক্রিয়াপদ উচ্চারিত হয় না, সেস্থলে অস্তি ভবতি প্রভৃতি ক্রিয়াপদ উহ্য। 'কস্ত্বম্' অর্থ 'কস্ত্বমসি'। নৈয়ায়িকেরা বলেন এই প্রাচীন মত নির্যুক্তিক—ক্রিয়ারহিতং ন বাক্যমস্তীতি আদিকন্তু প্রাচাং প্রবাদো নির্যুক্তিকত্বাদশ্রদ্ধেয়ঃ (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)। ইহাদের মতে বাক্যে প্রথমান্তবিশেষ্যই প্রধান।

'দেবদত্তস্তণ্ডুলং পচতি' ইহার অর্থ বৈয়াকরণমতে 'দেবদত্তাভিন্নৈক-কর্তৃকস্তণ্ডুলাভিন্নকর্মবৃত্তি-বিক্লিত্যনুকূলো ব্যাপারঃ'। নৈয়ায়িকমতে ইহার অর্থ হইবে তণ্ডুলবৃত্তি-বিক্লিত্যনুকূল-ব্যাপারানুকূলকৃতিমানেকত্ব-বিশিষ্টো দেবদত্তঃ, অথবা তণ্ডুলবৃত্তিকর্মতানুকূলকৃত্যাশ্রয়ো দেবদত্তঃ। এইরূপ চৈত্রেন তণ্ডুলং পচ্যতে = চৈত্রবৃত্তিকৃতিজন্যপাকজন্যফলশালী তণ্ডুলঃ। ঘটমানয় = ঘটনিষ্ঠকর্মত্বানুকূলং যদিষ্টসাধনতাবৎকার্যং তচ্চানয়নং

তদনুকূলকৃতিমান্ ত্বম্। 'চৈত্রো মৈত্রং তণ্ডুলং পাচয়তি' = তণ্ডুলবৃত্তিকর্মতানুকূলপাকানুকূলমৈত্রবৃত্তিব্যাপারানুকূলব্যাপারবান্ চৈত্র ইত্যাদি। (জ)

(খ) ল-কারার্থ

সংস্কৃত ব্যাকরণের 'লকার' পাশ্চাত্ত্য ব্যাকরণের Tense ও Mood। 'ল-কার' সম্ভবতঃ 'কাল' শব্দের অন্ত্যাক্ষর। 'লকার' 'দশটী', বৈদিক 'লেট্' সহ এগারটি। 'কলাপ' ও 'সিদ্ধহেম' প্রভৃতি ব্যাকরণে লট্ প্রভৃতির স্থলে "বর্ত্তমানা" "পরোক্ষা" প্রভৃতি অর্থমূলক সংজ্ঞার ব্যবহার করা হইয়াছে। মনে হয় এই সকল 'সংজ্ঞা' পাণিনির পূর্ববর্ত্তী। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন শ্বস্তনী প্রভৃতি সংজ্ঞাই ব্যবহার করিয়াছেন।

'ল-কার'	কলাপ ও সিদ্ধহেম প্রভৃতিতে সংজ্ঞা	কোন্ অর্থে প্রয়োজ্য
লট্	বর্ত্তমানা	বর্ত্তমান কালে
লুঙ্	অদ্যতনী	অদ্যতন ভূতে
লিট্	পরোক্ষা	পরোক্ষ ভূতে
লঙ্	হ্যস্তনী	অনদ্যতন ভূতে
লিঙ্ (বিধি)	সপ্তমী	বিধ্যাদি অর্থে
লিঙ্ (আশীঃ)	আশীঃ	ঐ
লোট্	পঞ্চমী	ঐ
লৃট্	ভবিষ্যন্তী	ভবিষ্যৎ কালে
লুট্	শ্বস্তনী	অনদ্যতন ভবিষ্যতে
লৃঙ্	ক্রিয়াতিপত্তি	ক্রিয়াতিপত্তি অর্থে

ল-কারের অর্থ লইয়া বৈয়াকরণদিগের মধ্যে মতবিরোধ নাই। ল-কারের সাধারণ অর্থ সংখ্যা কাল কারক ও ভাব, 'সংখ্যাবিশেষকালবিশেষকারকবিশেষভাবা লাদেশমাত্রস্যার্থাঃ' ('মঞ্জুষা')। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' মতে 'কৃত্যাদিকং নাখ্যাতস্যার্থঃ কিন্তু কালঃ সংখ্যা চ'।

'কাল' যে কি তাহা লইয়া দার্শনিকগণ বহু বিচার করিয়াছেন। কাল যে কি তাহা আমরা সকলেই জানি কিন্তু 'কাল' এর সন্তোষজনক সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত। সূর্য্যাদির গতি (পরিস্পন্দ) দ্বারা কালের পরিমাপ সম্ভব, কিন্তু তাহাদ্বারা কালের 'সংজ্ঞা' হয় না।

বৈশেষিকদর্শনে 'কাল' দ্রব্য। সাংখ্যমতে 'কাল' আকাশএর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন নব্যনৈয়ায়িকের মতে 'কাল' ও 'দেশ' ঈশ্বরাত্মক, অর্থাৎ 'transcendental'; আমরা কালের গতি বুঝিতে পারি কিন্তু 'কাল' ইন্দ্রিয়গম্য কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ বলেন, 'কাল' ক্রিয়ারই প্রকারভেদ—'কালঃ ক্রিয়ারূপঃ'। মূর্ত্ত পদার্থের ক্ষয় ও বৃদ্ধি যাহা দ্বারা লক্ষ্যগোচর হয় তাহাই কাল (মহাভাষ্য ২।২।৫)। অতীতাদি ব্যবহারহেতুই 'কাল' ('তর্কসংগ্রহ') অথবা পরত্ব ও অপরত্ব জ্ঞানের হেতুই 'কাল' ('ভাষাপরিচ্ছেদ')। কাল ক্রিয়াভেদের কারণ; কাল এক ও নিত্য, উপচার বা উপাধিদ্বারা বর্ত্তমানভূতভবিষ্যতাদি ভেদ কল্পনা করা হয়। বস্তুতঃ কালের বোধ আমাদের সমস্ত জ্ঞানের মূলে, এজন্য কাল সাক্ষাৎ প্রমার বিষয় হইতে পারে না,[৪] অর্থাৎ কাল অনুমানগম্য; ইত্যাকার বহু আলোচনা কাল সম্বন্ধে হইয়াছে। নিত্য ও বিভু হইলেও কাল অখণ্ড নহে ('মঞ্জুষা'), কাল অবিদ্যাশক্তি, মায়ার পরিণাম (ঐ)। অন্যপক্ষে কালই সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা, বৃদ্ধি ক্ষয় ও নাশ কালেরই অধীন। অথর্ববেদের বিখ্যাত কালসূক্তে কালই সৃষ্টিকর্ত্তা, কালই ব্রহ্মরূপে পরমেষ্ঠীকে ধারণ করিতেছেন। "কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্ত্তি পরমেষ্ঠিনম্", ১৯।৫৩।৯। কালই ঈশ্বর, "স ইমা বিশ্বা ভুবনানি অঞ্জৎ কালঃ স ঈযতে প্রথমো নু দেবঃ কালোঽমু দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত। কালো হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে॥" ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন কালই লোকযন্ত্রের সূত্রধার, কালই বিশ্বাত্মা ব্যাপার; ক্রিয়ারূপ উপাধিদ্বারা কালই লট্ আদি একাদশ আকারে বিভক্ত হইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সূচনা করে ('বাক্যপদীয়', কালসমুদ্দেশ)। (ঝ)

যে ক্রিয়ার কার্য আরব্ধ হইয়াছে কিন্তু শেষ হয় নাই, সেই ক্রিয়ার কাল 'বর্ত্তমান'—'আরব্ধোঽপরিসমাপ্তশ্চ বর্ত্তমানঃ' ('কাশিকা', ৩।২ ১২৩), 'সারমঞ্জরী'কার বলেন 'স্বাবচ্ছিন্নকালবৃত্তিত্বং বর্ত্তমানত্বম্', অথবা 'প্রয়োগসমানকালীনত্বম্'। অথবা, বর্ত্তমানত্বং প্রারব্ধাপরিসমাপ্ত ক্রিয়োপলক্ষিতত্বম্ ('মঞ্জুষা')।

'প্রবৃত্তোপরত' 'বৃত্তাবিরত' 'নিত্যপ্রবৃত্ত' ও 'সামীপ্য' ভেদে বর্ত্তমান চতুর্বিধ। ক্রমিক উদাহরণ—'রাম আর মাংস খায় না' অর্থাৎ মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা হইতে উপরত (বিরত) হইয়াছে;

---

(৪) এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যদর্শন, যথা, Kant-Critique of Pure Reason প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। সাক্ষাৎ প্রমা = perceptual judgment।

রাম খেলিতেছে—তাহার খেলা আরম্ভ হইয়াছে শেষ হয় নাই—ইহাই 'আরব্ধাপরিসমাপ্ত'। 'পর্বত দাঁড়াইয়া আছে'—চিরকালই দাঁড়াইয়া আছে; 'রাম শীঘ্রই আসিতেছে' অর্থাৎ আসিবে। প্রথম তিনপ্রকার বর্তমানত্ব মূলতঃ 'প্রারব্ধাপরিসমাপ্তত্ব'। চতুর্থ প্রকারের বর্তমানত্ব ভাষার প্রয়োগবৈচিত্র্য মাত্র (idiom)। এজন্য পৃথক্ সূত্র 'বর্তমান সামীপ্যে বর্তমানবদ্বা', পা. ৩৩।১৩১। (এ)।

বর্তমানত্বের সংজ্ঞার ভিত্তিতে 'অতীত' বা 'ভূত' এবং 'ভবিষ্যৎ'-এর সংজ্ঞা দেওয়া সহজ। বর্তমানের পূর্ববর্তী কাল 'অতীত' ও পরবর্তী কাল 'ভবিষ্যৎ'। 'বর্তমানধ্বংসপ্রতিযোগিক্রিয়োপলক্ষিতত্বং ভূতত্বম্', 'বর্তমান প্রাগভাবপ্রতিযোগিক্রিয়োপলক্ষিতত্বং ভবিষ্যৎত্বম্'।

সংস্কৃতভাষায় ভূতকাল তিনপ্রকার—'অদ্যতন' (আজ যাহা হইয়াছে) 'অনদ্যতন' (অদ্য দিনের পূর্বে যাহা হইয়াছে) ও 'পরোক্ষ' (যাহা বক্তার অদর্শনে হইয়াছে)। ব্যাকরণের নিয়মে অদ্যতন ভূতে লুঙ্, অনদ্যতন ভূতে লঙ্ ও পরোক্ষায় লিট্ হয়। কিন্তু সাহিত্যে ভূতমাত্রেই লঙ্ ও লুঙ বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়—'অভূন্ নৃপঃ বিবুধসখঃ পরন্তপঃ', ভট্টি ১।১ ; এখানে পরোক্ষায় লুঙ্।

'অদ্যতন' শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে। প্রথম মতে 'অদ্যতন' অতীতরাত্রের শেষার্দ্ধ হইতে আগামী রাত্রের প্রথমার্দ্ধের অন্ত পর্যন্ত। ইহা প্রচলিত ইংরাজী মতের অনুরূপ। দ্বিতীয় মতে 'অদ্যতন' সূর্যোদয় হইতে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত। ইহা প্রচলিত ভারতীয় মত। তৃতীয় ও চতুর্থ মতে অদ্যতন অতীত রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ বা শেষ চতুর্থাংশ হইতে আগামী রাত্রের তৃতীয় বা চতুর্থ ভাগ।

'পরোক্ষ' শব্দের অর্থ যাহা বক্তার দর্শনের বিষয়ের বহির্ভূত। ভাষ্যে পরোক্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি মতের আলোচনা করা হইয়াছে। যথা, শতবর্ষপূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই পরোক্ষ, সহস্রবর্ষ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই পরোক্ষ, দুই তিন দিন পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই পরোক্ষ, 'কুড্যকট' প্রভৃতির দ্বারা অন্তরিত হওয়ায় দৃষ্টিগোচর নহে এরূপ ব্যাপারই পরোক্ষ। প্রযোক্তার দর্শনের অবিষয়ই পরোক্ষ এই মতই যুক্তিযুক্ত। যাহা প্রত্যক্ষ নহে তাহাই পরোক্ষ। 'পরোক্ষত্বং সাক্ষাৎকৃতমিত্যেতাদৃশবিষয়তাশালিজ্ঞানাবিষয়ত্বম্'।

যদি লিট্ বিভক্তির প্রয়োগ পরোক্ষায়ই হয়, তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে উত্তমপুরুষে লিটের প্রয়োগ হইতে পারে না। কিন্তু উত্তমপুরুষেও লিটের প্রয়োগ দেখা যায়—যেমন 'বহু জগদ পুরস্তাৎ

তস্য মত্তা কিলাহং ; 'নাহং কলিঙ্গং জগাম', এখানে 'অত্যন্তাপহ্নব' বা জোর করিয়া অস্বীকার করা হইয়াছে।[৪] কৃতকার্যের বিস্মরণও পরোক্ষা, তাহাতেও লিট্ হইবে—যথা 'নাহং তণ্ডুলং পপাচ', ভাত পাক করিয়াছি কিনা মনে নাই। এ সম্বন্ধে চাক্ষুদাসের কারিকা—

"কৃতস্যাস্মরণে কর্ত্তুরত্যন্তাপহ্নবেঽপি চ।
দর্শনাদেরভাবেঽপি ত্রিষু বিদ্যাৎ পরোক্ষতাম্॥ (ট)

ভবিষ্যৎকালে লৃট্ ও লুট্ প্রত্যয় হয়। লৃটের প্রয়োগ ভ[illegible]টের প্রয়োগ 'অনদ্যতনে'। অনদ্যতনশব্দের ব্যাখ্যা পূ[illegible]ছে।

'বিধি', 'নিমন্ত্রণ', 'আমন্ত্রণ', 'অধীষ্ট', 'সংপ্রশ্ন' ও 'প্রার্থনা' এই কয়টি অর্থে বিধিলিঙ্ ও লোট্ বিভক্তি হয়। এই সকল অর্থে, বেদে লেট্ বিভক্তিরও ব্যবহার হয়। 'প্রৈষ', 'অতিসর্গ' ও 'প্রাপ্তকাল' অর্থেও লোট্ হয়। 'আশীঃ' অর্থে আশীর্লিঙ্ হয়। 'ক্রিয়াতিপত্তি' অর্থে লৃঙ্ বিভক্তি হয়। এই কয়টি সাধারণ নিয়ম ছাড়াও ধাতুবিভক্তির প্রয়োগের অন্য অনেক সূত্র আছে—সেগুলি প্রচলিত প্রয়োগ নির্বাহের জন্য—অর্থাৎ idiom সম্পর্কিত। বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য।

আমন্ত্রণ অর্থ 'কামচারানুজ্ঞা', নিমন্ত্রণ অর্থ 'নিয়োগকরণ', অর্থাৎ যেস্থলে অকরণে প্রত্যবায় আছে সেস্থলে 'আমন্ত্রণ' না হইয়া 'নিমন্ত্রণ' হয়। 'অধীষ্ট' অর্থ সৎকারপূর্বক ব্যাপার, অধীষ্ট ও প্রার্থনার মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। ভর্ত্তৃহরি বলেন 'নিমন্ত্রণ' 'আমন্ত্রণ', 'অধীষ্ট' ও 'প্রার্থনা' এই চারিটির পরিবর্ত্তে 'প্রবর্ত্তনা' শব্দ ব্যবহার করিলেও হইত। প্রবর্ত্তনা প্রবৃত্তির অনুকূল ব্যাপার। 'সংপ্রশ্ন' অর্থ, কি করা হইবে তাহার প্রশ্নপূর্বক অবধারণ—যেমন আপনি কি ব্যাকরণ পড়াইবেন, 'কিং খলু ভো ব্যাকরণমধীয়ীয়' ? 'প্রৈষ' অর্থ বিধি এবং 'অতিসর্গ' অর্থ কামচারানুজ্ঞা অর্থাৎ আমন্ত্রণ। পা° ৩।৩।১৬৩ সূত্রে লোট্ বিভক্তির নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রৈষ ও অতিসর্গ এই দুই শব্দের প্রয়োজন নাই। প্রাপ্তকালের উদাহরণ—এবার আপনি আহার করুন্, 'ভক্ষয়তু ভবান্' অর্থাৎ এবার আপনার খাইবার সময় হইয়াছে।

(৪) তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কারণে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ প্রভৃতি দেশে যাইলে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

ভূত ও ভবিষ্যৎ কালে 'ক্রিয়াতিপত্তি' অর্থে লৃঙ্ বিভক্তি হয়। 'ক্রিয়াতিপত্তি' অর্থ ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি ; ক্রিয়াতিপত্তি ব্যতীত হেতু-হেতুমৎ (কার্যকারণ) ভাবও থাকিতে হইবে। যথা, 'সুবৃষ্টিশ্চেদভবিষ্যৎ তদা সুভিক্ষমভবিষ্যৎ', সুবৃষ্টি হইলে সমৃদ্ধি হইত—ইহা ভবিষ্যদর্থে বলা হইতেছে। 'অভোক্ষ্যত ভবান্ ঘৃতেন যদি মৎ সমীপমাগমিষ্যৎ', আমার নিকট আসিলে আপনি ঘি (সংযোগে অন্ন) খাইতে পারিতেন—ইহা ভূতার্থে। পা° ৩।৩।১৩৯ ও 'কাশিকা' দ্রষ্টব্য। (ঠ)।

'বিধিনিমন্ত্রণামন্ত্রণ—' (পা° ৩।৩।১৬১) সূত্রে বিধির অর্থ 'প্রেরণ' ('কাশিকা') বা প্রবর্ত্তন।[৫] এই অর্থ গ্রহণ করিলে 'নিমন্ত্রণ' 'আমন্ত্রণ' ও 'অধীষ্ট' এই কয়টি পদের সার্থকতা থাকে না। এই জন্য 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'তে 'বিধি' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'ভৃত্যাদের্নিকৃষ্টস্য প্রবর্ত্তনম্' এবং 'আমন্ত্রণ' হইতে 'নিমন্ত্রণে'র প্রভেদ দেখাইতে বলা হইয়াছে—'নিমন্ত্রণং নিয়োগকরণং, আবশ্যকশ্রাদ্ধভোজনাদৌ দৌহিত্রাদেঃ প্রবর্ত্তনম্'। বস্তুতঃ 'নিমন্ত্রণ' আদি শব্দের অপ্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াই ভট্টোজীদীক্ষিত ভর্ত্তৃহরির মতের অনুবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন, 'প্রবর্ত্তনায়াং লিঙ্ ইত্যেব সুবচম্। চতুর্ণাং পৃথগুপাদানং প্রপঞ্চার্থম্।'

'বিধি' শব্দের অর্থ লইয়া মীমাংসকগণ সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে মীমাংসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য। আমরা এখানে 'বিধি' শব্দের নানা অর্থের সারাংশ ন্যায়কোশাদি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

'বিধি' শব্দের সাধারণ অর্থ নিয়োগ বা অনুজ্ঞা (বাৎস্যায়নভাষ্য, ন্যায়সূত্র, ২।১।৬৩) বিশ্বনাথ বলেন বিধি ইষ্টসাধনতাবোধক বাক্য। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে বিধি অর্থ 'কৃতিসাধ্যত্বে সতি বলবদ নিষ্টাজনকত্ব সহিতমিষ্টসাধনম।' অর্থাৎ, কৃতিসাধ্যত্ব, বলবদনিষ্টাজনকত্ব ও ইষ্টসাধনত্ব তিনটিই যুগপৎ বিধিশব্দের অর্থ। কৃতিসাধ্যত্ব অর্থ, ইহা করা যাইবে এই জ্ঞান। নব্যনৈয়ায়িকের মতে কৃতিসাধ্যত্ব প্রভৃতি তিনটি বিধিশব্দের পৃথক্ অর্থ। যথা 'পঙ্গুঃ সমুদ্রং ন তরেৎ', পঙ্গুদ্বারা সমুদ্রতরণ সাধ্য নহে ; 'তৃপ্তিকামো জলং ন তাড়য়েৎ', জল তাড়ন না করিলে তৃপ্তিরূপ ইষ্টসাধন হইবে ; 'ন কলঞ্জং ভুঞ্জীত' কলঞ্জভক্ষণ না

(৫) বিধি সম্বন্ধে নৈয়ায়িকমতের জন্য তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ব্যুৎপত্তিবাদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

করিলে গুরুতর অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবে। বৈয়াকরণ-ভূষণাদির মতে একমাত্র ইষ্টসাধনত্বই বিধির অর্থ। এই বিষয়ে লঘুমঞ্জুষাও অবশ্য দ্রষ্টব্য। প্রভাকরমিশ্রাদির মতে কার্যত্ব বা কৃতিসাধ্যতার জ্ঞানই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক ; কুমারিলভট্টের মতে ভাবনা বা অভিধাই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক জ্ঞান। 'তত্ত্বচিন্তামণি'তে নানা মতের ব্যাখ্যা ও খণ্ডন করা হইয়াছে। উদয়নাচার্যের মতে 'প্রবর্ত্তক' অর্থাৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্তির কারণ ইষ্টসাধনতা জ্ঞান মাত্র, লিঙ্ প্রত্যয়ার্থ আপ্তাভিপ্রায়। এক বিধি শব্দের ব্যাখ্যা লইয়াই দার্শনিকগণের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নাই।[৬] এই সমস্ত মতের বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও অসম্ভব বটে। (ভ)

বিধির অপূর্ববিধি নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি এই তিন প্রকার বিভেদ কল্পিত হইয়াছে। অপূর্ববিধি আবার উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগ বিধি, প্রয়োগবিধি ও অধিকারবিধি ভেদে চতুর্বিধ। বিধি সম্বন্ধে প্রচলিত প্রসিদ্ধ একটি শ্লোক এই, "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি কীর্ত্ত্যতে ॥"

ব্যাকরণাদিশাস্ত্রের সূত্র ছয় প্রকার, 'সংজ্ঞা', 'পরিভাষা', 'বিধি', 'নিয়ম', 'অতিদেশ', 'অধিকার'। "সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ। অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণম্॥" সংক্ষেপে অপ্রাপ্তপ্রাপকো বিধিঃ, সামান্যপ্রাপ্তস্য বিশেষাবধারণং নিয়মঃ, অন্যধর্মস্যান্যত্রারোপণমতিদেশঃ, পূর্বসূত্রস্থিতপদস্য পরসূত্রেষুপস্থিতিরধিকারঃ। ব্যাকরণে বিধি নানাপ্রকার, যথা, বহিরঙ্গবিধি, সাবকাশবিধি নিরবকাশ বিধি, সামান্যবিধি, নিষেধবিধি, লোপবিধি ইত্যাদি। এই সব স্থলে বিধি অর্থ নিয়মমাত্র। পরিভাষা প্রকরণে ইহাদের কিছু আলোচনা করা যাইবে।

লকারার্থ প্রকরণের অনেক সূত্র সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগবৈচিত্র্য (idiom) নিয়মবদ্ধ করিয়াছে। যথা, স্ম প্রভৃতি যোগে অতীতেও বর্ত্তমান বিভক্তির ব্যবহার। ইচ্ছা বুঝাইতে ভূতবৎ প্রত্যয় (৩।৩।১৩২), —'মামুপাযংস্ত রামেতি', বাংলায় অনুরূপ 'যদি রাম আমাকে বিবাহ করিত'। কিংকিল এবং অস্ত্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে অশ্রদ্ধা বুঝাইতে লৃট্ বিভক্তি হয় —অস্তি নাম শূদ্রো বেদং ব্যাখ্যাস্যতি। হেতু হেতুমদ্ভাবে লিঙ্ বিভক্তি হয় (৩।৩।১৫৬) যেমন দক্ষিণশ্চেদ্ যায়াম শকটং পর্যাভবেৎ', দক্ষিণদিকে গেলে গাড়ী ভাঙ্গিবে না।

প্রমাণ

(ক) 'সুপাং কর্মাদয়োঽপ্যর্থাঃ সংখ্যা চৈব তথা তিঙাম্' মহাভাষ্য। 'কর্তৃকর্মণী ব্যাপারফলয়োর্বিশেষণে সংখ্যা চানয়োঃ কালস্তুব্যাপার এব'। (বৈ ভূঁ)। ধাত্বর্থ ফল ও ব্যাপার।

'ফলব্যাপারয়োর্ধাতুরাশ্রয়ে তু তিঙঃ স্মৃতাঃ।
ফলে প্রধানং ব্যাপারস্তিঙর্থস্তু বিশেষণম্ ॥ বৈ. সি. কা. ১

(খ) কর্তা ও কর্ম তিঙ্ বা লকার দ্বারা বাচ্য এই মত নৈয়ায়িকেরাও স্বীকার করেন না। "কর্তরি কর্মণি চাখ্যাতার্থ সংখ্যান্বয়াৎ কর্তৃকর্মণী অপি যত্ন ইব লকারবাচ্যে, তেন বাচ্যগামিনী সংখ্যেতি নিয়মো ভবতি, অন্যথা আক্ষিপ্তসংখ্যেয়মাত্রান্বয়ে নিয়মো ন স্যাদিতি বৈয়াকরণাঃ। তন্ন, কর্তৃকর্মণী লকারবাচ্যে ইত্যস্যায়মর্থঃ তদগতসংখ্যা বাচ্যা ইতি।" তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড, ৮৩৫। বৈয়াকরণ মতের প্রমাণ 'লঃ কর্মণি চ ভাবে চাকর্মকেভ্যঃ' এই সূত্র (৩।৪।৬৯)।

'রথো গচ্ছতি' এইরূপ বাক্যে 'লক্ষণা দ্বারাই অর্থবোধ হয়, কারণ অচেতন বস্তুর গমন স্বতঃ অসম্ভব। মীমাংসকগণ 'লক্ষণা' স্বীকার করেন না। "রথো গচ্ছতীত্যাদৌ চ ক্রিয়ানুকূলব্যাপাররূপে কর্তৃত্বে নিরূঢ়লক্ষণা। মীমাংসকাস্তু অচেতনেঽপি প্রয়োগো মুখ্য এব।" ব্যুৎপত্তিবাদ। অপিচ, "রথো গচ্ছতীত্যাদৌ আশ্রয়ত্বমেবাখ্যাতার্থঃ ন তু ব্যাপারঃ।" ঐ—'আখ্যাতস্য ' যত্নবাচকত্বাদচেতনে রথো গচ্ছতীত্যাদৌ আখ্যাতে ব্যাপারলক্ষণা।'

(গ) ব্যাপারো ভাবনা সৈবোৎপাদনা সৈব চ ক্রিয়া।

(বৈ. সি. কা. ৫)

'ফল' ও 'ব্যাপার' বা 'ভাবনা' উভয়ই ধাত্বর্থ। মণ্ডন মিশ্রের মতে প্রত্যয়ার্থ ই ভাবনা বা ব্যাপার। এ সম্বন্ধে ভূষণোক্ত কারিকা,

প্রত্যয়ার্থং সহ ব্রূতঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ সদা।
প্রাধান্যাদ্ ভাবনা তেন তেন প্রত্যয়ার্থোঽবধার্যতে ॥
তথা ক্রমবতোর্নিত্যং প্রকৃতিপ্রত্যয়াংশয়োঃ।
প্রত্যয়শ্রুতিবেলায়াং ভাবনাত্রাবগম্যতে ॥

"আখ্যাতস্যানুকূলত্বেন ব্যাপারো বাচ্য ইতি ভট্টাঃ......চৈত্রঃ পচতীত্যত পাকানুকূলযত্নানুভবাদ্ যত্ন এবাখ্যাতার্থো লাঘবাৎ ন ত্বনুকূলব্যাপারঃ......ব্যাপারবাচকাখ্যাতস্য যত্নসাধ্যার্থকপচ্যাদিধাতুপ-সন্দানেন ব্যাপারবিশেষযত্নোপস্থাপকমিতি নিরস্তং লাঘবেন যত্নস্যৈব

শক্যত্বাৎ।" তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড, ৮২৫-২৮। মণ্ডন মিশ্রের মতে ফলই ধাত্বর্থ।

রত্নকোশকারের মতে 'ব্যাপার' ও 'ভাবনা' বা 'উৎপাদনা' পৃথক্ বস্তু, এবং ধাত্বর্থ 'ব্যাপার' এবং আখ্যাতার্থ 'উৎপাদনা'। মণ্ডন মিশ্র ও রত্নকোশকারের মতের 'তত্ত্বচিন্তামণি'তে এবং 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'য় খণ্ডন করা হইয়াছে। "যত্তু রত্নকোশকারোক্তং ধাত্বর্থো ব্যাপারঃ, আখ্যাতার্থ উৎপাদনা...পচতীত্যত্র যত্নপ্রতীতের্যত্ন এবাখ্যাতার্থো লাঘবান্নত্বুৎপাদকত্বমুপাধিতয়া গৌরবাৎ পাকানুকূলবর্তমানযত্ন-স্যাক্ষেপাদিনাপ্যলাভাচ্চ।' তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দ, ৮৩০-৮৩১।

"কেচিত্তু ধাতূনাং ব্যাপারমাত্রবাচিতা ফলস্য প্রত্যয়ার্থত্বে চ তদাশ্রয়ত্বসম্বন্ধ এবেতিলাঘবম্, 'তন্ন।' ব্যুৎপত্তিবাদ। বৈয়াকরণ মতে 'ফল' ও 'ব্যাপার' ধাত্বর্থ। গদাধরের মতে "ফলাবচ্ছিন্নব্যাপার বোধকধাতূনাং ফলে ব্যাপারে চ শক্তিদ্বয়ম্।"

ধাত্বর্থ ফলানুকূল ব্যাপার ইহা 'তত্ত্বচিন্তামণি'কারেরও মত—উপায়কৃতিসাধ্যমেব ফলং, উপায় এব ব্যাপারঃ। ফলানুকূলো ব্যাপার এব ধাত্বর্থঃ। ফলন্তু কর্মবিশেষপরিচায়কমাত্রম্।' ঐ, শব্দ, ৮৪৮-৯।

ফল ও ব্যাপারের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। 'ফলব্যাপারাবন্তরঙ্গত্বাৎ পরস্পর-বিশেষণতামনুভূযৈবার্থান্তরান্বয়িনৌ', মঞ্জুষা। 'যত্ন' যে আখ্যাতার্থ তাহা মঞ্জুষাকার স্বীকার করেন তবে তাহা লিঙ্যেব নান্যত্র। মঞ্জুষা, ৭৪৮

'ফলত্বং কর্তৃপ্রত্যয়সমভিব্যাহারে তদ্ধাত্বর্থজন্যত্বে সতি তদ্ধাত্বর্থনিষ্ঠ-বিশেষ্যতানিরূপিতপ্রকারত্বম্, ব্যাপারত্বঞ্চ ধাত্বর্থফলজনকত্বে সতি ধাতুবাচ্যত্বম্' পরমলঘুমঞ্জুষা, ৩১।

(ঘ) 'শব্দকৌস্তুভ'—'প্রত্যয়ার্থঃ প্রধানমিত্যেবংরূপং বচনমপ্য-শিষ্যং কুতঃ? অর্থস্য লোকত এব সিদ্ধেঃ। আখ্যাতস্য ক্রিয়াপ্রধানতয়া-ব্যভিচারাচ্চেত্যর্থঃ।' মহাভাষ্যে এ সূত্রের ব্যাখ্যা নাই। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'মনোরমা'তেও নাই। পুরুষোত্তমদেবের 'ভাষাবৃত্তি'র ব্যাখ্যা অতি উত্তম—'প্রধানোপসর্জনে প্রধানার্থং সহ ব্রূতঃ, ক্রিয়াপ্রধানমাখ্যাতম্, সাধনপ্রধানঃ কৃদন্তঃ, উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষ ইত্যাদি বচনং প্রকৃতি-প্রত্যয়ৌ প্রত্যয়ার্থং সহ ব্রূত ইতি চ পূর্বচার্যপরিভাষিতং ন বক্তব্যম্। কুতঃ? অর্থস্য শাস্ত্রাদন্যো লোকস্তৎপ্রমাণত্বাৎ' ইত্যাদি।

(ঙ) "গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্।
বুদ্ধ্যা প্রকল্পিতাভেদঃ ক্রিয়েতিব্যপদিশ্যতে॥

বাক্যপদীয়, ক্রিয়াসমুদ্দেশ, ৪

"যথা গৌরিতি সঙ্ঘাতঃ সর্বো নৈন্দ্রিয়গোচরঃ।
ভাগশস্তূপলব্ধশ্চ বুদ্ধৌ রূপং নিরূপ্যতে॥ ঐ, ৭
ইন্দ্রিয়ৈরন্যথা প্রাপ্তৌ ভেদাংশোপনিপাতিভিঃ।
অলাতচক্রবদ্রূপং ক্রিয়ানাং পরিকল্প্যতে॥ ঐ, ৮
যাবৎ সিদ্ধমসিদ্ধং বা সাধ্যত্বেনাভিধীয়তে।
আশ্রিতক্রমরূপত্বাৎ সা ক্রিয়েতি প্রতীয়তে॥ ঐ, ১

অস্তির্ভবতি বিদ্যতীনামর্থঃ সত্তা। অনেককালস্থায়িনীতি কালগত পৌর্বাপর্যেন ক্রমবতীতি তস্যাঃ ক্রিয়াত্বম্। তদুক্তং হরিণা,

"আত্মভূতঃ ক্রমোঽপ্যস্যা যত্রেদং কালদর্শনম্॥"
পৌর্বাপর্যাদিরূপেণ প্রবিভক্তমিব স্থিতম্॥"

(চ) "আখ্যাতশব্দে ভাগাভ্যাং সাধ্যসাধনবর্তিতা।
প্রকল্পিতা যথা শাস্ত্রে স ঘঞাদিষ্বপি ক্রমঃ॥

বাক্যপদীয়, ক্রিয়া, ৪৬

সাধ্যত্বেন ক্রিয়া যত্র ধাতুরূপনিবন্ধনা।
সত্ত্বভাবস্তু যস্তস্যাঃ স ঘঞাদিনিবন্ধনঃ॥ ঐ ৪৭
লকৃত্যক্তখলর্থানাং তথাব্যয়কৃতামপি।
রূঢ়িনিষ্ঠাঘঞাদীনাং ধাতুঃ সাধ্যস্য বাচকঃ॥ ঐ, ৫২
কিন্তু এতাবৎ সাধনং সাধ্যমেতাবদিতি কল্পনা।
শাস্ত্র এব ন বাক্যেঽস্তি বিভাগঃ পরমার্থতঃ॥ ঐ, ৪৫

সিদ্ধত্বং ক্রিয়ান্তরাকাঙ্ক্ষোত্থাপকতাবচ্ছেদবৈজাত্যবত্ত্বে সতি কারকত্বেন ক্রিয়ান্বয়িত্বে সতি কারকান্তরান্বয়াযোগ্যত্বং ঘঞাদিবাচ্যত্বম্।

সাধ্যত্বং চ ক্রিয়ান্তরাকাঙ্ক্ষানুত্থাপকতাবচ্ছেদকং সৎ কারকান্তরান্বয়-যোগ্যতাবচ্ছেদকরূপবত্ত্বম্।" ভূষণকারাদির মত (পরমলঘুমঞ্জুষায়উদ্ধৃত)।

মূলকথা, 'সাধ্যত্বং অসত্ত্বভূতত্বম্' (বৈঃ ভূঃ)। 'অসত্ত্বভূতো ভাবশ্চ তিঙ্পদৈরভিধীয়তে' (বাক্যপদীয়)। সিদ্ধত্বং সত্ত্বভূতত্বম্।

(ছ) একব্যাপারয়োরেকনিষ্ঠতায়ামকর্মকঃ।
ধাতুস্তয়োধর্মিভেদে সকর্মক উদাহৃতঃ॥ বৈ. সি. কা. ১০

সকর্মকত্বঞ্চ ফলব্যধিকরণব্যাপারবাচকত্বম্, ফলসমানাধিকরণ-ব্যাপারবাচকত্বমকর্মকত্বম্ (মঞ্জুষা ৫৬৫)। ধাতোঃ ফলাবচ্ছিন্নব্যাপার-বোধবত্ত্বেনৈব সকর্মকত্বম্, তদবোধকত্বে চাকর্মকত্বমিতি (সারমঞ্জরী)। সকর্মত্বমপি ধাতোঃ স্বার্থফলাবচ্ছিন্নস্বার্থক্রিয়ান্বয়বোধকত্বম্। (শব্দশক্তি-প্রকাশিকা)

কালভাবাধ্বদেশানামন্তর্ভূতক্রিয়ান্তরৈঃ।
সর্বৈরকর্মকৈর্যোগে কর্মত্বমুপজায়তে ॥

বাক্যপদীয়, সাধনসমুদ্দেশ, ৬৭

'প্রাকৃতমেবেদং কালাদিকর্ম', ভাষ্য, ৩।৪।৬৯। 'কারকপ্রকরণ' দ্রষ্টব্য। অন্য পক্ষে বিবক্ষা না থাকিলে সকর্মক ধাতুও অকর্মকভাবে প্রযুক্ত হয়।

ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তে ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ।
প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মিণোঽকর্মিকা ক্রিয়া ॥

বাক্যপদীয়, সাধনসমুদ্দেশ, ৮৮

'ক্বচিৎ ফলাংশাভাবাৎ' অকর্মকত্বম্ (মঞ্জুষা, ৫৬৬)। 'বিবক্ষা' না থাকিলে সকর্মক ধাতুও অকর্মক হয় এই মত মঞ্জুষাকার স্বীকার করেন নাই (পৃঃ ৫৬৯, ৫৭২) তাঁহার মতে এবিষয়ে ব্যাকরণোক্ত কর্মসংজ্ঞাই আশ্রয়ণীয়—'বস্তুতস্ত্বেতচ্ছাস্ত্রীয়কর্ম-সংজ্ঞকার্থান্বয্যর্থকত্বং সকর্মকত্বম্ তদনন্বয্যর্থকত্বমকর্মকত্বম্।' ভাষায় শেষপর্যন্ত লোকব্যবহারই প্রমাণ—

(জ) 'পশ্য মৃগো ধাবতি' এই বাক্যের শুদ্ধিবিষয়ে বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে প্রবল মতভেদ। সাধারণ দৃষ্টিতে 'মৃগো ধাবতি' এই সম্পূর্ণ বাক্যই 'পশ্য' ক্রিয়ার কর্ম। বাক্যপদীয়কার বলিয়াছেন, তিঙন্ত শব্দ অন্য তিঙন্ত শব্দের বিশেষণ হইতে পারে।

যথানেকমপি ক্ত্বান্তং তিঙন্তস্য বিশেষণম্।
তথা তিঙন্তমপ্যাহুস্তিঙন্তস্য বিশেষণম্ ॥

বাক্যপদীয়, ২, ৬ [সুবন্তংহিযথানেকমিতি পাঠভেদঃ]

নৈয়ায়িকমতে 'পশ্য মৃগোধাবতি' ইহার অর্থ অন্যদেশসংযোগানুকূল-ধাবনানুকূলকৃতিমন্ মৃগকর্মক-প্রেরণাবিষয়ীভূতং যদ্দর্শনং তদনুকূল কৃতিমান্ ত্বম্'। 'মৃগ' কর্ম হইলেও দ্বিতীয়া হইল না কেন ইহাই সূক্ষ্ম বিচারের বিষয় হইয়াছে। বৈয়াকরণমতে বাক্যটীর অর্থ একমৃগাভিন্নাশ্রয়ক-ধাবনকর্মকং সংবোধ্যাভিন্নাশ্রয়কর্মভিমতং দর্শনম্ অর্থাৎ ধাবতি ক্রিয়াই সিদ্ধভাবে ব্যবহৃত হইয়া কর্ম হইয়াছে। (পরম লঘুমঞ্জুষা দ্রষ্টব্য)

"মৃগো ধাবতি পশ্যেতি সাধ্যসাধনরূপতা।
তথা বিষয়ভেদেন স্মরণাস্যাপপদ্যতে ॥"

বাক্যপদীয়, ক্রিয়া, ৫১

ব্যাখ্যাতশব্দে ভাগাভ্যাং সাধ্যসাধনবর্তিতা। বৈ, সি, কা, ১৪

(খ) 'যেন মূর্ত্তানামুপচয়াশ্চ লক্ষ্যন্তে তং কালমিত্যাহুঃ।' তস্যৈব কয়াচিৎ ক্রিয়য়া যুক্তস্যাহরিতি চ ভবতি রাত্রিরিতি চ। কয়া ক্রিয়য়া? আদিত্যগত্যা তয়ৈবাসকৃদাবৃত্তয়া মাস ইতি ভবতি সংবৎসর ইতি চ', মহাভাষ্য, ২।২।৫, (কালঃ) প্রবাহনিত্যতয়া 'নিত্যঃ', সমূহরূপেণ 'একঃ' ক্ষণস্য বিভুত্বাদ্ 'বিভুঃ' (উদ্যোত)। কালের ভেদ উপাধিদ্বারা কল্পিত। 'নিত্যো ব্যাপী সম্প্রতিভূতভবিষ্যৎক্রিয়াযোগাদ্ আকাশকল্প একো দ্রব্যস্থো ভিদ্যতে কালঃ (কলাপবৃত্তি, আখ্যাত ৩, ১০)

এ বিষয়ে বাক্যপদীয়ের কারিকাগুলি অতি উপাদেয়। যথা,

ব্যাপারব্যাতিরেকেণ কালমেকে প্রচক্ষতে।
নিত্যমেকং বিভু দ্রব্যং পরিমাণং ক্রিয়াবতাম্ ॥

বাক্যপদীয়, ক্রিয়া ১

উৎপত্তৌ চ স্থিতৌ চাপি বিনাশে চাপি তদ্বতাম্।
নিমিত্তং কালমেবাহুর্বিভক্তেনাত্মনা স্থিতম্ ॥ ২
তমস্য লোকযন্ত্রস্য সূত্রধারং প্রচক্ষতে।
প্রতিবন্ধাভ্যনুজ্ঞাভ্যাং তেন বিশ্বং বিভজতে ॥ ৪
তস্যাত্মা বহুধা ভিন্নো বৌদ্ধধর্মান্তরাশ্রয়ৈঃ।
ন হি ভিন্নমভিন্নং বা বস্তু কিঞ্চন ভিদ্যতে ॥ ৫
প্রত্যবস্থস্তু কালস্য ব্যবহারো ব্যবস্থিতঃ।
কাল এব হি বিশ্বাত্মা ব্যাপার ইতি কথ্যতে ॥ ১২
মূর্ত্তীনাং তেন ভিন্নানামাচয়াপচয়াঃ পৃথক্।
লক্ষ্যন্তে পরিণামেন সর্বাসাং ভেদযোগিতা ॥ ১৩
ক্রিয়োপাধিশ্চ সন্ ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানতাম্।
একাদেশভিরাকারৈর্বিভক্তাং প্রতিপদ্যতে ॥ ৬৭
আদিত্যগ্রহনক্ষত্রপরিস্পন্দমথাপরে।
ভিন্নমাবৃত্তিভেদেন কালং কালবিদো বিদুঃ ॥ ৭৬ ইত্যাদি।

(ঞ) ৩।১।১২৩ সূত্রের বার্ত্তিক, 'প্রবৃত্তস্যাবিরামে' 'নিত্যপ্রবৃত্তে' 'আরম্ভানপবর্গাৎ', 'মহাভাষ্য' অবশ্য দ্রষ্টব্য।

(ট) 'অদ্যতন' শব্দের বিভিন্ন অর্থের জন্য ৩।২।১১০ সূত্রের উপর 'বালমনোরমাদি ও 'মঞ্জূষা' দ্রষ্টব্য।

'পরোক্ষ' শব্দের সম্বন্ধে ভাষ্যকার বলেন (৩।২।১১৫), কথং জাতীয়কঃ পুনঃ পরোক্ষং নাম? কেচিত্তাবদাহুঃ বর্ষশতবৃত্তংপরোক্ষমিতি, অপর আহুঃ বর্ষসহস্রবৃত্তং পরোক্ষমিতি। অপর আহুঃ কুড্যকটান্তরিতং পরোক্ষমিতি। অপর আহুঃ দ্ব্যহবৃত্তং ত্র্যহবৃত্তং বেতি। সর্বথোত্তমো

ন সিধ্যতি। 'সুপ্তপ্রমত্তয়োরুত্তম ইতিবক্তব্যম্।' সুপ্তোঽহং কিল বিললাপ ; মত্তোঽহং কিল বিললাপ ..

অথবা ভবতি বৈ কশ্চিজ্জাগ্রদপি বর্ত্তমানকালং নোপলভতে। তদ্যথা বৈয়াকরণানাং শাকটায়নো রথমার্গে আসীনঃ শকটসার্থং যান্তং নোপলেভে। কিং পুনঃ কারণং জাগ্রদপি বর্ত্তমানকালং নোপলভতে ? মনসা সংযুক্তানীন্দ্রিয়াণ্যুপলব্ধৌ কারণানি ভবন্তি মনসোঽসান্নিধ্যাৎ।

পরোক্ষে লিডত্যন্তাপহ্নবে চেতি বক্তব্যম্। নো খণ্ডিকান্ জগাম, নো কলিঙ্গান্ জগাম···।

তীর্থযাত্রা ব্যতীত বঙ্গদেশেও যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বৌধায়নধর্ম সূত্র ১।১।৩২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(ঠ) অস্তি প্রবর্ত্তনারূপমনুস্যূতং চতুর্ষ্বপি।
তত্রৈব লিঙ্ বিধাতব্যঃ কিং ভেদস্য বিবক্ষয়া॥
ন্যায়ব্যুৎপাদনার্থং বা প্রপঞ্চার্থমথাপি বা।
বিধ্যাদীনামুপাদানং চতুর্ণামাদিতঃ কৃতম্॥ ভর্ত্তৃহরি

(ড) 'বক্তুঃ কর্তব্যত্বেনেচ্ছৈব লিঙর্থঃ। তয়া চেষ্টসাধনত্বাদ্যনুমানম্' মঞ্জুষা ৯৮৫ ; অপি চ বক্তার ইচ্ছাও অনুমানগম্যা।

'বিধির্বক্তুরভিপ্রায়ঃ প্রবৃত্ত্যাত্মা লিঙাদিভিঃ।
অভিধেয়োঽনুমেয়া তু কর্তুরিষ্টাভ্যুপায়তা॥ উদয়নাচার্য।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির 'শব্দার্থরত্ন' গ্রন্থে বৈয়াকরণমতের সার এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—"প্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারো বিধিঃ, অনুকূলত্বঞ্চাত্র প্রবৃত্তিজনকতাবচ্ছেদককোটিপ্রবিষ্টত্বেনৈব গ্রাহ্যং, তেনেষ্টসাধনত্বমেব বিধিরিতি ফলিতম্...কৃতিসাধ্যতায়াঃ প্রমাণান্তরগম্যতয়া...ন তদর্থত্বম্। দ্বিষ্টাসাধনত্বজ্ঞানস্ত দ্বেষাভাবেনান্যথাসিদ্ধতয়া ন প্রবর্তকত্বম্। ···'সমুদ্রং ন তরেৎ' ইত্যাদৌ লক্ষণয়ৈব কৃতিসাধ্যত্বং, 'পরদারান্ ন গচ্ছেৎ' ইত্যাদৌ চ লক্ষণয়ৈব দ্বিষ্টাসাধনত্বং লিঙোপস্থাপ্যং নঞা নিষেধ্যতে (পৃ ৮৯)

নব্যন্যায়ের মত অন্যরূপ। বিধিঃ প্রবর্তকজ্ঞানবিষয়ো ধর্ম্মঃ স চ কৃতিসাধ্যত্বং বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বসহিতমিষ্টসাধনত্বং চ···ইষ্টত্বংসমভিব্যাহৃতপদোপস্থাপিতকামনাবিষয়ত্বম্' ব্যুৎপত্তিবাদ। বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব' এই বিশেষণের সার্থকতা অল্প, কারণ অনিষ্টের প্রতিকারও ইষ্টই বটে। তত্ত্বচিন্তামণিকার উদয়নাচার্যের মতের ব্যাখ্যায় 'বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব' দ্বারা 'ইষ্টসাধনত্ব'কে বিশেষিত করিলেও, নিজের মতের ব্যাখ্যায় 'কৃতিসাধ্যত্ব' ও 'ইষ্টসাধনত্ব' এই দুই লক্ষণেরই উল্লেখ

করিয়াছেন। যথা, 'অত্রোচ্যতে বিষভক্ষণাদিব্যাবৃত্তং কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞানে ইষ্টসাধনত্বং বিষয়তয়াবচ্ছেদকং লাঘবাৎ', বিধিবাদ, ১৪৪; 'বস্তুতস্তু কৃতিসাধ্যত্বে সতীষ্টসাধনতাজ্ঞানং প্রবর্তকত্বেন নির্ব্যূঢ়ং।' ঐ, ২৩৫

কাতন্ত্রটীকা 'কবিরাজ' এ (আখ্যাত, ১।২০) বৃত্তির 'বিধিরজ্ঞাত-জ্ঞাপনমেব' এই অংশের ব্যাখ্যা করিতে এ বিষয়ে কয়েকটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন :—

'শব্দস্তদ্ব্যাপৃতিঃ কার্যং ফলং রাগশ্চ পঞ্চমঃ।
ইষ্টাভ্যুপায়তা চেতি বিধৌ বিপ্রতিপত্তয়ঃ॥"

বিধি=(১) আপ্তবচনং প্রবর্তনির্বর্তরূপম্। (উদয়ন)
(২) আপ্তবচনব্যাপারঃ প্রবর্তনির্বর্তরূপঃ।
(৩) অবশ্যকর্তব্যতারূপঃ।
(৪) স্বর্গাদিফলেষু অনুরাগঃ।
(৫) ফলমপূর্বমেব। (প্রভাকর)
(৬) ইষ্টসাধনতা।

নৈয়ায়িকমতের সারাংশের জন্য 'ভাষাপরিচ্ছেদ', ১৫০, ১৫১, ও "মুক্তাবলী" দ্রষ্টব্য।

"চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারেচ্ছা চ যা ভবেৎ।
তদ্ধেতুঃ কৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতির্ভবেৎ॥ ১৪৭॥
বলবদ্‌দ্বিষ্টহেতুত্বমতিঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধিকা।
তদহেতুবুদ্ধেস্তু হেতুত্বং কস্যচিন্মতে॥ ১৪৮॥
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্॥ ১৪৯॥
এবং প্রযত্নত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিকীর্তিতম্।
চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যেষ্ট সাধনত্বমতিস্তথা॥ ১৫০॥
উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ।
নিবৃত্তিস্তু ভবেদ্‌দ্বেষাদ্‌দ্বিষ্টসাধনতাধিয়ঃ॥ ১৫১॥" ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

কারক ও বিভক্তি

(ক) কারকার্থ

পূর্বে বলা হইয়াছে পরস্পর সাপেক্ষ পদসমষ্টি বাক্য। বৈয়াকরণদের মতে বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদই প্রধান। বাক্যের অন্য পদগুলি ক্রিয়াপদের অর্থেরই বিস্তার করে। এই সকল পদের ক্রিয়ার সহিত অন্বয়কে 'কারকত্ব' বলা যাইতে পারে। কারক দ্বারাই ক্রিয়াপদের অর্থ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়। (ক)

উদাহরণস্বরূপ এই বাক্যটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্, "শ্যামস্য পুত্রো রামো দাত্রেণ ক্ষেত্রে শস্যং লুনাতি", শ্যামের পুত্র রাম কাস্তে দিয়া মাঠে আনন্দে ধান কাটিতেছে। এখানে ক্রিয়াপদ 'লুনাতি' কাটিতেছে। 'কাটিতেছে' পদের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে হইলে জানা দরকার, 'কে' কাটিতেছে, 'কি' কাটিতেছে, 'কি দিয়া' কাটিতেছে, 'কোথায়' কাটিতেছে, 'কেমন করিয়া' কাটিতেছে, ইত্যাদি। এই সব প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে 'রামঃ' 'শস্যং' 'দাত্রেণ' 'ক্ষেত্রে' 'আনন্দং'। এই শব্দগুলি ক্রিয়ার ব্যাপারকে প্রকাশ করিতেছে এবং ইহারা 'কারক'। রাম 'কর্তা', শস্য 'কর্ম', দাত্র 'করণ', ক্ষেত্র 'অধিকরণ' সানন্দ 'ক্রিয়াবিশেষণ', সংস্কৃত ভাষায় 'ক্রিয়াবিশেষণ' এক প্রকার কর্ম ; 'শ্যাম' শব্দ ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত নহে, ইহার অন্বয় 'পুত্র' শব্দের সহিত। এজন্য শ্যাম শব্দের কারকত্ব নাই, পুত্র শব্দ রাম শব্দের বিশেষণ বলিয়া রাম শব্দের কারক ও বিভক্তি পাইয়াছে।

ক্রিয়ানিষ্পাদক কর্তা। কিন্তু 'রাম' প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়ানিষ্পাদক হইলেও 'শস্য' দাত্র' প্রভৃতিও গৌণভাবে ক্রিয়ার নিষ্পাদক। এই জন্য বলা হয় 'কারক' একটিই—'কর্তৃকারক', কর্তৃত্বই অনেক প্রকার এবং কর্মাদি কারক কর্তৃকারকেরই প্রকার ভেদ। যেমন 'রাম' না থাকিলে ক্রিয়ার প্রবর্তন হইত না সেইরূপ 'শস্য' 'ক্ষেত্র' ও 'দাত্র' না থাকিলেও ক্রিয়ার প্রবর্তন হইত না। (খ)

'সম্বোধন' কারক নহে, ক্রিয়ার ব্যাপারের প্রয়োগ এর একভাবে সাহায্য করিলেও, ক্রিয়ার সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। বাক্যপদীয়কারের মতে সম্বোধনপদ ক্রিয়ার বিশেষণের মত—সম্বোধন-পতং যচ্চ তৎ ক্রিয়ায়া বিশেষণম্' (বাক্যপদীয়, ২, ৫)। (গ)

কারক ছয়টি, কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। এই সকল কারকে যথাক্রমে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। এই সাধারণ নিয়মের বহু ব্যতিক্রম আছে, যথা—কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া ও কর্মে প্রথমা হয়, অধি-শী প্রভৃতি ধাতুর যোগে অধিকরণে কর্ম হয়—বোধ হয়, অধিকরণে দ্বিতীয়া হয় বলিলেও হইত।

যে ক্রিয়ার প্রযোজক সে 'কর্তা', কর্তা যাহা সম্পাদন করে তাহা 'কর্ম', ক্রিয়ার সম্পাদনে কর্তার যাহা প্রধান সহায় তাহা 'করণ', ক্রিয়ার দ্বারা যাহা যাহা অভিপ্রেত, বিশেষতঃ দানার্থক ক্রিয়ার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা 'সম্প্রদান', যাহা হইতে বিশ্লেষ হয় তাহা 'অপাদান' এবং ক্রিয়ার আধার 'অধিকরণ'। এই সাধারণ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে, তজ্জন্য ব্যাকরণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অনেকস্থলে কোন্ কারক হইবে তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে, অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, কর্ম ও কর্তা, সন্দেহস্থলে ইহাদের মধ্যে যেটি পরবর্তী সেটীই হইবে। পাণিনির সূত্রগুলিও এইভাবেই সাজান আছে এবং পরস্পর বিরোধ হইলে, "বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্" (১।৪।২) এই বিধি প্রযোজ্য। (ঘ)

কারক বক্তার ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে, 'বিবক্ষাবশাদ্ধি কারকাণি ভবন্তি'। এইরূপ স্থাল্যা পচতি, স্থাল্যাং পচতি, অথবা বৃক্ষস্য পর্ণং পততি, বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি, ইত্যাদি উভয় প্রকার প্রয়োগই সাধু। (ঙ)

কর্তৃকারক

ক্রিয়ায় প্রবর্তক বা প্রয়োজক 'কর্তা', ; যাহার কার্য সেই কর্তা। ক্রিয়ার ব্যাপারে কর্তাই প্রধান বা 'স্বতন্ত্র', অন্য সব কর্তার অধীন। এইরূপ যে অন্যকে কোন কার্যে প্রবৃত্ত করে বা অন্যনিষ্পাদ্য কার্যের হেতু সেও কর্তা। কর্তাই কারকচক্রের প্রবর্তক। 'স্বতন্ত্রঃ কর্তা' (১।৪।৫৪) ; "তৎপ্রয়োজকো হেতুশ্চ" (১।৪।৫৫) (চ)

প্রয়োজক কর্তার উদাহরণ—রামঃ হরিং গময়তি। এস্থলে ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় হয়। কৃদ্‌যোগে, কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া হয়। যথা, রামেণ কৃতঃ, রামেণ কার্যং ক্রিয়তে, রামেণ স্থীয়তে।

সংস্কৃতে কর্মকর্তৃবাচ্য বলিয়া এক 'বাচ্য' আছে, বাংলায় এরূপ প্রয়োগ নাই। 'কাঠ ফাটিতেছে' বাংলায় কর্তৃবাচ্য, কিন্তু সংস্কৃতে ধাতুর রূপ কর্মবাচ্যের মত য-প্রত্যয়ান্ত আত্মনেপদী কিন্তু কর্ম প্রথমান্ত, 'কাষ্ঠঃ

ভিদ্যতে স্বয়মেব'। 'কাষ্ঠঃ ভিদ্যতে' এখানে 'কাষ্ঠ' কর্তা হইলেও তাহার কর্মত্ব একেবারে তিরোহিত হয় নাই। যে সকল ক্রিয়ার 'ভাব' কর্মস্থ কেবল সেই সকল ক্রিয়াই কর্মকর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হয়। (ছ)

কর্মকারক

সাধারণভাবে কর্তার অভীষ্ট ক্রিয়ার ফল যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকেই কর্ম বলা যাইতে পারে। (ক) 'রাম ভাত খাইতেছে' এখানে 'খাওয়া' ক্রিয়ার ফল 'ভাত'কে আশ্রয় করিয়া আছে। আবার 'রাম দুধ দিয়া ভাত খাইতেছে' এখানে দুধ খাওয়া ও ভাত খাওয়া উভয়ই রামের অভীষ্ট কিন্তু মুখ্য ফলাশ্রয় বা 'ঈপ্সিততম' ফলের আশ্রয় 'ভাত', দুধ ঈপ্সিত কিন্তু 'ঈপ্সিততম' নহে। এজন্য পাণিনির সূত্র 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম' (১।৪।৪৯)। স্থলবিশেষে অনীপ্সিত বা অনিচ্ছাকৃত ক্রিয়ার ফলের আশ্রয়ও কর্ম হয়—যথা, 'ব্রাহ্মণকে ছুঁইয়া দিল', 'চোর দেখিল', 'বিষ খাইল'। 'তথাযুক্তঞ্চানীপ্সিতম্' (১।৪।৫০)। 'অনীপ্সিত' অর্থ এখানে 'দ্বেষ্য' নহে, যাহা ঈপ্সিত নহে, তাহাই অনীপ্সিত। (খ)

কর্মের সন্তোষজনক সংজ্ঞা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নাই। নৈয়ায়িকের সংজ্ঞা 'ধাত্বর্থাবচ্ছেদফলশালিত্বম্' বা ক্রিয়াজন্যফলশালিত্বম্'। মঞ্জুষাকার প্রভৃতি ইহার বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। 'শব্দকৌস্তুভ'এ ভট্টোজী দীক্ষিত নৈয়ায়িক সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন। (ক)

ধাতু সকর্মক ও অকর্মক ভেদে দুই প্রকার ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সকর্মক এবং অকর্মক ধাতুর কাল ও দেশবাচক শব্দ এবং ক্রিয়াবিশেষণ কৃত্রিম কর্ম। উপসর্গযোগে ও অকর্মকধাতু সকর্মক হইতে পারে; এইরূপ সকর্মক ধাতুও অকর্মকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, যেমন, 'মাতুঃ স্মরতি', 'জানাত্যেব ভবান্'। (গ)

'ঈপ্সিততম' কর্ম 'নির্বর্ত্য' 'বিকার্য' ও 'প্রাপ্য' ভেদে ত্রিবিধ। যেখানে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করা হয়, সেখানে কর্মের নাম 'নির্বর্ত্য', যেমন 'ঘটং করোতি'। যেখানে ধ্বংস দ্বারা বা অন্য প্রকারে গুণান্তর সাধন করা হয়, সেখানে কর্মের নাম 'বিকার্য', যেমন, 'কাষ্ঠং ভস্মং করোতি', 'সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি'। প্রথম উদাহরণে কাষ্ঠের প্রকৃতিরই উচ্ছেদ করা হইতেছে, দ্বিতীয় উদাহরণে সুবর্ণের বিকার দ্বারা গুণান্তর সাধন করা হইতেছে। যেখানে ক্রিয়ার জন্য কর্মের কোন বৈশিষ্ট্য অনুভব হয় না, সেখানে কর্ম 'প্রাপ্য', যথা,

'সুখমনুভবতি', 'ঘটং পশ্যতি'। দর্শনদ্বারা ঘটের কোনও পরিবর্তন হয় না বা অনুভবদ্বারা সুখের পরিবর্তন হয় না। (ঘ)

'অনীপ্সিত' কর্ম তিন প্রকারের। 'গ্রামং গচ্ছন্ বৃক্ষমূলং স্পৃশতি'। ইচ্ছাপূর্বক বৃক্ষমূলকে স্পর্শ করা হয় নাই, বৃক্ষমূল স্পর্শের ব্যাপারে কর্তা উদাসীন। এজন্য কর্ম 'ঔদাসীন্যপ্রাপ্ত'। 'অন্নং ভক্ষয়ন্ বিষং ভুঙ্‌ক্তে' এখানে বিষভক্ষণ 'অনীপ্সিত', কর্মও 'অনীপ্সিত'। 'অন্যপূর্বক' কর্ম, যথা, অধি-শী ধাতুর অধিকরণে কর্ম 'প্রাসাদমধিশেতে'।

ইহা ব্যতীত "অকথিত" কর্ম আছে—এগুলি প্রয়োগমূলক (idiomatic) ; গরুর দুধ দোহন করিতেছে 'গাং দুগ্ধং দোগ্ধি'। এখানে সাধারণ দৃষ্টিতে গো শব্দে পঞ্চমী বা ষষ্ঠী হওয়া উচিত ছিল কারণ দুগ্ধই ঈপ্সিততম কর্ম। 'গাং দোগ্ধি' এখানে কিন্তু গোই ঈপ্সিততম কর্ম। 'অকথিতঞ্চ' (১।৪।৫১) এই সূত্রানুসারে গো প্রভৃতি কর্ম হইবে। গরুর কর্মত্ব 'অকথিত' বা 'অনাখ্যাত'। ফলিতার্থ এই যে দুহ্ প্রভৃতি ধাতু দ্বিকর্মক। ণিজন্ত গতি, বুদ্ধি, গমন ইত্যাদি অর্থবোধক ধাতুও দ্বিকর্মক হয় (পা. ১।৪।৫২), [১] যথা, 'বোধয়তি মানবকং ধর্মম্'। দ্বিকর্মক ধাতু কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত হইলে কোন কর্মে প্রথমা হইবে সে সম্বন্ধে নিয়ম আছে। দুহাদি ধাতুর গৌণ কর্মে প্রথমা হইবে, নী প্রভৃতি ধাতুর প্রধান কর্মে প্রথমা হইবে, এবং বুদ্ধ্যর্থ ধাতুর গৌণ বা মুখ্য কর্মে বক্তার ইচ্ছানুসারে প্রথমা হইবে। যথা, 'গৌ দুহ্যতে পয়ঃ', 'অজা গ্রামং নীয়তে', 'বোধ্যতে মানবকং ধর্মঃ' অথবা, 'বোধ্যতে মানবকো ধর্মম্॥' (চ)

পূর্বে বলা হইয়াছে ক্রিয়াবিশেষণে কর্মকারক হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে সূত্র, বার্তিক বা ভাষ্যের কোনও বচন নাই। (ছ) কাশিকাকার (৪।৪।২৮) বলিয়াছেন 'ক্রিয়াবিশেষণমকর্মকাণামপি কর্ম ভবতি'। বাক্যপদীয়, টীকাকার পুঞ্জরাজের মতে ক্রিয়াবিশেষণ নির্বর্ত্য কর্ম (বাক্যপদীয় ২।৫)। অন্যেরা বলেন ক্রিয়াবিশেষণে ধাতুর ফলাংশ বর্তমান এজন্য তাহার কর্মত্ব হয়। অন্য কোনও লিঙ্গ বা বচন হইবার কারণ নাই বলিয়া "সামান্যে নপুংসকম্" এই বার্তিকানুসারে ক্রিয়াবিশেষণের ক্লীবলিঙ্গত্ব এবং একত্ব হয়। পুরুষোত্তমদেবের "ভাষাবৃত্তি"তে ২।৪।১৮ সূত্রের ব্যাখ্যায় "ক্রিয়াবিশেষণানাং কর্মত্বং নপুংসকত্বঞ্চ" এই বার্তিক

---

(১) 'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণি কর্তা স ণৌ'।

(২) 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' এই সূত্র (২।৩।৫) দ্বারা ; 'অধ্ব' অর্থ, পথ, 'অত্যন্তসংযোগ' অর্থ ব্যাপ্তি।

আছে। 'প্রকৃতি' প্রভৃতি শব্দের উত্তর কিন্তু তৃতীয়া হয়, যথা, 'প্রকৃত্যাচারুঃ।' ভাষ্যকারের মতে এস্থলে উহ্য 'করোতি' প্রভৃতি ক্রিয়ার যোগে করণে তৃতীয়া। কেহ কেহ বলেন, এখানে 'উপপদবিভক্তি' কারক বিভক্তি নহে। (জ)

পূর্বে বলা হইয়াছে, 'মাসমাস্তে' প্রভৃতি স্থলে কাল ও দেশবাচক শব্দ অকর্মক ক্রিয়ারও কর্ম হয়। কিন্তু 'মাসমধীতে' এস্থলে ক্রিয়া সকর্মক হওয়ায় 'মাসম্' দ্বিতীয়ান্ত হইলেও[২] কর্ম নহে। এই ব্যবস্থা সমীচীন মনে হয় না, কারণ 'মাসং ব্যাপ্য অধীতে' এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে মাস শব্দের কর্ম হইতে বাধা নাই। ভাষ্যকার (২।৩।৫) বলিয়াছেন ক্রিয়ার ব্যাপ্তি ব্যতীত অন্যপ্রকার ব্যাপ্তি স্থলেই কাল ও অধ্ব (দেশ) বাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়—যথা, ক্রোশং কুটিলা নদী'। (ঝ) কিন্তু এই ব্যাখ্যা কাশিকা ও সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে গৃহীত হয় নাই। অকর্মকই হউক্ বা সকর্মকই হউক্, অত্যন্ত সংযোগ হউক্ বা না হউক্, ক্রিয়ার প্রয়োগে কালও অধ্ববাচক শব্দ কর্মই হইবে; ক্রিয়ার প্রয়োগ না হইলে অত্যন্ত সংযোগে (ব্যাপ্তি বুঝাইলে) কাল বাচক ও অধ্ববাচক শব্দ দ্বিতীয়ান্ত হইবে। ইহাই বোধ হয় 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে (২।৩।৫) এই সূত্রের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। কিন্তু 'ব্যাপ্য' এই ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিলে, 'কালাধ্বনোরত্যন্ত-সংযোগে' বা 'দেশকালাধ্বশব্দা হি কর্মসংজ্ঞা হ্যকর্মণাম্' এইরূপ সূত্র বা বার্ত্তিকেরই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। 'মাসমধীতে' অর্থ মাসং ব্যাপ্য অধীতে, এইরূপ 'ক্রোশং কুটিলা নদী' অর্থ ক্রোশং ব্যাপ্য কুটিলা নদী।

করণকারক

করণকারক সম্বন্ধে পাণিনি সূত্র, 'সাধকতমং করণম্' (১।৪।৪২), অর্থাৎ ক্রিয়ার নিষ্পত্তির জন্য কর্তার যাহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহাই 'করণ'। ক্রিয়ার নিষ্পত্তির জন্য সমস্ত 'কারক'ই সহায়তা করে, কিন্তু বক্তার মতে যাহা তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান সহায়ক তাহাই 'করণ'।

'রামঃ বাণেন রাবণং হন্তি' এখানে 'বাণ' করণ, যদিও রাবণকে মারিতে বাণের যেরূপ প্রয়োজন, ধনু প্রভৃতিরও সেইরূপ, কিন্তু বক্তার মতে রাবণবধে বাণই রামের সর্বপ্রধান সহায়। রামঃ বাণেন রাবণং হন্তি' ইহার বৈয়াকরণ মতে শাব্দবোধ—বাণব্যাপারজন্যো যো রাবণনিষ্ঠঃ প্রাণবিয়োগস্তদনুকূলো রামকর্তৃকো ব্যাপারঃ'। (ক)

বৈয়াকরণ মতে 'হেতু ও 'করণ' একেবারেই বিভিন্ন, নৈয়ায়িক মতে করণ 'হেতু'রই প্রকারভেদ। 'কারণ' বা 'হেতু' কর্তার অধীন নহে, কিন্তু 'করণ' কর্তার অধীন। 'ধূমেনান্ধঃ' ধূমের জন্য কিছু দেখিতে পাইতেছে না, এখানে ধূম 'হেতু' কেননা 'ধূম' দ্রষ্টার অধীন নহে। 'দাত্রেণ লুনাতি' এখানে দাত্র 'করণ' কারণ তাহার ব্যবহার কর্তার ইচ্ছার অধীন। 'করণ' এর ক্রিয়ার সহিত অন্বয় থাকিবে; কারণ ইহা ব্যাপার বাচক ; অপর পক্ষে 'হেতু' ক্রিয়ার উৎপাদক হইলেও ক্রিয়ার 'ব্যাপার'এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ অন্বয় নাই। 'করণ' একমাত্র ক্রিয়ার বিষয়, 'হেতু' দ্রব্য বা গুণের বিষয়। যথা, 'দণ্ডেন ঘটঃ' 'ধনেন কুলম্'।

এই সব ক্ষেত্রে 'ক্রিয়তে' 'লভ্যতে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিলে দেখা যাইবে 'করণ' ও ব্যাকরণের 'হেতু'র প্রভেদ থাকিলেও তাহা সামান্য। 'হেতু' অর্থ 'ফল' হইতে পারে, যথা, 'অধ্যয়নেন বসতি', একই অর্থে 'অধ্যয়নায় বসতি'।

সম্প্রদানকারক

'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্', (১।৪।৩২)। কাশিকাকার প্রভৃতির মতে 'কর্মণা' অর্থ 'দানকর্মণা', যথা 'ব্রাহ্মণায় গাং দদাতি'। দানের অর্থ নিজের স্বত্ব লোপ করিয়া অন্যের স্বত্বের উৎপাদন। দান কোন কোন স্থলে অনুমতি লইয়া করা হয়, যেমন, ব্রাহ্মণকে গো দান ; কোন কোন স্থলে অনুরুদ্ধ হইয়া দান করা হয়, যেমন, ভিক্ষুককে ধন দান ; আবার পূজার জন্য বা অনুগ্রহ লাভের জন্যও 'দান' করা হয়, যথা, দেবতাকে অর্ঘ্যদান। (ক)

কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'উপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটাং দদাতি', 'রজকায় বস্ত্রং দদাতি', 'পত্যে শেতে', 'যুদ্ধায় সন্নহ্যতে' এই সকল ক্ষেত্রে সম্প্রদান কারকের উৎপত্তি হয় না। এই জন্য কাত্যায়ন বার্তিক করিয়াছেন 'ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্' অর্থাৎ ক্রিয়ার উদ্দেশ্যও সম্প্রদান। ভাষ্যকার বলেন এ বার্তিকের প্রয়োজন নাই, কারণ 'কর্মণা' এই পদের অর্থ 'ক্রিয়য়া'। (খ)

পাণিনির আরেকটি সূত্র, 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ' (২।৩।১৪), ক্রিয়ার ব্যবহার না হইলে কর্মে সম্প্রদান কারক হয়, যথা, 'ফলায় যাতি', অর্থাৎ 'ফলমাহর্তুং যাতি'। এই সূত্র দ্বারাই পূর্বোক্ত উদাহরণগুলিরও সম্প্রদানত্ব সিদ্ধ হয়। 'ব্রাহ্মণায় গাং দদাতি' অর্থ

ব্রাহ্মণমুদ্দিশ্য গাং দদাতি, 'পত্যে শেতে' পতিং প্রীণয়িতুং বা পতিমুদ্দিশ্য শেতে; 'শিষ্যায় চপেটাং দদাতি,' শিষ্যং সংযময়িতুং, ইত্যাদি।

'চতুর্থী সম্প্রদানে' (২।৩।১৩), কিন্তু 'তাদর্থ্যে চতুর্থী' এই বার্তিক দ্বারা প্রায় সমস্ত চতুর্থীর প্রয়োগ সমর্থন করা যায়। 'অর্থ' অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য প্রায় সমার্থক। 'পত্যে শেতে', পত্যর্থং শেতে; ব্রাহ্মণায় দদাতি, ব্রাহ্মণার্থং দদাতি, এইরূপ, 'ফলায় যাতি'। এই বার্তিক 'চতুর্থী তদর্থার্থ—' এই সূত্রে পাণিনিই (২।১।৩৬) ফলতঃ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং, এই বার্তিক মানিয়া লইলে সম্প্রদান সংজ্ঞারই প্রয়োজন থাকে না। সম্প্রদানশব্দের একমাত্র ব্যবহার হইয়াছে 'দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে' এই সূত্রে (৩।৪।৭৩), কিন্তু সম্প্রদান শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারাই 'দাশ' ও 'গোঘ্ন' পদের সাধুত্ব স্থাপন করা যাইতে পারে—সম্প্রদান কারক এর কল্পনার আবশ্যকতা নাই। একমাত্র 'উদ্দিশ্য' ধাতুর অধ্যাহার দ্বারাই সবগুলি উদাহরণেই চতুর্থী লাভ হয়—গুরুমুদ্দিশ্য গুরবে, ভিক্ষুকমুদ্দিশ্য ভিক্ষুকায়, সূর্যমুদ্দিশ্য সূর্যায়; এইরূপ পতিমুদ্দিশ্য (প্রীণয়িতুং) শেতে, পত্যে শেতে, যুদ্ধমুদ্দিশ্য সন্নহ্যতে যুদ্ধায় সন্নহ্যতে। 'তাদর্থ্যে চতুর্থী' এই বার্তিক দ্বারাও চতুর্থী ব্যাখ্যাত হয়—অভিপ্রায়, প্রয়োজন ও অর্থ প্রায় সমার্থক; পত্যে শেতে=পত্যর্থং শেতে এইরূপ যুদ্ধার্থং সন্নহ্যতে, গুর্বর্থং গাং দদাতি ইত্যাদি। ভাষ্যকার এক প্রকার স্বীকারই করিয়াছেন যে 'তাদর্থ্যে চতুর্থী' এই বার্তিক স্বীকার করিলে 'কর্মণা' (বা ক্রিয়য়া) যমভিপ্রৈতি...' এই সূত্রের প্রায় প্রয়োজনই থাকে না। বার্তিকটীও অসঙ্গত নয় কারণ 'চতুর্থী তদর্থার্থ...' এই সূত্রে (২।১।৩৬) বার্তিকের প্রয়োজন স্বীকৃতই হইয়াছে।

'রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ' (১।৪।৩২), 'স্পৃহেরীপ্সিতঃ' (১।৪।৩৬) 'ক্রুধ-দ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ' (১।৪।৩৭) প্রভৃতি সূত্রদ্বারাও সম্প্রদান কারক বিহিত হইয়াছে, যথা, 'দেবদত্তায় রোচতে মোদকঃ', 'পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি', 'দেবদত্তায় ক্রুধ্যতি', ইত্যাদি। এই সকল উদাহরণেও সম্প্রদানসংজ্ঞার কল্পনা আবশ্যক নহে, চতুর্থীর বিধান করিলেই চলিত। ভাষ্যকার বলেন, এই সকল ক্ষেত্রেই 'সম্প্রদান' সংজ্ঞার প্রয়োজন, অন্যত্র 'তাদর্থ্যে চতুর্থী' এই বার্ত্তিকদ্বারাই চতুর্থী সাধিত হইবে। (ঘ)

'কুণ্ডলায় হিরণ্যম্' 'যূপায় দারু' 'ব্রাহ্মণায় দধি' 'অশ্বায় ঘাসঃ' প্রভৃতিতে 'তাদর্থ্যে' চতুর্থী, কারণ ক্রিয়া না থাকায় কারকত্ব হইতে

পারে না। (৬) কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেও 'উদ্দিষ্ট' প্রভৃতি কৃদন্ত ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিতে বাধা নাই।

অপাদানকারক

দুই দ্রব্যের 'অপায়, অর্থাৎ বিয়োগ বা বিশ্লেষ ঘটিলে যেটি অপেক্ষাকৃত স্থির বা 'ধ্রুব' তাহাকে অপাদান বলে, 'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্' (১।৪।২৪)। 'ধ্রুব' অর্থ 'অবধি' 'স্থির' বা 'ক্রিয়ার ব্যাপারে উদাসীন'।

'বৃক্ষাৎ পত্রং পততি', এখানে পতন ব্যাপারে বৃক্ষ পত্রের অপেক্ষায় স্থির বা ধ্রুব, এইজন্য বৃক্ষ অপাদান এবং তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হইবে। 'ধাবতোঽশ্বাৎ পততি' এখানে অশ্ব চলন্ত হইলেও মানুষের পতনে উদাসীন, এজন্য অশ্ব অপাদান।

ব্যাকরণে অপাদানকারক সম্বন্ধে বহু সূত্র আছে, বিভিন্ন সূত্র ও বার্তিক দ্বারা' হিমালয়াদ্ গঙ্গা প্রভবতি', 'গোময়াদ্বৃশ্চিকো জায়তে', 'গুরোঃ শিক্ষতে', 'অগ্নের্বিভেতি', 'শস্যাদ্ গাং বারয়', 'অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে' প্রভৃতি স্থলে অপাদানকারকের বিধান করা হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে এই সকল সূত্র ও বার্ত্তিকের প্রয়োজন নাই, কারণ 'বুদ্ধি পরিকল্পিত' অপায় বা বিশ্লেষের জন্যই এই সকল উদাহরণে অপাদান হইয়াছে। পরবর্তী অনেক বৈয়াকরণ ভাষ্যকারের যুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। (১)

অপাদান তিন প্রকার—'নির্দিষ্টবিষয়', 'উপাত্তবিষয়' এবং 'অপেক্ষিতবিষয়'। সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়া দ্বারা বিশ্লেষ বা অপায় অভিব্যক্ত হইলে অপাদান 'নির্দিষ্টবিষয়', যেমন, 'অশ্বাৎ পততি'। বিশ্লেষার্থক ধাতু অপ্রযুক্ত এবং প্রযুক্ত ধাতুর অঙ্গস্বরূপ হইলে অপাদান 'উপাত্ত-বিষয়' যেমন, 'বলাহকাদ্বিদ্যোততে বিদ্যুৎ'। ইহার অর্থ 'বলাহকাদ্ নিঃসৃত্য বিদ্যোততে বিদ্যুৎ'। বিশ্লেষার্থক ধাতু (নিঃসৃত্য) এখানে অপ্রযুক্ত এবং প্রযুক্ত দ্যুৎ ধাতুর অঙ্গস্বরূপ। যে স্থলে ক্রিয়ারই ব্যবহার হয় না, বক্তার মনের মধ্যেই থাকে, সে স্থলে অপাদান 'অপেক্ষিত ক্রিয়', যথা, 'কুতো ভবান্, পাটলিপুত্রাৎ'।

অপ্রযুক্ত ধাতুর কর্মে বা অধিকরণেও পঞ্চমী হয়, যথা, 'প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে', অর্থাৎ প্রাসাদমুপবিশ্য প্রেক্ষতে। এই সব

(১) যথা, চন্দ্রগোমী, জৈনেন্দ্রব্যাকরণ প্রণেতা দেবনন্দী, কাতন্ত্রটীকাকার দুর্গাসিংহ, ন্যাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি প্রভৃতি।

ক্ষেত্রেও বুদ্ধিপরিকল্পিত বিভেদ অনুমান করা যাইতে পারে।[১] ঐসম্বন্ধে বার্তিক 'ল্যব্লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ'।

অধিকরণকারক

ধাতুর আধারই অধিকরণ, "আধারোঽধিকরণম্" (১।৪।৪৫)। যথা, 'স্থাল্যামোদনং পচতি'। ভাষ্যকৈয়টাদির মতে (৬।১।৭২) 'ঔপশ্লেষিক', 'বৈষয়িক' ও 'অভিব্যাপক' ভেদে অধিকরণ বিবিধ। যথাক্রমে উদাহরণ 'কটে আস্তে', মাদুরে বসিয়া আছে, 'মোক্ষে ইচ্ছাস্তি' 'তিলেষু তৈলমস্তি'। প্রথম উদাহরণে, কটের এক অংশে বসিয়াছে, আধারের এক অংশের সহিত আধারের সংযোগ হইয়াছে; দ্বিতীয় উদাহরণে মোক্ষের সহিত ইচ্ছার বৈষয়িক সম্বন্ধ, মোক্ষ বিষয়ে ইচ্ছা, কোনও বস্তুগত সংযোগ নাই; তৃতীয় উদাহরণে সংযোগ ব্যাপক, আধারের সমস্ত অবয়বের সহিত সংযোগ, তিলের সমস্ত অংশেই তৈল। (ক)

কাতন্ত্র মুগ্ধবোধ প্রভৃতি ব্যাকরণের টীকায় 'সামীপ্যক' নামে চতুর্থপ্রকার অধিকরণের উল্লেখ আছে। যথা, 'বটে গাবঃ শেতে' 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', অর্থাৎ বটগাছের নিকটে গরু শুইয়া আছে, গঙ্গার সমীপে তীরে ঘোষপল্লী। বস্তুতঃ এখানেও অধিকরণ 'ঔপশ্লেষিক', লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধ হইতেছে।[২] (খ)

কেহ কেহ বলেন, 'যুদ্ধে সন্নহ্যতে বীরঃ' এখানে অধিকরণ 'নৈমিত্তিক', এবং 'অঙ্গুল্যগ্রে করিশতম্' এখানে অধিকরণ 'ঔপচারিক'। যুদ্ধে=যুদ্ধনিমিত্ত, করিশতম্=শত হস্তীর ন্যায় শক্তি। বস্তুতঃ, এই দুই উদাহরণেই অধিকরণ 'বৈষয়িক'।

'চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি', চর্মের জন্য ব্যাঘ্র মারিতেছে, এখানে তাদর্থ্যে চতুর্থীও হইতে পারিত, 'নিমিত্তাৎ কর্মসংযোগে' এই বার্ত্তিকদ্বারা সপ্তমী হইয়াছে।[৩] 'নিমিত্ত' অর্থ 'ফল'। সংযোগ অর্থ 'সংযোগ' ও 'সমবায়' সম্বন্ধ। যে স্থলে দুই দ্রব্য পৃথক্ থাকিতে পারে, সেস্থলে তাহাদের সমবায়সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধের অপর নাম 'অযুতসিদ্ধ'। চর্ম ব্যতীত দ্বীপীর সত্তা অসম্ভব। এইরূপ 'সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ',

---

(১) প্রসাদমারুহ্য প্রেক্ষতে, প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে ইত্যবধেরেব পঞ্চমী (চান্দ্রব্যাকরণ, ২।১।৮১ বৃত্তি)।

(২) 'লক্ষণা' সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) হেতু তৃতীয়াও হইতে পারিত।

অণ্ডকোশের জন্য কস্তুরী মৃগ মারিতেছে। কিন্তু 'দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্' 'কেশেষু চমরীং হন্তি' এস্থলে সংযোগসম্বন্ধ, কারণ দন্ত উৎপাটিত হইলে হস্তী বাঁচিয়া থাকে এবং কেশহীন হইলেও চমরীর প্রাণনাশ হয় না।

এক ক্রিয়া দ্বারা অন্য ক্রিয়া লক্ষিত হইলে পূর্ব (কৃদন্ত) ক্রিয়াপদ ও তাহার কর্তায় বা কর্মে সপ্তমী বিভক্তি হয়। 'গোষু দুহ্যমানাসু গতঃ' (কর্মে সপ্তমী), 'রামে বনং গতে দশরথো মৃতঃ' (কর্ত্তায় সপ্তমী)। 'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্', (২।৩।৩৭) ভাব অর্থ ক্রিয়া। অনাদর বুঝাইলে ষষ্ঠীও হয়। 'ষষ্ঠী চানাদরে' (২।১.৮১), যথা, 'রুদতঃ পুত্রস্য গতঃ' বা 'রুদতি পুত্রে গতঃ', ক্রন্দনশীল পুত্রকে অনাদর বা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল।

(খ) বিভক্তি

কর্তৃকারকে বাচ্যানুসারে প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়; এইরূপ করণাদি কারকে তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ শব্দের যোগেও বিশেষ বিশেষ বিভক্তি হয়। এইসব শব্দের অধিকাংশই অব্যয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে 'কর্মপ্রবচনীয়' এবং 'অন্তরা' 'ধিক্' 'অভিতঃ' প্রভৃতি যোগে দ্বিতীয়া হয়; 'ঋতে' 'পৃথক্' 'বিনা' ও সহার্থক শব্দের যোগে তৃতীয়া হয়। (ক) 'নমঃ' 'অলং' প্রভৃতি যোগে চতুর্থী হয়; 'অন্য' 'ইতর' 'ঋতে' প্রভৃতি যোগে পঞ্চমী হয়। 'উপ' 'অনু' প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইলে 'উপসর্গ' হয়, ক্রিয়ার সহিত যুক্ত না হইলে ইহাদিগকে 'কর্মপ্রবচনীয়' বলে।

কারকে বিহিত বিভক্তি 'কারকবিভক্তি', বিশেষ শব্দের যোগে বিভক্তি 'উপপদবিভক্তি'। 'উপপদবিভক্তের্কারকবিভক্তির্বলীয়সী', এইজন্য 'নমঃ নৃসিংহায়' কিন্তু 'নৃসিংহং নমস্করোতি'।

এইরূপ হেতু শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়—'অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্' কিন্তু হেতু অর্থে তৃতীয়া ও পঞ্চমী হয়—'পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ' 'নাস্তি ঘটোঽনুপলব্ধেঃ'।

গত্যর্থধাতুর যোগে কর্মে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী হয়—'গ্রামং গ্রামায় বা গচ্ছতি'। 'চেষ্টা' বুঝাইতে হইবে—অন্যত্র 'মনসা মথুরাং যাতি'। অনাদর বুঝাইতে কর্মে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয়—'ন ত্বাং তৃণং মন্যে, তৃণায় বা' কিন্তু প্রাণিবাচক শব্দের উত্তর চতুর্থী হইবে না,

'ন ত্বাং শুকং মন্যে'। প্রাণী অর্থ কেবলমাত্র কাক শুক ও শৃগাল এবং নৌ ও অন্ন।

এইরূপ ব্যাকরণে বহু নিয়ম আছে, তজ্জন্য ব্যাকরণগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠী বিভক্তি

অন্য কারকের বা বিভক্তির বিষয় না হইলে শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, 'ষষ্ঠী শেষে' (২।৩।৫০)। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় থাকিলে শব্দের কোনও না কোন কারকত্ব হইবে। পদের সহিত অন্যপদের সম্বন্ধ থাকিলে সাধারণতঃ ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে বিশেষ বিশেষ শব্দের যোগে বিশেষ বিশেষ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। 'সম্বন্ধে' ষষ্ঠী বলা সমীচীন নহে, কারণ কারকত্বও সম্বন্ধবিশেষ। 'শেষসম্বন্ধে ষষ্ঠী' এই ব্যাখ্যাই ঠিক্। যাহার সম্বন্ধে বিধান নাই, তাহাই 'শেষ', 'উক্তাদন্য শেষঃ'। কর্ম প্রভৃতিরও সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষায় ষষ্ঠী হইবে, যেমন, 'মাতরং স্মরতি', 'মাতুঃ স্মরতি'। (খ)

'নির্দ্ধারণ' সম্বন্ধে ষষ্ঠী ও সপ্তমী হয়। জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা প্রভৃতির দ্বারা সমুদায় হইতে একদেশের (অংশের) পৃথক্করণের নাম নির্দ্ধারণ। (গ) 'গোষু কৃষ্ণা বহুক্ষীরা', এখানে গোজাতি সমুদায়, 'কৃষ্ণা' গো সমুদায়ের একদেশ, তাহাকে 'বহুক্ষীরত্ব' গুণদ্বারা গোজাতীয় অন্য পশু হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে।

'শেষসম্বন্ধ' অগণিত প্রকারের হইতে পারে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন (১।১।৪৮) 'একশতং ষষ্ঠ্যর্থাঃ'। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি সম্বন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা, 'স্বস্বামিত্ব'--'কৃপণস্য ধনম্'; 'অবয়বাবয়িত্ব'—'রামস্য শিরঃ', 'বাচ্যবাচকত্ব'—'গুরোর্ব্যাখ্যানম্'; 'আধারাধেয়ত্ব'—'গঙ্গায়া জলম্'; 'যোনিগত' বা 'জন্যজনকত্ব'—'রামস্য ভার্যা', 'হরেস্তনয়ম্'; 'বিদ্যাসম্বন্ধ'—'ভট্টস্য শিষ্যঃ'; 'ভক্ষ্যভক্ষকত্ব' —'অশ্বস্য ঘাসঃ'; 'কার্যকারণত্ব'—'বস্ত্রস্য তন্তুঃ' ইত্যাদি। সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। 'সমবায়' সম্বন্ধের উদাহরণ, 'ব্যাঘ্রস্য চর্ম'; 'সংযোগ' সম্বন্ধের, 'রামস্য শিরঃ' 'পুষ্পস্য গন্ধঃ'।

বস্তুতঃ সর্বপ্রকার সম্বন্ধই 'বিশেষ্যবিশেষণ' ভাব সূচিত করে। 'শেষসম্বন্ধ' কোনপ্রকার 'সংসর্গিত্ব'।

বিশেষ বিশেষ শব্দ বা ক্রিয়ার যোগে কারকেও ষষ্ঠী বিভক্তির

প্রয়োগ হয়, যথা চৌরস্য ক্রাথয়তি, শতস্য দীব্যতি, দ্বিরহ্নো ভোজনম্, কৃষ্ণস্য (কৃষ্ণেণ বা) তুল্যঃ সদৃশো সমো বা নাস্তি, কৃষ্ণস্য (কৃষ্ণায় বা) ভদ্রং কুশলং সুখং হিতং বা ভূয়াৎ।

কৃৎপ্রত্যয়ের যোগে কর্তৃকারক ও কর্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, সকর্মক ক্রিয়া হইলে কর্মেই ষষ্ঠী হইবে। ইহার ব্যতিক্রমও আছে, যথা—শতৃ শানচ্ ক্ত ক্তবতু তৃন্ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়যোগে ষষ্ঠী হইবে না। যথা, জগতঃ কর্তা, কৃষ্ণস্য কৃতিঃ, আশ্চর্যো গবাং দোহোঽগোপেন। কিন্তু সৃষ্টিং কুর্বাণঃ হরিঃ, সুখং কর্তুং, বিষ্ণুণা হতা দৈত্যাঃ, লোকান্ কর্তা। ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম আছে যথা, শব্দানামনু শাসনং আচার্যস্য আচার্যেণ বা ইত্যাদি। বিস্তৃত আলোচনার জন্য সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ

(ক) ক্রিয়ানিমিত্তং কারকম্ (কলাপবৃত্তি ২২১) ; ক্রিয়াজনকত্বং কারকম্ (শব্দেন্দুশেখর) ; করোতি (কর্তৃকর্মাদিব্যপদেশান্) ইতি কারকম্ (ভাষ্য) ; সাধকং নির্বর্ত্তকং কারকসংজ্ঞং ভবতীতি বক্তব্যম্, (ভাষ্য) ; ক্রিয়ানিষ্পাদকত্বং কারকত্বম্ (পরমলঘুমঞ্জুষা)।

বিভক্ত্যর্থদ্বারা ক্রিয়ান্বয়িত্বং কারকত্বমিতি নৈয়ায়িকাঃ (সারমঞ্জরী) ; ক্রিয়ান্বিতবিভক্ত্যর্থান্বিতত্বং কারকত্বম্ (পরম লঘু মঞ্জুষা) ; কারকত্বং ক্রিয়াজনকত্বযোগ্যতাবুদ্ধিবিষয়ত্বমেব (মঞ্জুষা) ইত্যাদি।

'একতিঙ্ বাক্যং' 'আখ্যাতং সাব্যয়বিশেষণং বাক্যম্' (বার্ত্তিক) ; অমূর্ত্তা হি ক্রিয়া সা হি কারকৈরভিব্যজ্যমানা' (নিরুক্তবৃত্তি, ১।১।৯), 'ক্রিয়ানুষঙ্গেণ বিনা ন পদার্থঃ প্রতীয়তে', বাক্যপদীয়, ২।৪২৪।

(খ) 'সর্বাণি হি কারকানি সাধনানি' (ভাষ্য, ১।৪।৪২)

নিষ্পত্তিমাত্রে কর্তৃত্বং সর্বত্রৈবাস্তি কারকে।
ব্যাপারতদপেক্ষায়াং করণত্বাদিসম্ভবঃ ॥ বাক্যপদীয়,
সাধনসমুদ্দেশ, ১৮

নিমিত্তভেদাদেকৈব ভিন্না শক্তিঃ প্রতীয়তে।
ষোঢ়া কর্তৃত্বমেবাহুস্তৎ প্রবৃত্তের্নিবন্ধনম্ ॥ ঐ, ৩৭

'কর্তৃত্বমেবাবান্তরব্যাপারবিবক্ষয়া করণাদিব্যপদেশরূপতাং ভজতে' (হেলারাজ)।

(গ) সিদ্ধস্যাভিমুখীভাবমাত্রং সম্বোধনং বিদুঃ।
প্রাপ্তাভিমুখ্যো হ্যর্থাত্মা ক্রিয়ায়াং বিনিযুজ্যতে ॥ বাক্যপদীয়,

সম্বোধনং চাভিমুখীকৃত্যাজ্ঞাতার্থজ্ঞানানুকূলব্যাপারানুকূল-
ব্যাপারোঽর্থঃ (মঞ্জুষা, ১১৮৭)

(ঘ) অপাদানসম্প্রদানকরণাধারকর্মণাম্।
কর্ত্তুশ্চান্যোন্যসন্দেহে পরমেকং প্রবর্ত্ততে ॥ 'শব্দশক্তি-
প্রকাশিকা'য় ইহা ভর্তৃহরিরচিত।

(ঙ) বচনাশ্রয়া সংজ্ঞা, বলাহকাদ্বিদ্যোততে বিদ্যুৎ, বলাহকে বিদ্যোততে, বলাহকো বিদ্যোততে…ভাষ্য (১।৪।২১);

(চ) ক্রিয়ানুকূলকৃতিমত্ত্বং কর্তৃত্বম্, অচেতনাদৌ কর্তৃত্বং ভাক্তম্ (সারমঞ্জরী)। কর্তৃত্বং নাম ধাতূপাত্তব্যাপারাশ্রয়ত্বম্, অথবা, কর্তৃপ্রত্যয়সমভিব্যাহারে ব্যাপারতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন ধাত্বর্থনিষ্ঠবিশেষ্যতা-নিরূপিতপ্রকারতানাশ্রয়তদ্ধাত্বর্থাশ্রয়ত্বম্ (মঞ্জুষা)।

'স্বতন্ত্রঃ কর্তা' এখানে 'স্বতন্ত্র' অর্থ প্রধান। 'তন্ত্রঃ প্রাধান্যে বর্ত্ততে তন্ত্রশব্দস্তস্যেদং গ্রহণম্' 'কিং পুনঃ প্রধানং, কর্ত্তা, কথং পুনর্জ্জায়তে কর্তা প্রধানমিতি? যৎ সর্বেষু সাধনেষু সন্নিহিতেষু কর্তা প্রবর্তয়িতা ভবতি।' ভাষ্য, ১।৪।২৩, ৫৪

স্বতন্ত্রত্বং চ কারকান্তরানধীনত্বে সতি কারকত্বম্ (ব্যুৎপত্তিবাদ); স্বাতন্ত্র্যং নামেতরব্যাপারানধীনব্যাপারবত্ত্বং, কারকান্তরপ্রয়োজক-ব্যাপারবত্ত্বং বা (শব্দার্থরত্ন), কর্তৃপ্রত্যয়সমভিব্যাহারে প্রধানীভূত-ধাত্বর্থাশ্রয়ত্বম্ (শব্দেন্দুশেখর)।

স্বাতন্ত্র্যসম্বন্ধে ভর্তৃহরির কারিকা,

প্রাধান্যতঃ শক্তিলাভাৎ প্রাগ্ভাবাপাদনাদপি।
তদধীনপ্রবৃত্তিত্বাৎ প্রবৃত্তানাং নিবর্তনাৎ ॥
অদৃষ্টত্বাৎ প্রতিনিধেঃ প্রবিবেকে চ দর্শনাৎ।
আরাদপ্যুপকারত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যং কর্তুরিষ্যতে।

বাক্যপদীয়, সাধন, ১, ২

কর্মকর্তৃবাচ্য সম্বন্ধে কারিকা—

ক্রিয়মাণন্তু যৎকর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈগুণৈঃ কর্তুঃ কর্মকর্তেতি তং বিদুঃ ॥

(কাতন্ত্রবৃত্তি, আখ্যাত ২, ৭৫)

কর্মস্থঃ পচতের্ভাবঃ কর্মস্থা চ ভিদেঃ ক্রিয়া।
মাসাসিভাবঃ কর্তৃস্থঃ কর্তৃস্থা চ গমেঃ ক্রিয়া ॥

কাশিকা ৩।১।৮৭

কর্তা চ ত্রিবিধোজ্ঞেয়ঃ কারকাণাং প্রবর্তকঃ।

কেবলো হেতুকর্তা চ কর্মকর্তা তথাপরঃ ॥ মাধবীয় ধাতুবৃত্তি স্মৃতিশাস্ত্রে অনুমন্তা গ্রহীতা নিয়ন্তা সংস্কর্তা উপহর্তা প্রভৃতি ও কর্তার প্রকারভেদ।

কর্ম কারক

(ক) কর্মত্বং পরসমবেতক্রিয়াজন্যফলশালিত্বম্ (তত্ত্বচিন্তামণি); ক্রিয়াজন্যফলশালিত্বমিতি প্রাঞ্চো নৈয়ায়িকাঃ, নব্যাস্তু ধাত্বর্থতাবচ্ছেদক-ফলশালিত্বমিত্যাহুঃ (ব্যুৎপত্তিবাদ); ক্রিয়াজন্যতদ্ব্যধিকরণফলবত্ত্বং কর্ত্রা স্বনিষ্ঠব্যাপারপ্রযোজ্যফলেন সম্বন্ধুমিষ্যমাণং বা কর্মত্বম্ (সারমঞ্জরী)।

ন্যায়মতের সমালোচনার জন্য মঞ্জুষাদি দ্রষ্টব্য। বৈয়াকরণমতে কর্মত্বং প্রকৃতধাত্বর্থপ্রধানীভূতব্যাপারপ্রয়োজ্যপ্রকৃতধাত্বর্থফলাশ্রয়ত্বেনো-দ্দিশ্যত্বম্ (পরমলঘুমঞ্জুষা); কর্মত্বং কর্তৃগতপ্রকৃতধাত্বর্থব্যাপার-প্রযোজ্যব্যাপারব্যধিকরণফলাশ্রয়ত্বেন, কর্তুরুদ্দেশ্যত্বম্ (মঞ্জুষা)। 'ব্যাপারাশ্রয়ঃ কর্তা, ফলাশ্রয়ঃ কর্ম' ভূষণকারাদির এই মত মঞ্জুষাকার স্বীকার করেন নাই (মঞ্জুষা, ১২০৫ ইত্যাদি)

(খ) নায়ং প্রসজ্যপ্রতিষেধঃ, ঈপ্সিতং নেতি। পর্যুদাসোঽয়ং, যদন্যদীপ্সিতাত্তদনীপ্সিতমিতি। অন্যচ্চেতদীপ্সিতাত্তন্নৈবেপ্সিতং নাপ্যনী-প্সিতমিতি। (ভাষ্য, ১।৪।৫০)

(গ) পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অকর্মকধাতু সম্বন্ধে কারিকা—

> সত্তালজ্জাস্থিতিজাগরণং বৃদ্ধিক্ষয়ভয়জীবনমরণম্।
> শয়নক্রীড়ারুচিদীপ্ত্যর্থা নৈতে ধাতব কর্মণ্যুক্তাঃ ॥ ইত্যাদি

(ঘ) এসম্বন্ধে ভর্তৃহরির বিখ্যাত কারিকা,—

> নির্বর্ত্যঞ্চ বিকার্যঞ্চ প্রাপ্যঞ্চেতি ত্রিধা মতম্।
> তচ্চেপ্সিততমং কর্ম, চতুর্ধান্যত্তু কল্পিতম্ ॥ ৪৫
> ঔদাসীন্যেন হি যৎ প্রাপ্তং, যচ্চ কর্তুরনীপ্সিতম্।
> সংজ্ঞান্তরৈরনাখ্যাতং যদ্যচ্চাপ্যন্যপূর্বকম্ ॥ ৪৬
> যদসজ্জায়তে সদ্বা জন্মনা যৎ প্রকাশতে।
> তন্নির্বর্ত্যং, বিকার্যংতু দ্বেধা কর্ম ব্যবস্থিতম্ ॥ ৪৭
> প্রকৃত্যুচ্ছেদসম্ভূতং কিঞ্চিৎ কাষ্ঠাদিভস্মবৎ।
> কিঞ্চিদ্‌গুণান্তরোৎপত্ত্যা সুবর্ণাদিবিকারবৎ ॥ ৫০
> ক্রিয়াকৃতবিশেষাণাং সিদ্ধির্যত্র ন গম্যতে।

দর্শনাদনুমানাদ্বা তৎ প্রাপ্যমিতি কথ্যতে ॥ ৫১,
বাক্যপদীয়, সাধন

(ঙ) ভাষ্যের কারিকা—

দুহি-যাচি-রুধি-প্রছি-ভিক্ষি-চিঞামুপযোগনিমিত্তমপূর্ববিধৌ।
ব্রুবি-শাসিগুণেন চ যৎ সচতে তদকীর্তিতমাচরিতং কবিনা ॥

'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র কারিকায় পচ্, দণ্ড, জি, মন্থ, মুষ, নী, হৃ, কৃষ্, বহ্, এই কয়টি অধিক।

দুহ্যাচ্পচ্দণ্ড্রুধিপ্রচ্ছিচিব্রূশাসুজিমন্থ্মুষাম্।
কর্মযুক্ স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্বহাম্ ॥

এগুলি ভাষ্যকারিকার 'চ' শব্দ দ্বারা গৃহীত। তথা, মাধবীয় ধাতুবৃত্তির কারিকা,

নীবহ্যোর্হরতেশ্চাপি গত্যর্থানাং তথৈব চ।
দ্বিকর্মকেষু গ্রহণং কর্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥
(এই কারিকা ভাষ্যেও আছে)

জয়তের্কর্ষতের্মন্থের্মুষের্দণ্ডয়তেঃ পচেঃ।
তারের্গ্রাহেস্তথা মোচেস্ত্যাজের্দীপেশ্চ সংগ্রহঃ ॥
কারিকায়াং চশব্দেন সুধাকরমুখৈঃ কৃতঃ।
গ্রাহেরিহ গ্রহোনৈব হরদত্তস্য সম্মতঃ ॥

['চকারেণ জয়ত্যাদয়ঃ সমুচ্চীয়ন্ত ইত্যাহুঃ', কৈয়ট] ; ণিজন্ত গ্রহ ধাতুর দ্বিকর্মকতা সম্বন্ধে ১।৪।৫১ সূত্রের উপর 'মনোরমা' 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

অকথিতং অপাদানাদিভির্বিশেষকথাভিঃ (ভাষ্য); অসঙ্কীর্তিত-বচনোঽকথিতবচনো ন ত্বপ্রধানবাচী রূঢ়িশব্দোঽত্রাশ্রিত ইতি দর্শিতঃ (কৈয়ট)

(চ) গৌণে কর্মণি দুহ্যাদেঃ প্রধানে নীহৃকৃষ্বহাম্।
বুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মসু চেচ্ছয়া ॥
প্রযোজ্যকর্মণ্যন্যেষাং ণ্যন্তানামিহ নিশ্চয়ঃ।
লকৃত্যক্তখলর্থানাং প্রয়োগো ভাষ্যপারগৈঃ ॥ শব্দকৌস্তুভ
প্রধানকর্মণ্যাখ্যেয়ে লাদীনাহুর্দ্বিকর্মণাম্।
অপ্রধানে দুহাদীনাং ণ্যন্তে কর্তুশ্চ কর্মণঃ ॥ ভাষ্য

(ছ) ধাতূপাত্তভাবনাং প্রতি হি ফলাংশঃ কর্মীভূতঃ, তথা চ ফলসামানাধিকরণ্যে দ্বিতীয়া। (তত্ত্ববোধিনী)। ক্রিয়াবিশেষণানাং

কর্মত্বং নপুংসকলিঙ্গতা চ ক্রিয়ায়াশ্চ নির্বর্ত্যত্বাৎ কর্মত্বমিতি ন্যায়সিদ্ধমেব। (পুণ্যরাজ, বাক্যপদীয়টীকা, ২।৫)

(জ) 'প্রকৃত্যাভিরূপঃ...ন বক্তব্যং কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়েতি সিদ্ধম্, প্রকৃতিকৃতমভিরূপ্যম্', (ভাষ্য, ২।৩।১৮)

(ঝ) 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে', কিং প্রয়োজনম্, যত্রাক্রিয়য়া-ত্যন্তসংযোগস্তদর্থং', (ভাষ্য, ২।৩।৫) ; ক্রিয়াকারকভাবেন যত্রান্বয়াভাব-স্তদর্থম্, (উদ্যোত, ২।৩।৫) ; গুণদ্রব্যাভ্যাং যোগার্থং চেদম্, (শব্দকৌস্তুভ)।

করণকারক

(ক) কারকান্তরব্যাপারমনুৎপাদ্য ফলহেতুত্বং করণত্বম্ (সারমঞ্জরী) অসাধারণং কারণং করণম্, (তর্কসংগ্রহ, ২৯)

স্বনিষ্ঠব্যাপারাব্যবধানেন ফলনিষ্পাদকত্বং করণত্বম্ (মঞ্জুষা) অব্যবহিতক্রিয়াজনকবিবক্ষিতব্যাপারবৎত্বম্ (শব্দার্থরত্ন)।

ক্রিয়ায়া পরিনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণত্বং তদা স্মৃতম্॥

'বাক্যপদীয়', সাধন, ৯০

(খ) সব্যাপারং ক্রিয়োৎপাদকং করণম্, নির্ব্যাপারং ক্রিয়োৎপাদকং যৎ স হেতুঃ। সব্যাপারং নির্ব্যাপারং বা দ্রব্যোৎপাদকং যৎ স হেতুঃ, তাদৃশমেব গুণোৎপাদকং যৎ সোঽপি হেতুঃ, (ন্যায়কোশ)। দ্রব্যাদি সাধারণং নির্ব্যাপারসাধারণং চ হেতুত্বম্, করণত্বং তু ক্রিয়ামাত্রবিষয়ং ব্যাপারনিয়তঞ্চ, (সিদ্ধান্তকৌমুদী, ২।৩।২৩)।

কেহ কেহ বলেন, হেত্বধীনঃ কর্তা, কর্ত্রধীনং করণম্। যোগ্যতা মাত্রযুক্তোঽনাশ্রিতব্যাপারোঽর্থো দ্রব্যগুণক্রিয়াবিষয়ো হেতুঃ, (কৈয়ট ২।৩।২৩); ব্যাপারাবিষ্টং ক্রিয়ামাত্রবিষয়ং করণম্, (উদ্যোত, ২।৩।২৩) ;

"দ্রব্যাদি বিষয়ো হেতুঃ কারকং নিয়তক্রিয়ম্।
অনাশ্রিতে তু ব্যাপারে নিমিত্তং হেতুরিষ্যতে॥"

'বাক্যপদীয়', সাধন, ২৪-২৫।

কারণ বা হেতু সমবায়ী অসমবায়ী ও নিমিত্ত ভেদে ত্রিবিধ। বেদান্তমতে কারণ দ্বিবিধ, উপাদানকারণ ও নিমিত্ত কারণ। 'করণ' বৃদ্ধনৈয়ায়িকমতে 'ব্যাপারবদসাধারণং কারণম্', আধুনিকমতে 'ফলা-যোগব্যবচ্ছিন্নং কারণম্'। বিশেষ বিবরণের জন্য ন্যায়শাস্ত্রাদি দ্রষ্টব্য

করণে 'ব্যাপার' আছে, হেতুতে নাই। হেতুত্বং ক্রিয়াজনক ব্যাপারবদ্ ভিন্নত্বে সতি প্রয়োজকত্বম্ ; করণত্বং অব্যবহিতক্রিয়াজনক বিবক্ষিতব্যাপারবত্ত্বম্, (শব্দার্থরত্ন)।

সম্প্রদানকারক

(ক) দানং চাপুনর্গ্রহণায় স্বস্বত্বনিবৃত্তিপূর্বকং পরস্বত্বাপাদানম্ (মনোরমা)।

অনিরাকরণাৎ কর্ত্তুস্ত্যাগাঙ্গকর্ম্মণেপ্সিতম্।

প্রেরণানুমতিভ্যাঞ্চ লভতে সম্প্রদানতাম্॥ বাক্যপদীয়, সাধন, ১১৯

(খ) ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্ত্তব্যম্, ক্রিয়াং হি নাম লোকে

কর্মেত্যুপচরন্তি। ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কর্ম, ভাষ্য, ১।৪।৩২

কাশিকাকার ও ভর্তৃহরি ব্যতীত অন্য সকল বৈয়াকরণ ও নব্য নৈয়ায়িক মতে ক্রিয়ার উদ্দেশ্যই সম্প্রদান।

সম্প্রদানত্বং নাম ক্রিয়াজন্যফলভাগিত্বেনোদ্দেশ্যত্বম্, (শব্দার্থরত্ন) ;

ক্রিয়ামাত্রকর্মসম্বন্ধায় ক্রিয়ায়ামুদ্দেশ্যং যৎ কারকং তত্ত্বং

সম্প্রদানত্বম্ (পরমলঘুমঞ্জুষা) ; করণীভূতকর্মজন্যফলভাগিত্বে-

ন্যোদ্দেশ্যত্বম্ (সারমঞ্জরী) ; সম্প্রদানত্বং চ মুখ্যভাক্তসাধারণ

ক্রিয়াকর্মসম্বন্ধিতয়া কর্ত্রভিপ্রেতত্বম্, ক্রিয়াকর্মত্বং ক্রিয়াজন্যফল-

শালিত্বং তদ্বত্তাসম্বন্ধস্তন্নিষ্ঠফলভাগিত্বমেব (ব্যুৎপত্তিবাদ)।

কর্ম ও সম্প্রদানে প্রভেদ—কর্মত্বং ক্রিয়াজন্যফলশালিত্বমেব,

নত্বিচ্ছাগর্ভং, সম্প্রদানত্বং ত্বিচ্ছাগর্ভমতো ভেদঃ, (ঐ)।

(গ) তাদর্থ্যং উপকার্যোপকারকসম্বন্ধরূপম্, (শব্দার্থরত্ন) ; তাদর্থ্যং উপকার্যোপকারকভাবরূপঃ সম্বন্ধঃ, (শব্দেন্দুশেখর)। সমভিব্যাহৃত-পদার্থনিষ্ঠব্যাপারেচ্ছানুকূলেচ্ছাবিষয়ত্বং তৎপ্রয়োজনত্বং, তৎপ্রয়োজনত্ব-রূপতাদর্থ্যং চ তদিচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ব্যাপারাশ্রয়ত্বং চতুর্থ্যর্থঃ, (ব্যুৎপত্তিবাদ)।

(ঘ) যদি তাদর্থ্য উপসংখ্যানং ক্রিয়তে নার্থঃ সম্প্রদানগ্রহণেন। অবশ্যং সম্প্রদানগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। যদন্যেন লক্ষণেন সম্প্রদানসংজ্ঞা তদর্থং, ছাত্রায় রুচিতং, ছাত্রায় স্বদিতমিতি। ভাষ্য, ২।৩।১৩

কর্মণা যমভিপ্রৈতীতি সংজ্ঞাবিধানস্তু 'দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদান' ইত্যর্থং তৎসম্প্রদানকং দানমিতি বোধার্থং চ, (উদ্যোত)।

(ঙ) ক্রিয়াকারকভাবেন যত্রান্বয়াভাবস্তদর্থম্, (উদ্যোত)।

অপাদানকারক

(ক) অপায়ে যদনাবিষ্টং তদপায়ে ধ্রুবমুচ্যতে (কৈয়ট, ১।৪।২৩); প্রকৃতধাতূপাত্তগত্যনাবিষ্টত্বমেব ধ্রুবত্বম্ (উদ্দ্যোত)।

অপায়ে যদুদাসীনং চলং বা যদি বা চলম্।
ধ্রুবমেবাতদাবেশাত্তদপাদানমিষ্যতে ॥
পততো ধ্রুবমেবাশ্বো যস্মাদশ্বাৎ পতত্যসৌ।
তস্যাপ্যশ্বস্য পতনে কুড্যাদি ধ্রুবমুচ্যতে ॥ 'ভর্তৃহরি'; মুদ্রিত বাক্যপদীয়ে শ্লোক দুইটি নাই।

অপাদানত্বং নাম বিভাগজনকতৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি তৎক্রিয়াজন্যবিভাগাশ্রয়ত্বম্, (শব্দার্থরত্ন); তত্তৎকর্তৃসমবেততত্তৎক্রিয়াজন্য প্রকৃতধাত্বর্থবাচ্যবিভাগাশ্রয়ত্বমপাদানত্বম্, (পরমলঘুমঞ্জুষা)।

পরকীয়ক্রিয়াজন্যবিভাগাশ্রয়ত্বম্ (সারমঞ্জরী); অপাদানত্বং চ স্বনিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূতক্রিয়াজন্যবিভাগাশ্রয়ত্বম্; বিভাগোঽবাধিকরণতা, (ব্যুৎপত্তিবাদ)।

(খ) যথা, অধর্মাজ্জুগুপ্সতে, বীভৎসতে,—"য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্বকারী ভবতি স পশ্যতি দুঃখোঽধর্মো নানেন কৃত্যমস্তীতি। স বুদ্ধ্যা সম্প্রাপ্য নিবর্ত্ততে, তত্র ধ্রুবমপায়েঽপাদানমিত্যেব সিদ্ধম্", 'ভাষ্য', ১।৪।২৩। ১।৪।২৫-৩১ সূত্রের ভাষ্যও দ্রষ্টব্য। এইরূপ গোময়াদ্বৃশ্চিকো জায়তে, হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি, উপাধ্যায়াদধ্যয়নং করোতি, ব্যাঘ্রাদ্বিভেতি, কূপাদন্ধং বারয়তি ইত্যাদি।

(গ) "নির্দ্দিষ্টবিষয়ং কিঞ্চিদুপাত্তবিষয়ং তথা।
অপেক্ষিতক্রিয়ঞ্চেতি ত্রিধাপাদানমিষ্যতে ॥"

'বাক্যপদীয়', সাধন, ১৩৬

যত্র সাক্ষাদ্ধাতুনা গতির্নির্দিশ্যতে তন্নির্দিষ্টবিষয়ম্। যদা তু ধাত্বন্তরাঙ্গং স্বার্থং ধাতুরাহ তদুপাত্তবিষয়ম্। 'বলাহকাদ্বিদ্যোততে বিদ্যুৎ', নিঃসরণাঙ্গে বিদ্যোতনে দ্যুতির্বিদ্যতে। যত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধমাগমনং মনসি নিধায় পৃচ্ছতি তদপ্রেক্ষিতক্রিয়ং, 'কুতো ভবান্? পাটলিপুত্রাৎ', অত্রাগমনমর্থমধ্যাহৃত্যান্বয়ঃ কার্য্যঃ। (বৈয়াকরণভূষণ)

অপেক্ষিতক্রিয়ং যত্র ক্রিয়াবাচিপদং ন শ্রূয়তে কেবলং ক্রিয়া প্রতীয়তে, যথা সাঙ্কাশ্যকেভ্যঃ পাটলিপুত্রকা আঢ্যতরাঃ (কৈয়ট)। এই মতে "পঞ্চমী বিভক্তে" এই সূত্র (২।৩।৪২) অনাবশ্যক।

অধিকরণকারক

(ক) কর্তৃকর্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্।
উপকুর্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥ বাক্যপদীয়,
সাধন, ১৪৮

কর্তৃকর্মান্তরদ্বারা ক্রিয়াশ্রয়ত্বে সতি তৎক্রিয়োপকারকত্বম্,(সারমঞ্জরী)
কর্তৃকর্মদ্বারকফলব্যাপারাধারত্বমধিকরণত্বম্, (পরমলঘুমঞ্জুষা)

অধিকরণং নাম ত্রিপ্রকারং ব্যাপকমৌপশ্লেষিকং বৈষয়িকমিতি, (ভাষ্য,৬।১।৭২) ; ১।৪।৪৫ সূত্রের 'ন্যাস' দ্রষ্টব্য।

ব্যাপকাধার এব মুখ্য আধার ইতি 'স্বরিতেন' 'সাধকতম' মিতি সূত্রভাষ্যয়োঃ স্পষ্টম্। ঔপশ্লেষিকশব্দেন সংযোগসমবায়মূলকো গৌণ আধার সর্বোঽপ্যুচ্যতে। 'গঙ্গায়াং ঘোষ' ইত্যত্রৌপশ্লেষিকমধিকরণম্।··· শ্লেষস্য মুখ্যস্য সর্বাধারব্যাপ্তিরূপস্য সমীপং যৎ আধারীয়যৎকিঞ্চিদবয়বব্যাপ্তিরূপং তৎকৃতমৌপশ্লেষিকম্।···গৌণমুখ্যস্যাধারণ্যেন ত্রেধা বিভাগো ভাষ্যে।···সংযোগসমবায়সম্বন্ধেন য আধারস্তদতিরিক্তং সর্বং বৈষয়িকমিতি তত্ত্বম্। (উদ্যোত)।

যৎকিঞ্চিদবয়বাবচ্ছেদেনাধারস্যাধেয়েন ব্যাপ্তিরপ্যুপশ্লেষঃ। যথা, কটে আস্তে, (গঙ্গায়াং গাবশ্চরন্তি, কূপে গর্গকুলম্)। বৈষয়িকং তু অপ্রাপ্তিপূর্বকপ্রাপ্তিরূপসংযোগসমবায়ৈতদ্ভিন্নসম্বন্ধেন যদধিকরণং তৎ, যথা, খে শকুনয়ঃ (গুরৌ বসতি) ইত্যাদি। অন্ত্যং তু সর্বাবয়বাবচ্ছেদেন ব্যাপ্তিস্তৎ যথা তিলেষু তৈলং দধ্নি সর্পিরিতি। (মঞ্জুষা, ১৩২৭)

(খ) সামীপ্যকস্য উপশ্লেষিকত্ববদেব সিদ্ধে পৃথগুপাদানং লক্ষণয়া জ্ঞেয়পদার্থস্যাপ্যাধারত্বজ্ঞাপনার্থম্। (শ্রীরামতর্কবাগীশ)

বস্তুতঃ তিনপ্রকার অধিকরণেই 'উপশ্লেষ' আছে সম্বন্ধভেদে বিভিন্ন নাম।

উপশ্লেষস্য চাভেদস্তিলাকাশকটাদিষু
উপচারাত্তু ভিদ্যন্তে সংযোগসমবায়িনাম্॥
অবিনাশো গুরুত্বস্য প্রতিবন্ধে স্বতন্ত্রতা।
দিগ্বিশেষাদবচ্ছেদ ইত্যাদ্যা ভেদহেতবঃ॥ বাক্যপদীয়

ব্যাখ্যার জন্য হেলারাজটীকা অথবা মঞ্জুষা (১৩২৫।২৬) দ্রষ্টব্য।

(গ) সমবায় সম্বন্ধে বৈশেষিকদর্শন বিশেষতঃ 'প্রশস্তপাদভাষ্য' দ্রষ্টব্য। সমবায় অযুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ যথা, অবয়বাবয়বিনোঃ

গুণগুণিনোঃ ক্রিয়াবতোঃ জাতিব্যক্ত্যোঃ বিশেষনিত্যদ্রব্যয়োঃ। সমবায়িত্ব নিত্যসম্বন্ধত্বম্। অন্যপ্রকার সম্বন্ধ সংযোগ। সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য 'তর্কসংগ্রহ' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। অপ্রাপ্তয়োস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগ ঈরিতঃ, (ভাষাপরিচ্ছেদ, ১১৫)। এই সপ্তমীর প্রয়োগ অধিকরণ কারকের বিষয় নহে।

(ঘ) ভাবে সপ্তমী মুখ্যতঃ অধিকরণকারকের বিষয় নহে, প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে এখানেও 'বৈষয়িক' অধিকরণ কল্পনা করা যাইতে পারে। ভাব অর্থ ক্রিয়া। সমানদেশকালত্বাভ্যাং পরিচ্ছেদকত্বরূপলক্ষণমর্থঃ, (শব্দার্থরত্ন), ভাবপদং ক্রিয়াপরম্। তথা চ যদ্বিশেষণকৃদন্তার্থবিশেষণতাপন্নক্রিয়য়া ক্রিয়ান্তরস্য লক্ষণং ব্যাবর্ত্তনং তদ্বাচকপদাৎ সপ্তমীতি তদর্থঃ।...তাদৃশসপ্তম্যাঃ সমানকালীনত্বাদিক-মাত্রমর্থঃ, (ব্যুৎপত্তিবাদ)।

বিভক্তি

(ক) সহযোগে তৃতীয়ার অর্থ—সমানকালীনত্ব। সমভিব্যাহৃত পদোপস্থাপ্যক্রিয়াসমানকালীনক্রিয়ান্বয়িত্বম্ (ব্যুৎপত্তিবাদ) ; সাহিত্যং স্বসমভিব্যাহৃত-ক্রিয়াদিসমানকালিকক্রিয়াদিমৎত্বং, ক্বচিৎ সমানদেশ-ক্রিয়াবৎত্বম্, (শব্দেন্দুশেখর)

(খ) কর্মাদিভ্যো যেঽন্যেঽর্থাঃ স শেষঃ, এবং তর্হি কর্মাদীনামবিবক্ষা শেষঃ (ভাষ্য, ২।৩।৩৫)।

ষষ্ঠ্যর্থঃ সম্বন্ধত্বেন তত্তদ্রূপেণ চ স্বস্বামিভাবাদিঃ সম্বন্ধঃ, সম্বন্ধত্বেন ক্রিয়াকারকভাবশ্চ (মঞ্জুষা, ১৩৬০)।

সম্বন্ধঃ কারকেভ্যোঽন্যো ক্রিয়াকারকপূর্বকঃ।
শ্রুতায়ামশ্রুতায়াং বা ক্রিয়ায়ামভিধীয়তে ॥

'বাক্যপদীয়', সাধন, ১৫৬

ক্রিয়াকারকপূর্বক ইত্যনেন কারকত্বং ব্যাচষ্টে শেষস্য, (হেলারাজ)

সামান্যং কারকং তস্য সপ্তাদ্যা ভেদযোনয়ঃ।
ষট্ কর্মাখ্যাদিভেদেন শেষভেদস্তু সপ্তমী ॥

বাক্যপদীয়, সাধন ৪৪

মনে হয় ভর্তৃহরির মতে শেষসম্বন্ধও কারক।

(গ) বিশেষস্য স্বেতরসামান্যব্যাবৃত্তধর্মবৎত্বং নির্ধারণং, ব্যাবৃতত্বং চ ভেদপ্রতিযোগিত্বম্ (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা) ; জাত্যাদিবিশেষণ-বিশিষ্টযদ্ধর্মাবচ্ছিন্নস্য তাদৃশবিশেষণশূন্যতধর্মাবচ্ছিন্নব্যাবৃতত্ববিশিষ্ট-

বিধেয়তয়া প্রতিপাদনং নির্ধারণম্। ব্যাবৃত্তত্বং চাভেদান্বয়িবিধেয় সমভিব্যাহারস্থলেঽন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিত্বম্; ভেদান্বয়িস্থলে চ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্, (ব্যুৎপত্তিবাদ)। জাতিগুণক্রিয়াভ্যাম-ন্যতমেন সমুদায়াদেকদেশস্য পৃথক্‌করণং নির্ধারণম্, বিলক্ষণধর্মবত্ত্বেন নিরূপণং পৃথক্‌করণম্, (সারমঞ্জরী)। সিদ্ধান্তকৌমুদী ও মঞ্জুষায় প্রায় একই সংজ্ঞা করা হইয়াছে। ভেদবিবক্ষায় 'পঞ্চমী বিভক্তে' এই সূত্রদ্বারা পঞ্চমী, (২।৩।৪২) যথা, 'মাথুরাঃ পাটলিপুত্রকেভ্য আঢ্যতরাঃ।' ভাষ্যকারের মতে এখানে ও বুদ্ধিপরিকল্পিত ভেদরূপ বিশ্লেষ কল্পনা দ্বারা অপাদানেই পঞ্চমী। (ভাষ্য, ১।৪।২৪)

(ঘ) ষষ্ঠ্যর্থে চ সাংসর্গিক্যেব বিবক্ষা, (উদ্যোত, ১।৩।৫০) শেষ সম্বন্ধ, কোন না কোন প্রকার বিশেষণবিশেষ্যভাব। রাজ্ঞঃ পুরুষ ইত্যত্র রাজা বিশেষণম্, পুরুষো বিশেষ্য ইতি (ভাষ্য)।

সম্বন্ধত্বং চ যৎকিঞ্চিৎপদার্থানুযোগিকত্ববিশেষঃ (ব্যুৎপত্তিবাদ); সাংসর্গিকবিষয়তাশ্রয়ত্বম্ (রামরুদ্রী)।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাতিপদিক লিঙ্গ গুণ সংখ্যা ও বচন

প্রাতিপদিক

'প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা' (১।৩।৪৬) এই সূত্র হইতে মনে হয় পাণিনির মতে লিঙ্গ পরিমাণ ও বচন (সংখ্যা) প্রাতিপদিকের অর্থ নহে, ইহারা প্রত্যয় বা বিভক্তিরই অর্থ। প্রত্যয় বা বিভক্তি 'দ্যোতক' suggestive বা 'বাচক' 'indicative' হইতে পারে। 'দ্যোতকা বাচকা বা স্যুর্দ্বিত্বাদীনাং বিভক্তয়ঃ', বাক্যপদীয়, ২,১৬৪। বিভক্তি যদি দ্যোতক হয়, তবে সংখ্যা প্রাতিপদিকেরই অর্থ হইবে। এইরূপ স্ত্রীপ্রত্যয় যদি দ্যোতক হয়, তবে লিঙ্গও প্রাতিপদিকার্থ হইবে। ইহারা 'বাচক' হইলে 'লিঙ্গ' ও 'সংখ্যা' প্রাতিপদিকের অর্থ হইবে না, প্রত্যয় ও বিভক্তিরই অর্থ হইবে।

'মনোরমা'য় দীক্ষিত যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে 'অর্থে প্রথমা' এইরূপ সূত্র করিলেই যথেষ্ট হইত। অন্যান্য ব্যাকরণপ্রণেতা প্রায় সকলেই এই মত পোষণ করেন। 'পরিমাণ' শব্দের সূত্রে সার্থকতা নাই। এ সম্বন্ধে 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' প্রভৃতিতে যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা কষ্টকল্পনা মাত্র। (ক)

শব্দ জাতিবাচক কি ব্যক্তি বাচক না উভয়েরই বাচক ইহা লইয়া মতভেদ আছে। বাজপ্যায়নের মতে শব্দ জাতিবাচক। গোশব্দের গোজাতিই মুখ্য অর্থ, গৌণভাবে বিশেষ গোজাতীয় প্রাণীর বোধ হয়। ব্যাড়ির মতে শব্দ কিন্তু ব্যক্তিবাচক অর্থাৎ শব্দ দ্বারা প্রথমতঃ একটি বিশেষ প্রাণীই বুঝায় পরে আরোপ দ্বারা গোজাতিকে বুঝাইতে পারে। পাণিনির মতে শব্দদ্বারা 'জাতি' ও 'ব্যক্তি' উভয়ই বুঝায়। কেহ বলেন কোন ক্ষেত্রে শব্দ জাতিবাচক, কোন ক্ষেত্রে বা ব্যক্তিবাচক; অন্যের মতে শব্দদ্বারা 'জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি'রই বোধ হয়। কোন কোন শাব্দিকের মতে কর্মাদি কারকত্বও প্রাতিপদিকের অর্থ। অতএব প্রাতিপদিকের অর্থ বিভিন্ন মতে এক (জাতি অথবা ব্যক্তি), দুই (জাতি ও ব্যক্তি), তিন (জাতি, ব্যক্তি ও লিঙ্গ), চার (জাতি, ব্যক্তি, লিঙ্গ ও সংখ্যা) অথবা পাঁচ (জাতি, ব্যক্তি, লিঙ্গ, সংখ্যা এবং কারক)। কৈয়ট 'চতুষ্ক'বাদী ও বৃত্তিকার 'ত্রিক'বাদী। (খ)

ন্যায়সূত্রমতে নামের অর্থ তিন, 'জাতি', 'ব্যক্তি' ও 'আকৃতি' (অবয়বের সংস্থান, shape)। মীমাংসক ও বেদান্তবাদীর মতে নামের অর্থ 'আকৃতি'—তাঁহাদের মতে 'আকৃতি' অর্থ 'জাতি'। (গ)

শব্দ কয় প্রকারের হইতে পারে? অনেকের মতে শব্দ 'জাতি', 'দ্রব্য' 'ব্যক্তি', 'গুণ' ও 'ক্রিয়া', এই চারি প্রকারের। 'কাতন্ত্রপরিশিষ্ট' এর টীকাকার গোপীনাথ আরও এক প্রকার শব্দের কল্পনা করিয়াছেন, ইহারা 'স্বরূপবাচক'; স্বরূপ, proper name ভাষ্যকারের মতে (ঋ৯ক্ সূত্র) শব্দ জাতিবাচক গুণবাচক ক্রিয়াবাচক বা 'যদৃচ্ছা' বাচক এই চারি প্রকারের। জাতি অর্থ এখানে 'জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি' এইরূপ ধরিতে হইবে। (ঘ)

বাক্যপদীয়কারের মতে জাতিই 'স্ফোট' বা শব্দব্রহ্ম, ব্যক্তি উহার 'ধ্বনি'র ন্যায়। জাতিই সত্য তাহার তুলনায় ব্যক্তি অসত্য। পরমার্থ দৃষ্টিতে জাতি এক, এক মহান্ সত্তাই আশ্রয়ভেদে নানা জাতিরূপে ব্যক্ত। (ঙ)

যাহার জন্য ইহাদের 'সমান আকার' এই বুদ্ধি জন্মে গৌতমের মতে তাহাই 'জাতি,' 'সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ' (ন্যায়সূত্র, ২।২।৬৮) অর্থাৎ জাতি সমানাকার বুদ্ধির উৎপত্তির যোগ্য ধর্মবিশেষ। মহাভাষ্যে (৪।১।৬৩) একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহারও ফলিতার্থ একই—'আকৃতিগ্রহণা জাতিঃ', আকৃতি অর্থ অনুগত-সংস্থানব্যঙ্গ্যা—যাহা অনুরূপ অবয়বাদি সংস্থান দ্বারা সূচিত হয়। (চ)

'ব্যক্তি' অর্থ ন্যায়সূত্রে (১।১।৬৬) গুণবিশেষের আশ্রয়ভূত মূর্তি (পদার্থ)। 'ব্যক্তিগু র্ণবিশেষাশ্রয়া মূর্তিঃ'।

লিঙ্গ

সংস্কৃত ভাষায় কোন্ শব্দের কি লিঙ্গ হইবে তাহা বলা কঠিন। স্ত্রীবাচক দার শব্দ পুংলিঙ্গ, কলত্র শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। আবার তট শব্দ তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হয়, যথা, তটঃ তটং তটী।

অনেকক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তির উপর লিঙ্গ নির্ভর করে। ঘঞ্ অচ্ অপ্ ল্যু প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ, যথা, ভাবঃ, জয়ঃ, ভবঃ, মধুসূদনঃ। ক্তি, যুচ্, ক্বিপ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ যথা, মতিঃ, এষণা, স্ত্রীঃ। ল্যুট্, ভাবে ক্ত প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, যথা করণম্। এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে যথা, পদম্ ভয়ম্ মুখম্ ইত্যাদি (১)

(১) পাণিনীয় 'লিঙ্গানুশাসন' ও অমরকোষের 'লিঙ্গানুশাসন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লিঙ্গনির্ণয়ে শেষ পর্যন্ত ভাষার প্রয়োগই প্রমাণ, 'লিঙ্গমশিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বাল্লিঙ্গস্য' (ভাষ্য, ২।১।৩৬ ইত্যাদি)

দার্শনিক দৃষ্টিতে লিঙ্গ সম্বন্ধে যে গবেষণা হইয়াছে, ভাষাশাস্ত্রে তাহার প্রয়োজনীয়তা অত্যল্প। যেমন, যে স্থলে গুণের (শব্দাদি বা সত্ত্বরজস্তমোগুণের) অপচয় বা প্রকর্ষের বিবক্ষা হয় সে স্থলে শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ হয়। যে স্থলে অপচয় বা প্রকর্ষের বিবক্ষা নাই সে স্থলে শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

ভাষ্যে বলা হইয়াছে
'সংস্ত্যানপ্রসবৌ লিঙ্গং আস্থেয়ৌ স্বকৃতান্ততঃ।
সংস্ত্যানে স্ত্যায়তের্ড্রট্ স্ত্রী সূতেঃ সপ্ প্রসবে পুমান্॥
সংস্ত্যান=অপচয়, প্রসব=প্রকর্ষ।
সাধারণ দৃষ্টিতে,
স্তনকেশবতী স্ত্রী স্যাল্লোমশঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
উভয়োরন্তরং যচ্চ তদভাবে নপুংসকম্॥

লিঙ্গ সাধারণতঃ 'অর্থনিষ্ঠ' হইলেও অনেকস্থলে 'শব্দনিষ্ঠ'ও বটে। শেষ পর্যন্ত ভাষার প্রয়োগই প্রমাণ।

স্ত্রীপ্রত্যয় জাতিবাচক শব্দের উত্তর হইতে পারে অথবা 'পুংযোগে'ও হইতে পারে। অজজাতীয় স্ত্রী অজা; ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্রাহ্মণী; গণকস্য স্ত্রী গণকী, তিনি গণনাবিদ্ নাও হইতে পারেন। আবার স্ত্রী গণনাকারিণীও গণকী।

'পুংযোগ' শব্দের অর্থ দাম্পত্যলক্ষণ। কেহ কেহ বলেন জন্য-জনকভাবও পুংযোগের অর্থ। এই মতে কেকয়ী অর্থ কেকয়ের কন্যাও হইতে পারে। (ছ) সাধারণভাবে কেকয়ী শব্দের অর্থ কেকয়রাজার পত্নী, কেকয়রাজার কন্যা কৈকয়ী। অল্পত্ব বুঝাইলে ঘট প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ হয়, যথা ঘটী; কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীতে এ সম্বন্ধে কোনও সূত্র নাই।

কন্যা অর্থে পুত্রীশব্দের ঙী প্রত্যয় কোনও সূত্রদ্বারা বিহিত হয় নাই। সেই জন্য পুত্র অর্থ কন্যা এইরূপ কল্পনা করিতে হইয়াছে। 'অষ্টাধ্যায়ী'মতে পত্নী অর্থ 'যজ্ঞসংযোগে' বিবাহিতা স্ত্রী। শূদ্রের বিবাহে যজ্ঞের বিধান নাই, এজন্য 'শূদ্রস্য পত্নী' এই প্রয়োগস্থলে 'উপমান' বা 'উপচার' এর কল্পনা করিতে হইবে। (জ)

বিশেষণের লিঙ্গ ও বচন আশ্রয়ভূত বিশেষ্যের মত হইবে,

'গুণবচনানাং হি শব্দানাং আশ্রয়তো লিঙ্গবচনানি', ভাষ্য, ২।২।৬। গুণবচন অর্থ 'গুণবাচক' শব্দ নহে, 'গুণবচন' শব্দদ্বারা এখানে বিশেষণ বুঝাইতেছে। ক্রিয়ার লিঙ্গ নাই, এজন্য ক্রিয়াবিশেষণের ক্লীবলিঙ্গতা, 'সামান্যে নপুংসকম্'। পূর্বে বলা হইয়াছে ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার কৃত্রিম কর্ম, এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

গুণ

গুণ জাতিবিশেষ, ইহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা দ্রব্যের সমবায়িকারণ নহে, ইহা ক্রিয়াত্মকও নহে। 'সামান্যবান-সমবায়িকারণং অস্পন্দাত্মা' (তর্কভাষা)। গুণের গুণ হয় না, এজন্য গুণ 'অগুণবান্' এবং 'নিরপেক্ষ', দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্ব কারণমনপেক্ষঃ' (বৈশেষিকসূত্র, ১।১।৬)। সংযোগ ও বিভাগের কারণ ক্রিয়া বা কর্ম। ফলতঃ গুণ দ্রব্যাশ্রয়ী, কিন্তু দ্রব্য ও ক্রিয়া বা কর্ম হইতে ভিন্ন। 'দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্' (তর্কসংগ্রহ-দীপিকা)। (ঝ)

বৈশেষিকসূত্রে গুণ সতরটি, প্রশস্তপাদ আরও সাতটি যোগ করিয়াছেন; ন্যায় দর্শনে সাধারণতঃ চব্বিশটি গুণ স্বীকার করা হইয়াছে, তবে কেহ কেহ 'পরত্ব', 'অপরত্ব' ও 'পৃথকত্ব' এই তিনকে স্বীকার করেন না। (ঞ)

সাংখ্যশাস্ত্রের গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) অন্য পদার্থ। ব্যাকরণ শাস্ত্রের গুণ দ্রব্যাশ্রয়ী। কোনও কোনও গুণ উৎপাদন করা যায়, যেমন, ঘটাদির পাকজ গুণ; কোনও কোনও গুণ অনুৎপাদ্য, যথা— আকাশের মহত্ত্বাদি। গুণ সম্বন্ধে দুইটি ভাষ্যোক্ত শ্লোক এই,—

> সত্ত্বে নিবিশতেঽপৈতি পৃথগ্ জাতিষু দৃশ্যতে।
> আধেয়শ্চাক্রিয়াজশ্চ সোঽসত্ত্বপ্রকৃতির্গুণঃ॥ (২)
> উপৈত্যন্যজ্জহাত্যন্যদ্ দৃষ্টো দ্রব্যান্তরেষ্বপি।
> বাচকঃ সর্বলিঙ্গানাং দ্রব্যাদন্যো গুণঃ স্মৃতঃ॥ ভাষ্য, ৪।১।৪৪ (ট)

সংখ্যা বা বচন

শব্দ ও ধাতুরূপের জন্য 'এক', 'দ্বি' ও 'বহু', সংখ্যার এই তিন ভেদ কল্পিত হইয়াছে। এগুলিকে 'বচন' বলা হয়। ইংরেজী ও

---

(২) আধেয় অর্থ উৎপাদ্য।

বাংলা ভাষায় দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই। 'জাতি', সংখ্যা বা পরিমাণ বিশিষ্ট হইলেই 'ব্যক্তি' হয়।

গৌরবে একত্ববাচক শব্দও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যথা—'ভট্টপাদাঃ', 'অস্মাকম্ গুরবঃ'। কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সাধারণতঃ বহুবচনেই প্রযুক্ত হয়। যথা, দারাঃ, দশাঃ, লাজাঃ, সিকতাঃ, সমাঃ, আপঃ, সুমনসঃ, বর্ষাঃ, অপ্সরসঃ ইত্যাদি। তবে, 'একাপ্সরঃ প্রার্থিতয়োর্বিবাদঃ' এইরূপ প্রয়োগও দেখা যায়।

বিভক্তি দ্বারাই সংখ্যার বোধ হয়। বিভক্তি সংখ্যার 'দ্যোতক', 'বাচক' নহে। কেহ কেহ কিন্তু বলেন, বিভক্তি সংখ্যার বাচক।

একবচনান্ত শব্দ দ্বারা কখনও বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে বহুবচনও বুঝায়। যথা, নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ, নাপিত জাতির প্রত্যেকেই ধূর্ত্ত; কিন্তু গৌর্গচ্ছতি—একটি গরু যাইতেছে। (ধ)

প্রমাণ

(ক) 'ইহ সূত্রে 'অর্থলিঙ্গয়োঃ প্রথমা' ইত্যেতাবদেবাবশ্যকম্ ইতরত্তু ব্যর্থম্'; (শব্দকৌস্তুভ)। "যদি ত্রিকং প্রাতিপদিকার্থ ইত্যাশ্রীয়তে তদা লিঙ্গেত্যপি মাস্তু, তথা চ 'অর্থে প্রথমা ইত্যেব সারম্", 'প্রৌঢ়মনোরমা'। অন্য বৈয়াকরণমত পাদটীকায়।' (১)

(খ) একং দ্বিকং ত্রিকঞ্চাথ চতুষ্কং পঞ্চকং তথা।
নামার্থা ইতি সর্বেঽমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ॥ বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তকারিকা; ব্যাখ্যার জন্য 'ভূষণ' দ্রষ্টব্য।

'দ্বিধা কৈশ্চিৎ পদং ভিন্নং চতুর্ধা পঞ্চধাপি বা,' (বাক্যপদীয়, জাতি); ইহ জগতি সংসারে পদার্থো ভিন্ততে দ্বয়ম্।

ক্বচিদ্ব্যক্তি ক্বচিজ্জাতিঃ পাণিনেস্তূভয়ং মতম্॥ কাতন্ত্রটীকাদিধৃত অভিযুক্তোক্তি 'জাতিশব্দেন হি দ্রব্যমভিধীয়তে জাতিরপি,' (কৈয়ট ১।২।৫৮)। 'জাতিপ্রকারকব্যক্তিবিশেষ্যক এব শক্তিগ্রহঃ' (উদ্দ্যোত)। 'অথ গৌরিত্যয়ং কঃ শব্দঃ' ইত্যাদি ও তদুপরি কৈয়ট দ্রষ্টব্য (পস্পশা)। 'আকৃতির্জাতিঃ সংস্থানঞ্চ, কিং পুনরাকৃতিঃ পদার্থঃ আহোস্বিদ্ দ্রব্যম্, উভয়মিত্যাহ'। (ভাষ্য)

---

(১) 'অর্থমাত্রে' (হেম) স্যার্থে (বোপদেব) লিঙ্গার্থবচনে (শর্ববর্মা), অর্থমাত্রে (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ), নামমাত্রার্থে (জীবগোস্বামী), লিঙ্গপরিমাণ-সংখ্যাশ্চ প্রাতিপদিকার্থ এব (পদ্মনাভ দত্ত)।

"স্বার্থো দ্রব্যঞ্চ লিঙ্গঞ্চ সংখ্যা কর্মাদিরেব চ।
অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থাস্ত্রয়ঃ কেষাঞ্চিদগ্রিমা॥ লিঙ্গ=প্রাতিপদিক ;
'সত্তা দ্রব্যং সংখ্যা লিঙ্গমিত্যেতেঽর্থাঃ,' দুর্গ (নিরুক্তটীকা, ১।১)।

আকৃত্যভিধানাদ্বৈকং বিভক্তৌ বাজপ্যায়নঃ···দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ,
(ভাষ্য, ১।২।৬৪)

(গ) ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থঃ, (ন্যায়সূত্র, ২।২।৬৮); ভাষ্য ও ন্যায়মঞ্জরী দ্রষ্টব্য। আকৃতির্জাতিলিঙ্গাখ্যা, (ন্যায়সূত্র, ২।২।১১)। *

"অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামেকরূপপ্রতীতিতঃ।
আকৃতেঃ প্রথমজ্ঞানাৎ তস্যা এবাভিধেয়তা॥"
"জাতিমেবাকৃতিং প্রাহ ব্যক্তিরাক্রিয়তে যয়া।
সামান্যং তচ্চ পিণ্ডানামেকবুদ্ধিনিবন্ধনম্॥" শ্লোকবার্ত্তিক,
আকৃতিবাদ, ৩

(ঘ) "শব্দৈরেভিঃ প্রতীয়ন্তে জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়াঃ।
চাতুর্বিধ্যাদমীষান্তু শব্দ উক্তচতুর্বিধঃ॥" কাতন্ত্রবৃত্তি, নাম, ১।১
"সঙ্কেতো গৃহ্যতে জাতৌ গুণদ্রব্যক্রিয়াসু চ।' সাহিত্য
দর্পণ, ২।৪

"জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্যবাচিনৈকত্রবর্ত্তিনা।
সর্ববাক্যোপকারশ্চেৎ তমাহুর্দীপিকাং যথা॥" কাব্যাদর্শ, ২।৯৭
"চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ জাতিশব্দা গুণশব্দা ক্রিয়াশব্দা
যদৃচ্ছাশব্দাশ্চ" ; ভাষ্য, পস্পশা।

(ঙ) সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥ ৩৩
তাং প্রাতিপদিকার্থং চ ধাত্বর্থঞ্চ প্রচক্ষতে।
সা নিত্যা সা মহানাত্মা তামাহুস্ত্বতলাদয়ঃ॥ ৩৪
সত্যাসত্যৌ তু যৌ ভাবৌ প্রতিভাবং ব্যবস্থিতৌ।
সত্যং যত্তত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৩২,
বাক্যপদীয়, জাতি

অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ্যাঃ জাতিঃ স্ফোট ইতি স্মৃতঃ।
কৈশ্চিদ্ব্যক্তয় এবাস্যা ধ্বনিত্বেন প্রকল্পিতাঃ॥ বাক্যপদীয়,
১,৯৩

(চ) আকৃতিগ্রহণা জাতির্লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্বভাক্।
সকৃদাখ্যাতনির্গ্রাহ্যা, গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ॥

প্রাদুর্ভাববিনাশাভ্যাং সত্বস্থ যুগপদ্‌গুণৈঃ।
অসর্বলিঙ্গাং বহ্বর্থাং তাং জাতিং কবয়ো বিদুঃ ॥ ভাষ্য, ৪।১।৬৩

প্রথম শ্লোকের উত্তম ব্যাখ্যার জন্য মুগ্ধবোধের টীকা দ্রষ্টব্য।

আকৃতি অর্থ 'অনুগতসংস্থানব্যঙ্গ' সদৃশ অবয়ব সন্নিবেশবিশিষ্ট।

'জাতি' ও 'ব্যক্তি' বৈশেষিকদর্শনের 'সামান্য' ও 'বিশেষ এর সহিত তুলনীয়। কেবল মাত্র 'অনুগতসংস্থানব্যঙ্গ' বলিলে 'জাতি'র সংজ্ঞা ঠিক হয় না।

আকৃতির্জাতিরেবাত্র সংস্থানং ন প্রকল্পতে।
ন হি বায়্‌গ্নি শব্দাদৌ কিঞ্চিৎ সংস্থানমিষ্যতে ॥ ১৬
অথ সংস্থানসামান্যমশ্বাদাবপি তৎ সমম্‌।
ন গোত্বেন বিনাপ্যেতদ্ব্যবচ্ছিন্নং প্রতীয়তে ॥ ১৮
সর্বপ্রতিকৃতীনাং তু সংস্থানে সত্যপীদৃশে।
ন গোত্বাদিমতির্দৃষ্টা, তস্মাজ্জাতিঃ পৃথক্‌কৃতা ॥ ১৯

শ্লোকবার্ত্তিক, বনবাদ।

(ছ) "উচ্যতে, কেকয়শব্দো মূলপ্রকৃতিরেবোপচারাৎ স্ত্র্যপত্যে বর্ত্ততে" ইতি ন্যাসঃ।

শার্ঙ্গরবাদিষু পঠ্যতে, তেন ঙীন্‌", দুর্ঘটবৃত্তি, ৪।১।১৬৮।

যোগশ্চেহ দম্পতিভাব এবেত্যেকে, বস্তুতস্তু সঙ্কাচে মানাভাবাজ্জন্যজনকভাবোঽপি গৃহ্যতে। কেকয়দুহিতা কেকয়ীত্যুপচর্যতে··· গৌরাদিত্বং বা কেকয়শব্দস্য কল্পয়ন্তি", (শব্দকৌস্তুভ, ৪।১।৪৮)।

হেমচন্দ্র বোপদেবাদির মতে এখানে দম্পতিভাবই স্বীকার্য।

(জ) কেচিত্তু শাঙ্গরবাদিষু পুত্রশব্দং পঠন্তি (কাশিকা)। 'পুত্রশব্দশ্চ কন্যায়ামপ্যস্তি গণে পুত্রশব্দঃ, প্রক্ষিপ্তো নতু সাম্প্রদায়িক ইত্যন্যে, তেষামুক্তপ্রয়োগাঃ প্রামাদিকাঃ, (শব্দকৌস্তুভ)।

অন্য ব্যাকরণে যজ্ঞসংযোগের পরিবর্ত্তে'ঊঢ়ায়াম্‌' বিহিত হইয়াছে। 'উপমানাৎ সিদ্ধং, পত্নীব পত্নীতি', ভাষ্য, ৪।১।৩৩।

(ঝ) গুণত্বং নাম সমবায়িকারণাসমবেতাসমবায়িকারণভিন্নসমবেত সত্তাসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতিঃ, (সর্বদর্শনসংগ্রহ, ঔলুক্যদর্শন)

(ঞ) রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্‌ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ। বৈশেষিকসূত্র, ১।১।৬। চশব্দসমুচ্চিতাশ্চ গুরুত্বদ্রবত্বস্নেহত্বসংস্কারাদৃষ্টশব্দাঃ সপ্তৈবেত্যেবং চতুর্বিংশতির্গুণাঃ। প্রশস্তপাদভাষ্য।

(ট) দীক্ষিতের মতে 'সত্ত্বে নিবিশতে—' এই শ্লোক দ্বারা গুণের প্রকৃত লক্ষণ বলা হয় নাই ; কৈয়ট ও হরদত্তের মতে এই শ্লোকে গুণ এর লক্ষণ শুদ্ধভাবেই দেওয়া হইয়াছে। 'এতদপি স্বরূপকথনমাত্রং প্রায়োবাদপরঞ্চ কৈয়টহরদত্তাদিস্বরসস্তু লক্ষণমেবেদমিতি তথাপি তদ্‌-দোষগ্রস্ত উক্তিসম্ভবশূন্যশ্চেতি নানূদ্যতে।' (শব্দকৌস্তুভ)

'আ কড়ার—'সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে গুণবাচক শব্দ সেইগুলি যাহা সমাস কৃদন্ত তদ্ধিতান্ত সর্বনাম জাতি সংখ্যা এবং সংজ্ঞা নহে, (১।৪।১)। গুণত্বং নিত্যানিত্যবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বম্—এই লক্ষণ কেবলমাত্র "আধেয়শ্চাক্রিয়াজন্য' এই অংশ হইতেই পাওয়া যায়। (শব্দেন্দুশেখর)

'আ কড়ার—' সূত্রের ভাষ্য, প্রদীপ, উদ্দ্যোত, এবং ৪।১।৪৪ সূত্রের উপর 'বালমনোরমা' দ্রষ্টব্য।

কারিকার ব্যাখ্যার জন্য মুগ্ধবোধটীকা দ্রষ্টব্য।

(ঠ) ন বিনা সংখ্যয়া কশ্চিৎ সত্ত্বভূতোঽর্থ উচ্যতে।
ততঃ সর্বস্য নির্দেশঃ সংখ্যা স্যাদবিবক্ষিতা॥
একত্বং বা বহুত্বং বা কেষাংচিদবিবক্ষিতম্।
তদ্ধি জাত্যভিমানায়, দ্বিত্বং তু স্যাদ্‌বিবক্ষিতম্॥

বাক্যপদীয়, জাতি, ৫১,৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়

অব্যয়

অব্যয় অসংখ্য। ব্যাকরণে অব্যয় দুই প্রকার, দ্রব্যবাচী 'স্বর্' প্রভৃতি ও অদ্রব্যবাচক 'চ' প্রভৃতি। স্বরাদি অব্যয়ের অন্তর্গত অব্যয়ীভাবসমাসান্ত শব্দ, ণমুল্ ক্ত্বা ল্যপ্ তুমুন্ প্রভৃতি কৃদন্ত শব্দ ও কদা কর্হি প্রভৃতি কতিপয় তদ্ধিতান্ত শব্দ। ইহা ব্যতীত আরও অব্যয় আছে, যথা অনু, প্রভৃতি 'কর্মপ্রবচনীয়,' প্র পরা প্রভৃতি বাইশটি 'উপসর্গ', 'উরী' 'উররী' 'সাক্ষাৎ' প্রভৃতি শব্দ, এবং চ্বি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দাংশ, যথা, শুক্লীকরোতি, পটপটাকৃত্য। 'উপসর্গ', উরী প্রভৃতি শব্দ, চ্বি এবং ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ধাতুর যোগেই প্রযুক্ত হয় এবং ইহাদিগকে 'গতি' ও বলা হয়। স্বরপ্রক্রিয়ার জন্যই 'গতিসংজ্ঞার' প্রয়োজন। স্বরাদি ভিন্ন অন্য অব্যয়কে 'নিপাত' বলে।

সাধারণতঃ প্রাতিপদিক বিভক্তি যুক্ত হইয়াই ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি শব্দের সহিত বিভক্তির যোগ হয় না; ব্যাকরণের ভাষায় এই সকল শব্দের উত্তর বিহিত বিভক্তির. লোপ হয়। ফল একই। যে সব শব্দের পর বিভক্তির লোপ হয় তাহাদের নাম 'অব্যয়', কারণ বিভিন্ন বিভক্তিতে ইহাদের রূপের পরিবর্ত্তন (ব্যয়) হয় না। গোপথব্রাহ্মণে ব্রহ্মকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম তিন লিঙ্গেই সমান, তাঁহার স্ত্রী পুরুষ নপুংসক ভেদ নাই, সমস্ত বিভক্তিতেই তাঁর একই অবস্থা, সমস্ত বচনেও তাই, কারণ ব্রহ্মে এক দ্বি বহু এই প্রকার ভেদ নাই। ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে (১।১।৩৮) ব্রহ্মবিষয়ক গোপথ ব্রাহ্মণের শ্লোকটিকে ব্যাকরণের অব্যয়ের বর্ণনারূপে ব্যবহার করিয়াছেন—বিভক্তি লিঙ্গ ও বচনভেদে অব্যয়ের রূপভেদ হয় না।—

> সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু॥
> বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্॥

কতকগুলি অব্যয় দেখিলে মনে হয় ইহারা বিভক্ত্যন্ত শব্দ বা ধাতু যথা অস্তি, নাস্তি, রাত্রৌ, আদৌ ইত্যাদি। সমাসে ইহাদের রূপের পরিবর্ত্তন হয় না, যথা, 'অস্তিক্ষীরা গৌঃ'; ইহাদের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ও হয়, যথা, 'আস্তিক' 'নাস্তিক'। ইহাদের নাম সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রতিরূপক অব্যয়।

উপসর্গ (১)

প্র পরাদি উপসর্গ ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। উপসর্গ যোগে অনেকস্থলে ধাতুর অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, কখনও বা ধাতুর অর্থ বিশেষিত হয়, কখনও বা ধাতুর অর্থ অপরিবর্ত্তিত থাকে। যেমন, আহার, বিহার, সংহার, উপহার, প্রহার, উদ্যম, সংযম প্রভৃতি। (খ)

অনেক ক্ষেত্রে উপসর্গযোগে অকর্মক ধাতু সকর্মক হয়, যেমন, দুঃখমনুভবতি। ধাতু এখানে অনুভূ, কেবল ভূ নহে, কারণ অতীত কালে রূপ 'অন্বভবৎ', 'আনুভবৎ'নহে। 'অ' আগম, উপসর্গ অপেক্ষা অধিক 'অন্তরঙ্গ'।

উপসর্গের সহিত প্রথমতঃ অকর্মক ধাতুর অর্থের বুদ্ধিকৃত সম্বন্ধ হয় ও সম্ভবস্থলে ঐ অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তাহার পর অকর্মক ধাতু উপসর্গযোগে সকর্মক হইলে, তাহার 'কারকসম্বন্ধ' হয়। যেমন, 'অনু' উপসর্গের সহিত ভূ ধাতুর প্রথমতঃ বুদ্ধিকৃত সম্বন্ধ দ্বারা অর্থের পরিবর্ত্তন হইবে, তাহার পর অর্থ পরিবর্ত্তনের জন্য ভূ ধাতু সকর্মক হওয়ায়, 'দুঃখ' শব্দের সহিত কারক সম্বন্ধ হইবে এবং সর্বশেষে ধাতুর সহিত উপসর্গের বাস্তব সম্বন্ধ হইবে।[২] ভূ-ধাতুই সকর্মক হইয়াছে, অনুভূ ধাতু নহে কারণ 'অনু'র সহিত 'ভূ'র সম্বন্ধ 'দুঃখ' শব্দের সহিত কারক সম্বন্ধের পূর্ব পর্যন্ত কাল্পনিক মাত্র। (গ)

নিপাত

স্বরাদি অব্যয় 'বাচক' অর্থাৎ দ্রব্যবাচী। 'নিপাত'এর মধ্যে উপসর্গগুলির নিজস্ব অর্থ নাই, ইহারা ধাতুরই অর্থ প্রকাশ করে কিম্বা স্থলবিশেষে পরিবর্ত্তিত করে। এজন্য উপসর্গগুলি 'দ্যোতক'। অন্য 'নিপাত'গুলি কি 'দ্যোতক' না 'বাচক'? নিরুক্তকার যাস্কের উক্তি হইতে মনে হয় তাঁহার মতে নিপাতেরও নিজস্ব অর্থ আছে। মঞ্জুষাকারাদি বলেন যাস্ক নিপাতের ব্যুৎপত্তির জন্যই অর্থ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাদের নিজস্ব কোনও অর্থ নাই অর্থাৎ ইহারাও 'দ্যোতক'। মনে হয় নিপাত 'দ্যোতক' হইলেও প্রয়োগানুসারে 'বাচক'ও হইতে পারে। (ঘ)

---

(১) উপসর্গ বাইশটি ;—প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নির্, দুর্, নিস্, দুস্, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, ও আঙ্।

(২) 'মঞ্জুষা', ৫৯৩-৬০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কয়েকটি অব্যয়ের অর্থ

আঙ্, নঞ্, ইব প্রভৃতি কয়েকটি অব্যয়ের অর্থ লইয়া শাব্দিকগণ সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন।

'আঙ্', (আ), এই অব্যয়ের অর্থ 'ঈষদ্', 'মর্যাদা', 'অভিবিধি', 'বাক্য', 'স্মরণ' ইত্যাদি। বাক্য ও স্মরণার্থে 'আ' উপসর্গ নহে। অনুপসর্গ 'আ' 'প্রগৃহ্য', ইহার সহিত অন্য শব্দের সন্ধি হয় না, যথা 'আ এবং নু মন্যসে'। (ঙ)

'ইব' শব্দের অর্থ সাদৃশ্যগ্রাহকত্ব অর্থাৎ ইব সাদৃশ্যের 'দ্যোতক'; 'ইব' সাদৃশ্যের 'বাচক' হইলে 'চন্দ্র ইব মুখম্' এখানে তুল্যার্থশব্দের প্রয়োগ হওয়ায় চন্দ্র শব্দে তৃতীয়া বা ষষ্ঠী হইত। সাদৃশ্য অর্থ 'তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্মবত্ত্বম্' অর্থাৎ অনেক ধর্ম এক হইলেও সর্বাংশে এক নহে। 'চন্দ্র ইব মুখম্', এস্থলে কাহারও মতে চন্দ্র অর্থ লক্ষণাদ্বারা 'চন্দ্র সদৃশ', কেহ বলেন 'চন্দ্র ইব' অর্থ 'চন্দ্র প্রতিযোগিকসাদৃশ্যাশ্রয়'; প্রতিযোগী শব্দের অর্থ 'সংসর্গবান্' বা সম্বন্ধী। কিন্তু, চন্দ্র ইব = চন্দ্র সম্বন্ধী যে সাদৃশ্য তাহার আশ্রয়, বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িকগণ এইরূপ অন্বয় শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না, কারণ এই অন্বয়ে সাদৃশ্য'বাচক' ইব শব্দ যোগে চন্দ্রে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী হইবে।

'চন্দ্র ইব মুখম্', এখানে চন্দ্রের সহিত মুখের উপমান করা হইয়াছে। উপমাতে উপমান ও উপমেয়ের ভেদ মানিয়া লওয়া হয়; 'সাদৃশ্যমুপমা ভেদে'। 'রূপকে' এই ভেদ নাই—যেমন 'চন্দ্রমুখ'। 'তদ্রূপকমভেদো য উপমানোপমেয়য়োঃ'। চন্দ্রের ন্যায় মুখ, এখানে সাধারণধর্ম সৌন্দর্য বা আহ্লাদকত্বের উপর জোর দেওয়া হইলেও চন্দ্র ও মুখের ভেদেরও ঈঙ্গিত আছে। (চ)

'এব' শব্দের অর্থ 'অবধারণ' (নিয়োগ বা নিশ্চয়), 'ঔপম্য' ইত্যাদি। অবধারণ অর্থ 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদ', 'অযোগব্যবচ্ছেদ' বা 'অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ'। বিশেষ্যের সহিত 'এব' শব্দের যোগ হইলে 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদ' অর্থ। যেমন, 'পার্থ এব ধনুর্ধরঃ', লক্ষণাদ্বারা 'ধনুর্ধর' অর্থ 'প্রকৃষ্টধনুর্ধর', পার্থব্যতীত অন্য প্রকৃষ্টধনুর্ধর নাই। বিশেষণের সহিত যোগ হইলে 'এব' শব্দের অর্থ 'অযোগব্যবচ্ছেদ', অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ। যেমন, 'শঙ্খঃ পাণ্ডুর এব', অর্থাৎ অব্যভিচরিত পাণ্ডুরত্বগুণবান্ শঙ্খঃ। ক্রিয়াযোগে 'এব' শব্দের অর্থ 'অত্যন্তাযোগ-ব্যবচ্ছেদ' অর্থাৎ 'এইরূপও হয়', যেমন, 'নীলং সরোজং ভবত্যেব,

নীলবর্ণের সরোজ কদাচিৎ হয়, 'কদাচিন্নীলগুণবদভিন্নং যৎ সরোজং তৎকর্তৃকা সত্তা'।

প্রাচুর্যার্থেও 'এব' শব্দের প্রয়োগ হয়, যথা, 'লবণমেবাসৌ ভুঙ্‌ক্তে', এ প্রচুর পরিমাণে লবণ খায়, যদিও অক্ষরার্থ, এ কেবল লবণই খায়। অন্যান্য বিচারের জন্য 'মঞ্জুষা' দ্রষ্টব্য। (ছ)

নঞ্‌

'নঞ্‌' (ন, সমাসে 'অ', বা স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অন্) শব্দের অর্থ সাধারণভাবে 'অভাব' বা 'প্রতিষেধ'। নঞ্‌ শব্দের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইলে সমাস হয় না, যেমন, 'চৈত্রঃ ন গচ্ছতি'। মতান্তরে নঞের ছয়টি অর্থ, 'তৎসাদৃশ্য' 'অভাব' 'তদন্যত্ব' 'তদল্পতা' 'অপ্রাশস্ত্য' ও 'বিরোধ'।

'তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২ যথা, 'অব্রাহ্মণ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণসদৃশ; 'অপাপম্', পাপের অভাব; 'অঘটঃ পটঃ, ঘটভিন্ন; 'অনুদরা', কৃশোদরী; 'অপশু', অপ্রশস্ত পশু; 'অসুর', সুর বিরোধী।

বস্তুতঃ সমাসে নঞ্‌ শব্দের নিজস্ব কোনও অর্থ নাই, কারণ তাহা হইলে অব্যয়ীভাব সমাস হইবে, তৎপুরুষ সমাস হইবে না। পূর্বপদার্থ-প্রধানো (২) ব্যয়ীভাবঃ, পরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ। এই জন্য বলা হইয়াছে, 'অপ্রাশস্ত্য, 'তৎসাদৃশ্য' প্রভৃতি নঞ্‌ শব্দের 'দোত্য' অর্থ, 'বাচ্য' নহে।

সমাস স্থলে নঞ্‌ শব্দের 'প্রতিষেধ' অর্থের প্রাধান্য নাই; 'অব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ সদৃশ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন নহে। কৈয়টাদির মতে 'অব্রাহ্মণ' অর্থ 'আরোপিত' ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব 'আরোপিত' হইয়াছে। যেখানে নঞ্‌ শব্দের ক্রিয়ার সহিত অন্বয়, সেখানে অবশ্য প্রতিষেধেরই প্রাধান্য। সমাস স্থলে নঞের 'পর্যুদাস' অর্থ, ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ে নঞের 'প্রসজ্যপ্রতিষেধ' অর্থ।

---

(২) এই শ্লোক কাহার রচিত জানা যায় না। 'পরমলঘুমঞ্জুষা'য় নাগেশ বলিয়াছেন ইহার রচয়িতা (ভর্তৃ) হরি; 'দুর্ঘটবৃত্তি'তে বলা হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকারের রচিত। বস্তুতঃ মুদ্রিত 'বাক্যপদীয়' বা 'মহাভাষ্য' কোনটিতেই এই শ্লোক নাই।

"প্রধানত্বং বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।
পর্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্॥
অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্॥" (৩)

বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'মঞ্জুষা' ও 'ভূষণ' দ্রষ্টব্য।

'অভাব' পদার্থ কিনা, এবং অভাব-এর উপলব্ধির জন্য প্রত্যক্ষ: অনুমান উপমান ব্যতিরিক্ত অন্য প্রমাণের কল্পনা করার প্রয়োজন আছে কিনা এসম্বন্ধে দার্শনিকগণ কূটতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। (জ)

অভাব দ্বিবিধ—অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব। সংসর্গাভাব, 'প্রাগভাব' 'ধ্বংস' ও 'অত্যন্তাভাব' ভেদে, ত্রিবিধ। নির্মাণের পূর্বে ঘটের 'প্রাগভাব', ভাঙ্গিয়া ফেলার পর 'অত্যন্তাভাব'। তাদাত্ম্য সম্বন্ধের অভাব 'অন্যোন্যাভাব', যথা, 'ঘটো ন পটঃ'।

পূর্বে বলা হইয়াছে ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইলে নঞ্‌সমাস হয় না। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে যথা, অসূর্যম্পশ্যা রাজদারাঃ, অশ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণঃ ইত্যাদি।

যেখানে নঞ্ সমাস হয়, কৈয়টাদির মতে সেখানে নঞ্ শব্দের অর্থ 'আরোপিতত্ব', যেমন, 'অব্রাহ্মণ' অর্থ গুণহীন ব্রাহ্মণ, অথবা ক্ষত্রিয়াদি, যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব আরোপিত হইয়াছে। 'মঞ্জুষা' প্রভৃতির আলোচনা হইতে মনে হইতে পারে যে নঞ্ সমাসে নঞ্ শব্দের অর্থ (দ্যোত্য অর্থ) কেবলমাত্র 'আরোপিতত্ব কিন্তু নঞ্ সূত্রের ভাষ্য হইতে তাহা মনে হয় না। 'প্রতিষেধ'ও নঞের দ্যোত্য অর্থ; 'অভাবো বা তদর্থোঽস্তু ভাষ্যস্য হি তদাশয়াৎ', (বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকারিকা)। নাগেশ বলেন যেখানে সমাস হয় না সেখানেই নঞের অর্থ অভাব। (ঝ)

'অনেক' শব্দ একবচনান্ত যদিও দ্বিত্ব বা বহুত্ব ইহার অর্থ। বহুবচনান্ত 'অনেক' শব্দের প্রয়োগও আছে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে 'দুর্ঘটবৃত্তি' প্রভৃতিতে বিচার করা হইয়াছে। (ঞ)

নঞ্ সমাস সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারের জন্য 'বাক্যপদীয়', বৃত্তি, ২৫০-৩১৮ দ্রষ্টব্য।

(৩) কারিকা দুইটী প্রাচীন, ইহাদের রচয়িতা কে জানা যায় না। কুমারিলভট্ট রচয়িতা হইতে পারেন। 'ক্রিয়য়া যস্য সম্বন্ধো বৃত্তিস্তস্য ন বিদ্যতে', বাক্যপদীয়, বৃত্তি, ২৫০।

প্রমাণ

(ক) 'স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্' 'তদ্ধিতশ্চাসর্ববিভক্তিঃ' 'কৃন্মেজন্তঃ' 'ক্ত্বাতোসুন্‌কসুনঃ' 'অব্যয়ীভাবশ্চ' (পা ১।১।৩৭-৪১) ; 'চাদয়োঽসত্ত্বে' 'প্রাদয়ঃ','উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' 'গতিশ্চ' 'ঊর্যাদিচ্বি ডাচশ্চ' (পা ১।১।৫৭-৬১), 'সাক্ষাৎপ্রভৃতীনি চ' (১।৪।৬৪), 'কর্মপ্রবচনীয়াঃ' (১।৪।৬২-৭৩, ৭৫-৭৯)। 'অনু' 'উপ' 'অপ' 'পরি' 'আঙ্' 'প্রতি' 'অভি' 'অধি' 'সু' 'অতি' 'অপি' এই কয়টি অর্থবিশেষে 'কর্মপ্রবচনীয়', অন্যত্র 'উপসর্গ'। 'কর্মপ্রবচনীয়' যোগে দ্বিতীয়া হয়। স্বরবিধানে 'গতি' সংজ্ঞার জন্য পা, ৬।২।৪৯, ৮।১।৭০-৭১ দ্রষ্টব্য। 'গতি' সমাসের জন্য ২।২।১৮ দ্রষ্টব্য ; 'ব্যাঘ্র' ইত্যাদিতে 'গতি' সমাস। পরবর্ত্তী অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য। 'গতি' অর্থ প্রাদি উপসর্গ ও উরী প্রভৃতি (১।৪।৫৭-৯৭) অব্যয়।

(খ) ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কচিত্তমনুবর্ত্ততে।
তমেব বিশিনষ্ট্যর্থমুপসর্গগতিস্ত্রিধা॥
উপসর্গেন ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারবৎ॥

(গ) পূর্বং ধাতুঃ সাধনেন যুজ্যতে পশ্চাদুপসর্গেন। সাধনং হি ক্রিয়াং নির্বর্ত্তয়তি তামুপসর্গো বিশিনষ্টি, অভিনির্বৃত্তস্য চার্থস্যোপসর্গেণ বিশেষঃ শক্যো বক্তুম্। যস্তসৌ ধাতুপসর্গয়োরভিসম্বন্ধস্তমভ্যন্তরং কৃত্বা ধাতুঃ সাধনেন যুজ্যতে। ভাষ্য, ৬।১।১৩৫।

ধাতোঃ সাধনযোগ্যস্য ভাবিনঃ প্রক্রমাদ্ যথা।
ধাতুত্বং কর্মভাবশ্চ তথান্যদপি দৃশ্যতাম্॥
বুদ্ধিস্থাদভিসম্বন্ধাত্তথা ধাতূপসর্গয়োঃ।
অভ্যন্তরীকৃতো ভেদঃ পরকালে প্রকাশতে॥ বাক্যপদীয়, ২।১৮৪, ১৮৬

স বাচকো বিশেষাণাং সম্ভবাদ্ দ্যোতকোঽপি বা।
শক্ত্যাধানায় ধাতোর্বা সহকারী প্রযুজ্যতে॥ ঐ ২।১৮৮

(ঘ) নামাখ্যাতয়োস্তু কর্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তি, নিরুক্ত ১।১।৪ ; অথ নিপাতা উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তীতি, ঐ ১।২।১। নিপাতানামর্থবত্ত্বমপি দ্যোত্যার্থমাদায়ৈব, শক্তিলক্ষণাদ্যোতকতান্যতম-সম্বন্ধেন বোধকত্বস্যৈবার্থবত্ত্বাৎ, (মঞ্জুষা)।

নিপাতা দ্যোতকা কেচিৎ পৃথগর্থাভিধায়িনঃ।
আগমা ইব কেঽপি স্যুঃ সম্ভূয়ার্থস্য বাচকাঃ॥ বাক্যপদীয়,
২।১৯২

বস্তুতঃ 'নিপানানাং দ্যোতকত্বং বাচকত্বং চ, লক্ষ্যানুরোধাচ্চ ব্যবস্থা', অব্যয়সূত্রে 'উদ্যোত'।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তদর্থোহ্যবধার্যতে।
তদাগমে তৎপ্রতীতেস্তদভাবে তদগ্রহাৎ॥ ন্যায়মঞ্জরী, ২৯৯
উপসর্গনিপাতানাং প্রয়োগনিয়মে সতি।
অর্থস্তদাগমন্যায়াৎ স্যাৎ সমাসপদেষ্বিব॥
বাচকদ্যোতকত্বং তু নাতীবাত্রোপযুজ্যতে।
তদ্ভাবাদ্ বাচকত্বং বা পরস্যানুগ্রহোঽস্তু বা॥ শ্লোকবার্ত্তিক,
বাক্য, ২৭৭, ২৭৮

(ঙ) ঈষদার্থে ক্রিয়াযোগে মর্যাদাভিবিধৌ চ যঃ।
এতমাতং ঙিতং বিদ্যাদ্ বাক্যস্মরণয়োরঙিৎ॥ ভাষ্য, ১।১।১০

(চ) উপমানানি সামান্যবচনৈঃ (২।১।৫৫) সূত্রের 'ভাষ্য' ও 'বালমনোরমা' দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রইব মুখমিত্যাদৌ চন্দ্রপদস্য স্বসদৃশেঽপ্রসিদ্ধা শক্তিরেব লক্ষণা। ইবপদং তাৎপর্যগ্রাহকম্, তাৎপর্যগ্রাহকত্বঞ্চ স্বসমভিব্যাহৃতপদস্যার্থান্তর-শক্তিদ্যোতকত্বমিত্যাগতং ইবনিপাতস্য দ্যোতকত্বম্। যত্তু ইবার্থঃ সাদৃশ্যং তত্র প্রতিযোগ্যনুযোগিভাবেনৈব চন্দ্রমুখয়োরন্বয়োপপত্তৌ কিং লক্ষণয়া। চন্দ্রপ্রতিযোগিকসাদৃশ্যাশ্রয়ো মুখমিতি বোধ ইত্যাহুস্তন্ন...ষষ্ঠ্যাপত্তেঃ। উপমানত্বঞ্চ উপমানোপমেয়নিষ্ঠসাধারণধর্মবৎত্বেনেষদিতর
পরিচ্ছেদবত্বম্। মঞ্জুষা

চন্দ্রপদং চন্দ্রসদৃশে লাক্ষণিকং, ইবপদং তাৎপর্যগ্রাহকম্। সারমঞ্জরী।

(ছ) ক্রিয়াসমভিব্যাহৃতস্যৈবকারস্যাত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদে, বিশেষণ সঙ্গতৈবকারস্যাযোগব্যবচ্ছেদে, বিশেষ্যসঙ্গতৈবকারস্যান্যযোগব্যবচ্ছেদে শক্তির্বোধ্যা (সারমঞ্জরী)।

(জ) ন্যায় ও বৈশেষিকমতে 'অভাব' পদার্থ, যদিও কণাদসূত্রে একথা নাই। ভট্ট ও বেদান্তমতে 'অভাব' পদার্থ এবং তাহার জ্ঞান হয় 'অভাব' বা 'অনুপলব্ধি' এই প্রমাণ দ্বারা। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ 'অভাব' বা 'অনুপলব্ধি'র প্রমাণত্ব স্বীকার করেন না। প্রাভাকরগণের

মতে অভাব পদার্থই নহে এবং তাহার প্রমাণের জন্য 'অভাব' বা 'অনুপলব্ধি' প্রমাণ স্বীকার করার আবশ্যকতা নাই। এসম্বন্ধে 'শ্লোকবার্ত্তিক' ও 'ন্যায়মঞ্জরী' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। বৈশেষিকমতের জন্য 'বৈশেষিকসূত্র', ৯।১।১-১০ দ্রষ্টব্য।

"অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ।
প্রাগভাবস্তথা ধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ ॥
এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নং সংসর্গাভাব ইষ্যতে। ভাষাপরিচ্ছেদ, ১২,১৩

(ঝ) ভাষ্যে কেবল 'অব্রাহ্মণ' শব্দেরই অর্থের বিচার করা হইয়াছে। 'অঘট', 'অসন্দেহ' প্রভৃতি স্থলেও যে একই প্রকার অর্থবোধ হইবে তাহা বলা চলে না। সাধারণ ভাবে ভাষ্যে বলা হইয়াছে নঞর্থ 'নিবৃত্তি'—'আরোপিতত্ব' সব সময়েই নঞর্থ হইবে তাহা ভাষ্যকার বলেন নাই। কৈয়ট অবশ্য বলিতেছেন 'নিবৃত্তঃ পদার্থো মুখ্যং ব্রাহ্মণ্যং যস্মিন্ স ক্ষত্রিয়াদিরিত্যর্থঃ। সাদৃশ্যাদিনাধ্যারোপিতব্রাহ্মণ্যো নঞ্‌দ্যোতিততদবস্থ ইত্যর্থঃ।' ন্যাসকারের মতও এইপ্রকার। 'অব্রাহ্মণ' শব্দে অবশ্য সাদৃশ্যমূলক আরোপ মানিতে হইবে, কারণ 'অব্রাহ্মণমানয়' বলিলে কেহ লোষ্ট্র প্রভৃতি আনয়নের কথা ভাবে না। কোণ্ডভট্ট 'ভূষণে' কৈয়টের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'তন্ন সাধীয়ঃ'। কিন্তু নঞ্‌ সমাসে নঞের (দ্যোত্য) অর্থ একমাত্র 'আরোপিতত্ব' ইহাই ভট্টোজীদীক্ষিত ও নাগেশভট্টের মত; 'প্রৌঢ়মনোরমা' ও 'মঞ্জুষা' দ্রষ্টব্য। 'অসন্দেহ' 'অসংহিত' ইত্যাদিতেও ইহাদের মতে নঞর্থ 'আরোপিতত্ব'।

কিং প্রধানোঽয়ং সমাসঃ? যদ্যুত্তরপদার্থপ্রধানঃ অব্রাহ্মণমানয়েত্যুক্তে ব্রাহ্মণমাত্রস্য আনয়নং প্রাপ্নোতি।···যদি পূর্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়সংজ্ঞাং প্রাপ্নোতি। ইহাপি তর্হি নঞ্‌বিশেষকঃ প্রযুজ্যতে কঃ, পুনরসৌ? নিবৃত্তপদার্থকঃ। নেত্যুক্তে সন্দেহঃ স্যাৎ কস্য পদার্থো নিবর্ত্তত ইতি। তত্রাসন্দেহার্থো ব্রাহ্মণশব্দঃ প্রযুজ্যতে।... অথবা, সর্ব এতে শব্দা গুণসমুদায়েষু বর্ত্তন্তে, ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্র ইতি! 'তপ শ্রুতং চ যোনিশ্চেত্যেতদ্ ব্রাহ্মণকারণম্। তপঃ শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ ॥'

সম্প্রদায়েষু চ বৃত্তাঃ শব্দা অবয়বেষ্বপি বর্তন্তে এবময়ং সমুদায়ে প্রবৃত্তো ব্রাহ্মণশব্দোঽয়মবয়বেষ্বপি বর্ত্ততে জাতিহীনে গুণহীনে চ। গুণহীনে তাবৎ অব্রাহ্মণোঽয়ং যস্তিষ্ঠন্ মুত্রয়তি অব্রাহ্মণোয়ং যস্তিষ্ঠন্

ভক্ষয়তি। জাতিহীনে সন্দেহাদ্ দুরুপদেশাচ্চ ব্রাহ্মণশব্দো বর্ত্ততে।… মহাভাষ্য, ২।২।৬

ত্রীণি যস্যাবদাতানি বিদ্যা যোনিশ্চ কর্ম চ।
এতচ্ছিবে বিজানীহি ব্রাহ্মণাগ্র্যস্য লক্ষণম্॥ ভাষ্য, ৪।১।৪৮

যদি নঞের অর্থ অভাব হয় তবে, অব্রাহ্মণমানয় ইত্যুক্তে ন কস্যচিদানয়নং ভবতি। 'ন্যাস' দ্রষ্টব্য।

নঞ্ সমাসে চাপরস্য প্রাধান্যাৎ সর্বনামতা।
আরোপিতত্বং নঞ্ দ্যোত্যং ন হ্যসোঽপ্যাতিসর্ববৎ॥
অভাবো বা তদর্থোঽস্তু ভাষ্যস্য হি তদাশয়াৎ।
বিশেষণং বিশেষ্যো বা ন্যায়তস্ত্ববধার্যতাম্॥ বৈয়াকরণসিদ্ধান্ত-
কারিকা। ৩৯, ৪০

"অসমস্তে ত্বভাবো নঞর্থ। স দ্বিধা অত্যন্তাভাবো ভেদশ্চ (অন্যোন্যাভাবঃ)। তত্র তাদাত্ম্যেতরসম্বন্ধাভাব আদ্যঃ, তাদাত্ম্যাভাবোঽন্ত্যঃ।" (মঞ্জুষা)

(ঞ) "অনেকমিতি। কিমত্র সংগৃহীতম্? একবচনম্। কথং পুনরেকস্য প্রতিষেধেন দ্বিবহূনাং সম্প্রত্যয়ঃ স্যাৎ? প্রসজ্যায়ং ক্রিয়াগুণৌ ততঃ পশ্চান্নিবৃত্তিং করোতি।" ভাষ্য, ২।২।৬

অনেকস্মাদস ইতি প্রাধান্যেন হি সিধ্যতি।
সাপেক্ষত্বং প্রধানানামেব যুক্তং ত্বতল্বিধৌ॥
একস্য হি প্রধানত্বাত্তদ্বিশেষণসন্নিধৌ।
প্রধানধর্মাদ্ব্যাবৃত্তিরতো ন বচনান্তরম্॥
প্রধানমত্র ভেদ্যত্বাদেকার্থোঽপি কৃতো নঞা।
হিত্বা স্বধর্মান্ বর্তন্তে দ্ব্যাদয়োঽপ্যেকতাং গতা॥
ব্রাহ্মণত্বং যথাপন্না নঞ্ যুক্তাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
দ্বিত্বাদিষু তথৈকত্বং নঞ্ যোগাদুপচর্যতে॥"

বাক্যপদীয়, বৃত্তি, ২৮৫-৮৭

'পতন্ত্যনেকে জলধেরিবোর্ময়ঃ'—অধ্যারোপিতৈকত্বানাং প্রকৃত্যর্থতয়া তত্র বাস্তববহুত্বাভিপ্রায়ং বহুবচনং ন বিরুধ্যতে। শব্দকৌস্তুভ।

'অনেকে' ইত্যাদি বহুবচনান্তপ্রয়োগ দুর্ঘটবৃত্তিকারের মতে অশুদ্ধ। অতএব ভাগবৃত্তিকৃতা, নৈকেষামিতি জৈনেন্দ্রোক্তা কালদুষ্টা এবাপশব্দাঃ ইতি। রক্ষিতস্ত্বাহ অধ্যারোপিতবহুত্বাদ্ বহুবচনম্…অহদ্ধর্মত্বাচ্ছব্দ প্রবৃত্তেরিতি বা একশেষেণ বা বহুবচনমিতি অসাধারণসিদ্ধান্তঃ।

সপ্তম অধ্যায়

সমাস

পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট একাধিক পদের যে বিশিষ্ট অর্থ তাহা অনেক স্থলে একটি পদদ্বারা প্রকাশ করা যায়। অবয়বের অর্থের অতিরিক্ত অর্থের বোধ যাহা দ্বারা হয়, শব্দের সেই শক্তির নাম 'বৃত্তি'। (ক) 'পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ', ভাষ্য, ২।১।১। বৃত্তি চারিপ্রকার, 'কৃৎ', 'তদ্ধিত', 'সমাস' ও 'সনাদি প্রত্যয়ান্ত ধাতু'। দীক্ষিতপ্রভৃতির মতে 'একশেষ' ও পৃথক্ বৃত্তি। 'বক্তুং যোগ্যঃ' বক্তব্যঃ, 'মহতঃ ভাবঃ' মহিমা, 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' রাজপুরুষঃ, 'কর্ত্তুমিচ্ছতি' চিকীর্ষতি, এই চারিস্থলেই মূল পদের অর্থ ব্যতীতও অন্য একটি বিশিষ্ট অর্থ, যেমন, 'যোগ্যতা' 'ভাব' 'সম্বন্ধ' ও 'ইচ্ছা' এক পদ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। কৃৎ তদ্ধিত ও সন্প্রত্যয়ান্ত ধাতু এই তিন বৃত্তিতে প্রত্যয়যোগে এক পদের উদ্ভব হইয়াছে ; সমাসে বিগ্রহবাক্যের দুইটি বা ততোঽধিক পদই বর্ত্তমান, কিন্তু অন্য তিন উদাহরণে 'যোগ্যঃ' 'ভাবঃ' 'ইচ্ছতি' পদ কেবল বিগ্রহ বাক্যেই আছে। যাঁহাদের মতে একশেষ সমাস নহে, সমাসের অপবাদ, তাঁহাদের মতে 'একশেষ' ও পৃথক্ 'বৃত্তি'। 'মাতা চ পিতা চ' পিতরৌ—এখানে 'মাতা' এই পদের লোপ হইয়াছে।

পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট পদেরই একীভাব সম্ভব। পৃথক্ভাবে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইলে পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট পদসমূহকে বাক্য বলে। সাধারণতঃ সমাসাদিতে ক্রিয়াপদ থাকে না ; ইহার ব্যতিক্রম 'গতি সমাস'। যথা, অলঙ্করোতি ইত্যাদি। একাধিক পদের পরস্পর সম্বন্ধের নাম 'আকাঙ্ক্ষা' বা 'ব্যপেক্ষা'। (খ)

'বৃত্তি' চারিপ্রকার বা মতান্তরে পাঁচ প্রকার হইলেও, 'বৃত্তি' সাধারণতঃ 'সমাস' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বৈয়াকরণমতে সমাসের বিশিষ্ট শক্তি আছে। 'রাজপুরুষ' শব্দের অর্থ রাজাও নহে পুরুষও নহে, ইহার অর্থ রাজসম্বন্ধবান্ পুরুষ ; 'চতুরানন' অর্থ চারি ও নহে আননও নহে, ইহার অর্থ চারি আনন যাহার অর্থাৎ ব্রহ্মা। নৈয়ায়িক-গণের মতে পৃথক্ সমাসশক্তি কল্পনার প্রয়োজন নাই। 'সমস্ত' (সমাসবদ্ধ) পদের অর্থবোধ ইঁহাদের মতে সমস্যমান পদের অর্থ হইতেই হয়, তবে প্রয়োজন স্থলে এই অর্থবোধ লক্ষণাদ্বারা হইবে।

সমাস হইতে হইলে পদের 'ব্যপেক্ষা' বা পরস্পর সম্বন্ধ থাকিতে হইবে কিন্তু 'ব্যপেক্ষা' থাকিলেই সমাস হইবে এমন কথা নাই। এজন্য বৈয়াকরণেরা বলেন 'ব্যপেক্ষা' ও 'একার্থীভাব' এই দুই লক্ষণ থাকিলেই সমাস হয়। সমাসে একার্থীভাবেরই প্রাধান্য। দীক্ষিত ও কোণ্ডভট্টের কোন কোন উক্তি হইতে মনে হইতে পারে, সমাসে 'ব্যপেক্ষা'র প্রয়োজনই নাই। বস্তুতঃ 'ব্যপেক্ষা' না থাকিলে বিগ্রহ বাক্যই হইবে না। নৈয়ায়িকমতে 'ব্যপেক্ষা'ই সমাসের প্রধান লক্ষণ। 'সমর্থঃ পদবিধিঃ' (২।১।১) সূত্রের সমর্থ শব্দের অর্থ লইয়া বহু বিচার আছে। সেজন্য ভাষ্য ও কৈয়ট দ্রষ্টব্য। (গ)

'সমাস'কে নানারূপ ভাবে বিভাগ করা হইয়াছে। যেখানে পদানুসারী বিগ্রহ দ্বারা সমস্ত শব্দের প্রকৃত অর্থের বোধ হয় না, কিংবা যেখানে বিগ্রহই হয় না, সেখানে সমাস 'অস্বপদবিগ্রহ' বা 'নিত্যসমাস', (ঝ), যেমন, 'কৃষ্ণসর্প' অর্থ সবিষঃ সর্পঃ, কৃষ্ণবর্ণঃ সর্পঃ নহে। অন্যো গ্রামঃ গ্রামান্তরম্, ধর্মায় ইদং ধর্মার্থম্, এই সব ক্ষেত্রেও নিত্যসমাস। 'ধর্মঃ অর্থঃ যস্মিন্' এই ভাবেও সমাসের অর্থবোধ হইতে পারে, তবে ইহাতে অন্যপ্রকার আপত্তি হইতে পারে। (১)

দীক্ষিত প্রভৃতির মতে সমাস ছয় প্রকার :—

সুবন্তপদের সহিত সুবন্ত বা তিঙন্তশব্দের, সুবন্তপদের সহিত (ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত) ধাতুর, তিঙন্তের সহিত তিঙন্তের, তিঙন্তপদের সহিত সুবন্তের ও সুবন্তপদের সহিত (কৃদন্ত) নামের। যথাক্রমে উদাহরণ, রাজপুরুষঃ ; অনুব্যচলৎ, কটপ্রূঃ, পিবতখাদতা, কৃন্তবিচক্ষণাঃ, কুম্ভকারঃ। (ঞ)

অনুব্যচলৎ প্রভৃতির প্রয়োগ বেদে ; কটপ্রূ ও কুম্ভকার এই দুই স্থলে উপপদতৎপুরুষ, পিবতখাদতা ও কৃন্তবিচক্ষণা ময়ূরব্যংসকাদি, অর্থাৎ নিপাতনসিদ্ধ।

প্রাচীন শাব্দিকগণের মতে সমাস 'অব্যয়ীভাব' 'তৎপুরুষ' 'বহুব্রীহি' ও 'দ্বন্দ্ব' ভেদে চারিপ্রকার। 'পূর্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ', 'উত্তর-পদপ্রধানস্তৎপুরুষঃ', 'অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ' 'উভয়পদপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ', ভাষ্য, ২।১।৬। এই মতে 'কর্মধারয়' ও 'দ্বিগু' তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত। দ্বিগু ও কর্মধারয় লইয়া সমাস ছয় প্রকার এই মতও বহু প্রাচীন।

---

(১) তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি সমাসে 'স্বর' ভিন্ন হইতে পারে।

'দ্বিগুর্দ্বন্দ্বোঽব্যয়ীভাবঃ কর্মধারয় এব চ।
পঞ্চমস্তু বহুব্রীহিঃ ষষ্ঠস্তৎপুরুষঃ স্মৃতঃ॥' বৃহদ্দেবতা, ২।২০৫

বাভটাদির মতে 'মধ্যপদপ্রধান' সমাস পৃথক্ সমাস—যথা, পটানধিকরণ = পটাধিকরণাভিন্ন, এখানে নঞর্থই প্রধান। শব্দশক্তি প্রকাশিকাকারের মতে উপপদসমাসকে পৃথক্ সমাসভাবে ধরিয়া সমাস সাতপ্রকার। অন্য সব সমাস হইতে উপপদ সমাসের বিশেষত্ব আছে, এজন্য এই মত যুক্তিযুক্ত। কোনও কোনও স্থলে সমাস এই কয়প্রকার সমাসের সংজ্ঞাদ্বারা আকৃষ্ট হয় না—এস্থলে সমাস 'সহসুপা' সমাস। 'যস্য সমাসস্য অন্যল্লক্ষণং নাস্তি ইদন্তস্য লক্ষণং ভবিষ্যতি', ভাষ্য, ২।১।৪, 'সহসুপা'। উদাহরণ, অনুব্যচলৎ, ভূতপূর্ব ইত্যাদি।

বহুব্রীহি প্রভৃতি সমাসেরও বহু প্রকারভেদ আছে, যথা—'তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান' ও 'অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান', বহুব্রীহি; উপমান সমাস উপমিত সমাস; সমাহার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন 'একশেষ' দ্বন্দ্বসমাসের প্রকারভেদ; 'একশেষ' পৃথক্ একপ্রকার 'সমাস' এইরূপ মতও আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, 'একশেষ' পৃথক্ 'বৃত্তি', কোন প্রকার সমাস নহে, ইহাই ভাষ্যকারের মত মনে হয়।

সমাস হইলে সমস্যমান পদগুলির অর্থের কিছু সঙ্কোচ হয়। 'রাজপুরুষ' এই সমাসে রাজা পুরুষসম্বন্ধী রাজা এবং পুরুষ রাজ-সম্বন্ধী পুরুষ। দুই পদেই নিজ নিজ অর্থ অনেকটা আছে, কিন্তু কতকটা নাই। এজন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন, বৃত্তি 'জহৎস্বার্থা', ও 'অজহৎস্বার্থা' উভয়ই, অর্থাৎ সমস্যমান পদ নিজের অর্থ কতকাংশে প্রকাশ করে কতকাংশে করে না। ইহাই সমাসের পৃথক্ শক্তি। রূঢ়ার্থশব্দে এবং বহুব্রীহি সমাসে বৃত্তি সম্পূর্ণভাবেই 'জহৎস্বার্থা'; 'আরূঢ়বৃক্ষঃ বানরঃ' এখানে আরোহণ বা বৃক্ষ কোন পদের অর্থই বানর বুঝায় না। এইরূপ 'রথন্তর' শব্দের 'সাম' এই অর্থ পদ হইতে বুঝা যায় না। সন্নন্ত শ্রুধাতু হইতে অ-প্রত্যয়ান্ত 'শুশ্রূষা' শব্দের 'সেবা' অর্থও ধাতুর অর্থ হইতে বুঝা যায় না। (গ)

বৈয়াকরণেরা বলেন 'ব্যপেক্ষা' বুঝাইতে 'অজহৎস্বার্থা' বৃত্তি আর একার্থীভাবে 'জহৎস্বার্থা' বৃত্তি। বিগ্রহবাক্য 'লৌকিক', এবং সমাস 'শাস্ত্রীয়' বিধি। 'বাক্যপদীয়' কার বলেন বিগ্রহবাক্য, 'অবুধের প্রতিপত্তি'র জন্য।

সাক্ষাৎ 'ব্যপেক্ষা' বা সম্বন্ধ না থাকিলেও কোন কোন স্থলে সমাস হয়—এসকল ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও সম্বন্ধটি বুঝিতে কষ্ট হয় না। ভাষ্যকারের ভাষায় সম্বন্ধটি 'গমক' হইলে অর্থাৎ সহজবোধ্য হইলে, অপেক্ষত্ব থাকিলেও সমাস হইবে, 'সাপেক্ষত্বেঽপি-গমকত্বাৎ সমাসঃ'। যেমন, 'দেবদত্তস্য গুরুকুলম্', দেবদত্তের সহিত গুরুশব্দেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, কুলের সহিত নহে তথাপি সমাস হইয়াছে। অথবা, দেবদত্তেরই গুরুকুল এইরূপ বলিলেও অর্থবোধে বাধা হয় না। এইরূপ 'শাপেন দগ্ধহৃদয়ঃ' 'কর্মকাণ্ডালযোগোঽথং কুরু পাপক্ষয়ং মম'। অন্যপক্ষে 'ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গঃ'=ঋদ্ধস্য রাজ্ঞঃ মাতঙ্গঃ, এইরূপ সমাস অনুমোদন করা যায় না, কারণ ঋদ্ধ শব্দের মাতঙ্গের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। (গ)

ভাষ্যকার ৫।২।৭৩ সূত্রে 'শিবভাগবত' এই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থ, শিবরূপ ভগবানে যাহার ভক্তি আছে। শিব ও ভগবৎ এই দুই শব্দ পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট কিন্তু শিব ও ভাগবত এই দুই পদে সম্বন্ধ নাই। শিব শব্দের সমাস, ও ভগবৎ শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় যুগপৎ হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কোনও ক্রমে শব্দটির সাধুত্ব সমর্থন করা হয়। (ঘ)

সমাস হইবে কি হইবে না তাহা অনেকস্থলে বক্তার ইচ্ছাধীন। 'তক্ষকঃ সর্পঃ' এক্ষেত্রে সমাস হয় নাই, কিন্তু তক্ষকসর্পঃ এই সমাসও অশুদ্ধ নহে। 'তক্ষকঃ সর্পঃ', এখানে উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবই বাচ্য, তক্ষকসর্পঃ এখানে বিশেষণবিশেষ্যভাব বাচ্য।

সমাসে একাধিক পদের সমবায়ে একটি মাত্র পদের উৎপত্তি হয়, ফলে সমস্যমান পদের বিভক্তির লোপ হয়; যেমন রাজ্ঞঃ পুরুষঃ রাজপুরুষঃ, এখানে রাজশব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভক্তির লোপ হয় না, ইহাকে অলুক্‌সমাস বলে। যথা, আত্মনেপদ, পরস্মৈপদ, যুধিষ্ঠির, বাচস্পতি, মনসিজ, পশ্যতোহর ইত্যাদি।[২] 'বাচস্পতি' শব্দ সম্বন্ধে কোন সূত্র নাই, ইহা 'ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র—', এই সূত্রদ্বারা 'জ্ঞাপক' সিদ্ধ। (৮।৩।৫৩)।

সমাসে, বিশেষতঃ দ্বন্দ্ব সমাসে, কোন পদ পূর্ব্বে থাকিবে সে সম্বন্ধে বহু নিয়ম আছে এবং ঐ সকল নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে।[৩] বহুব্রীহি

(২) পা ৬।৩।১ ও বার্ত্তিক। (৩) পা-২।২।৩০-৩৮ ও বার্ত্তিক ইত্যাদি।

ও কর্ম্মধারয় সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ পূর্বপদের সাধারণতঃ 'পুংবদ্ভাব' হয়, [৪] যথা, কৃষ্ণা চতুর্দশী কৃষ্ণচতুর্দশী। এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। এতদ্ব্যতীত পদের হ্রস্বত্বাদি আংশিক পরিবর্ত্তনও হয়, যথা 'কালিদাস' (হ্রস্বত্ব), 'পদ্মনাভ' (নাভি স্থলে নাভ), 'অগ্নীষোমৌ' (দীর্ঘত্ব), 'মহারাজ' (মহৎ স্থানে মহা) 'অল্পমেধস' (অকার যোগ), 'সুহৃদ্' (হৃদয় স্থলে হৃদ্), 'তস্কর' 'হরিশ্চন্দ্র' (সকারাগম)। অষ্টাধ্যায়ীর সমাসাশ্রয় ও সমাসান্ত বিষয়ক সূত্রগুলি দ্রষ্টব্য।[৫] 'পদ্মনাভ' শব্দের অন্ত্যস্বরের অকারাদেশ সম্বন্ধে সূত্র নাই, ইহা 'অচ্ 'প্রত্যন্বপূর্ব্বাৎ—' 'এই সূত্র হইতে 'যোগবিভাগ' দ্বারা সাধিত। (পাঃ ৫।৪।৭৫)। পৃষোদরাদিগণের শব্দগুলি সব প্রচলিত ভাষায় 'নিপাতনসিদ্ধ।' 'পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্,' (৬।৩।১০৯) পৃষোদরাদিগণে বহুশব্দ আছে যাহা সমাসবদ্ধ নহে, যথা 'সিংহ' ,ময়ূর' ইত্যাদি। এইরূপ 'ময়ূরব্যংসক' প্রভৃতি শব্দও নিপাতনসিদ্ধ।

অব্যয়ীভাবসমাস [৬]

'অব্যয়ীভাব' সমাসে পূর্বপদ সাধারণতঃ অব্যয় এবং তাহারই অর্থ প্রধান। বিশেষ বিশেষ অর্থে উপ অনু যথা যাবৎ অভি প্রতি প্রভৃতি অব্যয়ের সহিত অন্য সুবন্ত পদের সমাস হয়, যথা, 'উপকৃষ্ণম্' 'অনুরূপম্' 'যথাশক্তি' 'যাবচ্ শ্লোকম্' 'অভ্যগ্নি' ইত্যাদি। 'শলাকা-প্রতি' 'শলাকাপরি' ইত্যাদিতে অব্যয়ের পরনিপাত হইয়াছে।

'পারেগঙ্গম্' 'মধ্যেগঙ্গম্' 'উন্মত্তগঙ্গম্' 'দ্বিযমুনম্' প্রভৃতিতে অব্যয় না থাকিলেও সমাস অব্যয়ীভাব কারণ সমস্ত পদটী অব্যয়। এখানে সমাস বস্তুতঃ 'অন্যপদার্থপ্রধান' অর্থাৎ বহুব্রীহি, কিন্তু পদটী অব্যয় বলিয়া বিশেষ সুত্রের বলে অব্যয়ীভাবসমাস হইয়াছে।

অব্যয়ীভাবসমাসে সমস্ত পদ অব্যয় কিন্তু এ অব্যয়ের একটু বিশিষ্টতা আছে। অব্যয়ীভাব সমাসান্তশব্দ নপুংসক (২।৪।১৮) এবং পঞ্চমীতে এবং বিকল্পে তৃতীয়া ও সপ্তমীতে অকারান্ত অব্যয়ীভাবের উত্তর বিভক্তি হয়, যথা 'অপদিশেন' 'অপদিশাৎ' 'অপদিশম্', 'অপদিশে' 'অপদিশম্'।

(৪) পাঃ ৬।৩।৩৮-৪২ (৫) সমাসান্তবিধি, পাঃ ৫।৪।৩৮-১৬০ ; সুট্ বিধি, ৬।১।১৪৩-৫৭ ; অন্যান্য, ৬।৩।৪৩-১৪৯ ; ষত্ববিধি, ৮।৩।৪৫—৫৩,৮০—৮৫ ইত্যাদি ; ণত্ববিধি, ৮।৪।৫—১৩ ইত্যাদি। (৬) পাঃ ২।১।৬—২১ ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

তৎপুরুষসমাসে উত্তরপদের অর্থপ্রধান এবং প্রথমপদ দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত। যেমন দুঃখমতীতঃ দুঃখাতীতঃ (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ), এইরূপ মাতৃসমঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষ), ব্রাহ্মণার্থম্ (চতুর্থী তৎপুরুষ), চন্দনগন্ধঃ, অশ্বঘাসঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), দানশৌণ্ডঃ (সপ্তমী তৎপুরুষ)। দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত যে কোনও পদের সমাস হয় না। কোন্ কোন্ পদের সমাস হইবে তাহা সমাসবিষয়ক সূত্রগুলিতে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা, 'দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ' ২।১।২৪ ; 'তৃতীয়া তৎকৃতার্থেন গুণবচনেন,' ২।১।৩০ ; 'চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ', ২।১।৩৬ ; 'পঞ্চমী ভয়েন', ২।১।৩৭ ; 'সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ', ২।১।৪০ ইত্যাদি। কিন্তু অন্যত্রও শিষ্টপ্রয়োগ অনুসারে সমাস স্বীকার করিতে হয়। 'গ্রামনির্গত' 'ভোগোপরত' ইত্যাদিতে পঞ্চমীতৎপুরুষ অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রদ্বারা সাধন করা যায় না। যোগবিভাগ দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এই মতে 'পঞ্চমী ভয়েন' সূত্রে পঞ্চমী এই অংশই নিয়ামক, 'ভয়েন' এই অংশ উদাহরণ মাত্র। অর্থাৎ প্রয়োগানুসারে (ইষ্টসিদ্ধির জন্য) পঞ্চম্যন্ত শব্দের সহিত সম্ভবস্থলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হইবে। 'যোগবিভাগাদিষ্টসিদ্ধিঃ' (ট)। এইরূপ অন্যত্রও সূত্রের ব্যাখ্যা কল্পনীয়। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ বলেন ভাষ্যকার যেখানে 'যোগবিভাগ' কল্পনা করেন নাই, সেখানে যোগবিভাগ করা কর্ত্তব্য নহে। 'ভাষাবৃত্তি'কার পুরুষোত্তমদেব কিন্তু ভাষ্যানুক্তস্থলেও যোগবিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। (ধ)

দ্বিতীয় সমাধান এইরূপ। 'কর্ত্তৃকরণে কৃতা বহুলম্', ২।৩।৩২, এই সূত্রের 'যোগবিভাগ' দ্বারা 'বহুল' শব্দকে পৃথক্ করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র দ্বারা বিহিত ক্ষেত্র ব্যতীতও অন্যত্র সমাস হইতে পারে। সূত্রটি তৃতীয়াতৎপুরুষের জন্য, কিন্তু 'বহুলগ্রহণং সর্বোপাধিব্যভিচারার্থম্'। 'বহুলগ্রহণাৎ কচিদ্বিভক্ত্যন্তরমপি সমস্যতে।' বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যা 'অগতির গতি' মাত্র। ব্যাকরণাশুদ্ধ সকল প্রয়োগই এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে। (ড)

তৃতীয় সমাধানের উপজীব্য—'ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ,' ২।২।২২, এই সূত্র। অবিহিতলক্ষণস্তৎপুরুষো ময়ূরব্যংসকাদিষু দ্রষ্টব্য। ভাষ্যকার

বলেন, যে সমাস অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র দ্বারা বিহিত নহে সেক্ষেত্রে 'সহ সুপা' সমাস (২।১।৪) কল্পনীয়।

নিষ্কর্ষ এই যে 'অষ্টাধ্যায়ী'র সূত্রদ্বারা নিষ্পন্ন সমাস ব্যতীত অন্য সমাস শিষ্টপ্রয়োগানুসারে সাধু—অর্থাৎ 'নিপাতন সিদ্ধ'।

তৎপুরুষ সমাসবিষয়ক দু-একটি সূত্র সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা আবশ্যক। 'চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ', ২।১।৩৬, ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, 'তদর্থ' এই শব্দদ্বারা প্রকৃতিবিকৃতিভাব বুঝিতে হইবে, না হইলে বলি ও রক্ষিত শব্দ দুইটি ব্যর্থ হয়। এজন্য 'যূপায় দারু' যূপদারু কিন্তু 'রক্ষণায় স্থালী' এখানে সমাস হইবে না। অপরপক্ষে প্রকৃতিবিকৃতিভাব না হইলেও অশ্বায় ঘাসঃ অশ্বঘাসঃ ইত্যাদি শিষ্টপ্রয়োগ আছে। ভাষ্যকার বলেন অশ্বঘাসে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস, অশ্বস্য ঘাসঃ অশ্বঘাসঃ (চ)। ভাষার দিক্ দিয়া এরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনা প্রসূত মাত্র। যোগবিভাগ মানিলে কোন সমস্যা প্রায় থাকে না। বস্তুতঃ ধর্মায় নিয়মঃ ধর্মনিয়মঃ এই বিগ্রহ ভাষ্যকারই করিয়াছেন। মীমাংসাভাষ্যে ধর্মজিজ্ঞাসা ধর্মায় জিজ্ঞাসা, শবরস্বামীও এই বিগ্রহই করিয়াছেন। এখানে ষষ্ঠী সমাস বলার সার্থকতা দেখা যায় না।[১] নাগেশভট্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'ষষ্ঠীসমাসেন রন্ধনস্থাল্য অপীষ্টত্বাৎ প্রকৃতিবিকৃতিভাব এব ব্যর্থম্' (শব্দেন্দুশেখর)। শাকটায়ন সর্ববর্মা প্রভৃতি প্রকৃতিবিকৃতিভাবেই তাদর্থ্যে চতুর্থী সমাস হইবে এ নিয়ম মানেন নাই। দেবনন্দী ও হেমচন্দ্র কিন্তু ভাষ্যকারের মতেরই অনুবর্তন করিয়াছেন।

নির্দ্ধারণে, গুণবাচক শব্দের সহিত, এবং তৃজন্ত পদের সহিত, ষষ্ঠী সমাস হয় না, (পা ১।২।১০-১৬ দ্রষ্টব্য), উদাহরণ, 'পুরুষেষু কৃষ্ণ উত্তমঃ' 'কাকস্য কার্ষ্ণ্যম্', 'ঘটস্য নির্মাতা'। কিন্তু এই সকল নিষেধের বহু ব্যতিক্রম দেখা যায়, যথা—পুরুষোত্তম, অর্থগৌরব, বুদ্ধিমান্দ্য, ত্রিভুবন বিধাতা ইত্যাদি। পা, ১।১।৫৩ তে 'সংজ্ঞাপ্রমাণত্ব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কৈয়টের মতে 'পুরুষোত্তম' শব্দে নির্ধারণ হয় নাই, কারণ এখানে যাহাকে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে তাহার অর্থাৎ কৃষ্ণ শব্দের উল্লেখ নাই। (ণ) 'অর্থগৌরবং' এখানে নাগেশভট্টের মতে অর্থগতং গৌরবং ইতি মধ্যমপদলোপিসমাস। কৈয়টের মতে এখানে 'শেষসম্বন্ধে'

---

(১) ধর্মবিষয়ক নিয়ম এইরূপ বিগ্রহে শাকপার্থিবাদি মধ্যপদলোপী সমাস কল্পনা করিলেও সমস্যা থাকে না। কিন্তু এই পন্থা আশ্রয় করিলে সব সমস্যারই সমাধান হয় অর্থাৎ সমাসের অশুদ্ধিতারই প্রশ্ন উঠিবে না।

ষষ্ঠী এবং শেষষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত সমাস হইতে বাধা নাই।' দীক্ষিত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—'অনিত্যোঽয়ং গুণেন নিষেধঃ। (ত)

উপপদসমাস সাধারণতঃ তৎপুরুষসমাসের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য আছে কারণ বিগ্রহে উত্তরপদ তিঙন্ত, তদ্ব্যতীত সমাস এবং উত্তরপদে কৃৎপ্রত্যয়ের যোগ যুগপৎ হয়। কুম্ভং করোতীতি কুম্ভকারঃ, কৃ ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয়ের যোগ এবং কার শব্দের কুম্ভ শব্দের যোগ 'যুগপৎ' হইয়াছে, কার-পদ সমাস না হওয়া পর্যন্ত উৎপন্ন হয় না। গঙ্গাধর শব্দের ব্যুৎপত্তি গঙ্গায়াঃ ধরঃ, কারণ উপপদ থাকিলে ধৃ ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়, তাহাতে গঙ্গাধার এইরূপ হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'কার উপপদ সমাসকে পৃথক্ সমাস কল্পনা করিবার পক্ষপাতী। (থ)

প্র-প্রভৃতি উপসর্গের সহিত উরী অলং প্রভৃতি অব্যয়ের সহিত এবং চ্বি প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহিত ক্রিয়াপদের সমাসের নাম 'গতি সমাস'। যথা—অলংকরোতি, শুক্লীভবতি, খাট্কৃত্য, অনুভবতি ইত্যাদি। প্র-প্রভৃতি উপসর্গের সহিত সুবন্তপদের সমাস হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে কোনও কৃদন্ত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে, কারণ উপসর্গের ক্রিয়ার সহিতই অন্বয় হয়। যথা—প্রতিগতং অক্ষঃ প্রত্যক্ষম্, অভিযোগতো মুখম্ অভিমুখঃ। উপসর্গের পূর্বনিপাত হইয়াছে।

কর্মধারয় সমাস

বিশেষণ ও বিশেষ্যের সমাস কর্মধারয় সমাস। সমস্যমান পদ দুইটি এখানে সমানাধিকরণ অর্থাৎ এক পদার্থ বোধক। বিশেষ্য বাচক শব্দের পরনিপাত হওয়ায় উত্তরপদের প্রাধান্য এজন্য কর্মধারয়কে তৎপুরুষের প্রকারভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। 'তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্মধারয়ঃ', ১।২।৪২। যেখানে বিশেষণ ও বিশেষ্যের উদ্দেশ্যবিধেয় ভাব সেখানে সমাস হয় না—রামঃ জামদগ্ন্যঃ। কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ 'নীলোৎপলম্', 'মহারাজঃ' (অকারান্ত)।

নঞ্সমাস উপমিতসমাস, উপমানসমাস, দ্বিগুসমাস, মধ্যমপদলোপী সমাস প্রভৃতি কর্মধারয় সমাসের প্রকার ভেদ। নঞ্সমাস সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে; যেখানে নঞের (দ্যোত্য) অর্থ পর্যুদাস সেখানে সমাস হইতে পারে। কিন্তু যেখানে উহার অর্থ প্রসজ্যপ্রতিষেধ বা ক্রিয়ান্বয়ী সেখানে সমাস হইবে না।

'উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে' (২।১।৫৬), যথা 'পুরুষ-ব্যাঘ্রঃ'। এখানে উপমেয় ও উপমানের সমাস হইয়াছে, সামান্য বা সাধারণ ধর্ম শূরত্বের প্রয়োগ হইলে সমাস হইত না। যথা, পুরুষো ব্যাঘ্র ইব শূরঃ, এখানে সমাস হইবে না। 'উপমানানি সামান্যবচনৈঃ' (২।১।৫৫) যথা, ঘন ইব শ্যামঃ, ঘনশ্যামঃ, উপমান ও সাধারণ ধর্মবাচক শব্দের সমাস হইয়াছে, উপমেয়ের উল্লেখ নাই। 'ঘন' অর্থ 'ঘন ইব' লক্ষণা দ্বারা বুঝিতে হইবে, 'ব্যাঘ্র' লক্ষণা দ্বারা ব্যাঘ্র ইব' বুঝাইতেছে। মৃগীব চপলা মৃগচপলা (পুংবদ্ভাব)।

'ভাষ্যাব্ধি' 'বিদ্যাধন' এস্থলেও উপমিতসমাস, মতান্তরে 'রূপক' সমাস। শাকপ্রিয়ঃ পার্থিবঃ, শাকপার্থিবঃ, অর্থগতং গৌরবং অর্থগৌরবং ধর্মপ্রয়োজনো নিয়মঃ ধর্মনিয়মঃ, এগুলি মধ্যমপদলোপী সমাসের উদাহরণ। মতান্তরে পূর্বপদের উত্তরাংশের লোপ হওয়ায় উত্তরপদলোপী সমাস। এখানেও লক্ষণাদ্বারা শাক অর্থ শাকপ্রিয়, ধর্ম অর্থ ধর্ম-প্রয়োজন এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

দ্বিগু সমাসে পূর্বপদ সংখ্যা বাচক। 'সংখ্যাপূর্বো দ্বিগুঃ' (২।১।৫৩)। তিন ক্ষেত্রে দ্বিগু সমাস হয়। তদ্ধিতার্থে, উত্তরপদ পরে থাকিলে ও সমাহার বুঝাইলে। "তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ", (২।১।৫১)। উদাহরণ, ষণ্ণাং মাতৃণাং অপত্যম্ 'ষাণ্মাতুরঃ', কেবল মাত্র 'ষট্ মাতরঃ' ইহাতে সমাস হইত না। পঞ্চ গাবো ধনং যস্য পঞ্চগবধনঃ, প্রথমে দ্বিগু ও পরে বহুব্রীহি সমাস। পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ পঞ্চগবম্।

সমাহারদ্বিগু সাধারণতঃ একবচনান্ত নপুংসকলিঙ্গ হয়। উত্তর পদ অকারান্ত হইলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়, যথা, পঞ্চমূলী ত্রিলোকী। পাত্রাদি পদান্ত সমাস কিন্তু ক্লীবলিঙ্গই হয়, যথা পঞ্চপাত্রম্, ত্রিভুবনম্। কিন্তু ত্রিলোকঃ ইত্যাদি প্রয়োগও আছে। এ সকল প্রয়োগের সমাধানের জন্য ত্র্যবয়বো লোকঃ এইরূপ বিগ্রহ করিয়া মধ্যমপদলোপী কর্মধারয় সমাস হইয়াছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়।

দ্বন্দ্বসমাস

'চার্থে দ্বন্দ্বঃ' (২।১।২৯) 'চ' শব্দের অর্থ 'সমুচ্চয়' 'অন্বাচয়' 'ইতরেতর' ও 'সমাহার'। সমুচ্চয়ার্থে সমাস হয় না—কারণ সে স্থলে পদগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ, যথা ঈশ্বরং গুরুং চ ভজস্ব। বস্তুতঃ ইহা দুইটি পৃথক্ বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ, 'ঈশ্বরং ভজস্ব, গুরুঞ্চ ভজস্ব'।

'অন্বাচয়ে'ও দুইটি পৃথক্ বাক্য হওয়ায় সমাস হয় না কারণ 'ব্যপেক্ষা' নাই, যথা 'ভিক্ষামট গাঞ্চানয়'। 'অন্বাচয়ে' একটি কাজ আনুষঙ্গিক, উদাহরণে ভিক্ষা করাই প্রধান কাজ, গরু আনা আনুষঙ্গিক।

'ইতরেতর' অর্থে সমাস হয়, যথা 'ধবখদিরৌ', এস্থলে উভয় দ্রব্যের 'সাহিত্য' অভিপ্রেত, এজন্য সমাস হইয়াছে। সাহিত্য হেতুই ব্যপেক্ষা। সমাহার দ্বন্দ্বে 'সমাহার সাহিত্য'ই প্রধান বাচ্য। সমাহার দ্বন্দ্বে দুইএর অধিক পদ থাকিতে পারে। সমস্তপদ একবচনান্ত ক্লীবলিঙ্গ হয়, যথা, ছত্রোপানহম্, পাণিপাদশিরোগ্রীবম্। ইতরেতর দ্বন্দ্বে দুইএর অধিকপদ থাকিলে একাধিকবার সমাস হইয়াছে ধরিতে হইবে, 'ধবখদিরপলাশাঃ'।

সমাহার দ্বন্দ্ব কি কি ক্ষেত্রে হইবে সে সম্বন্ধে অনেক নিয়ম আছে।[৯] ভাষ্যকারের মতে 'সর্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতি'। দ্বন্দ্বে কোন শব্দের পূর্বনিপাত হইবে সে সম্বন্ধেও অনেক নিয়ম আছে।[১০] যেমন 'লঘ্বক্ষরং পূর্বম্', 'অভ্যর্হিতঃ পূর্বং'—কুশকাশৌ, বাসুদেবার্জুনৌ, মাতরপিতরৌ। বলা বাহুল্য এই সকল নিয়মের ও ব্যতিক্রম দেখা যায়।

একশেষপ্রকরণ

"সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ", ১।২।৬৪, এই সূত্রের উদাহরণ রামশ্চ রামশ্চ রামৌ, রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামাঃ। এখানে সমাস হইয়াছে একথা স্বীকার করা শক্ত, যদিও তিন রামশব্দের দাশরথি ভার্গব ও বলরাম এই তিন বিভিন্ন অর্থ অভিপ্রেত হইতে পারে। শব্দের রূপ অর্থের অপেক্ষা রাখে না।

অন্য সূত্রানুসারে, ভ্রাতা চ স্বসা চ 'ভ্রাতরৌ', পুত্রশ্চ দুহিতা চ 'পুত্রৌ', মাতা চ পিতা চ 'পিতরৌ', এইরূপ 'শ্বশুরৌ', হংসী চ হংসশ্চ 'হংসৌ' ইত্যাদি। সাধারণতঃ পুংবাচক শব্দই অবশিষ্ট থাকে; গ্রাম্য পশুর বেলায় অন্য নিয়ম, যথা 'গাবঃ ইমাঃ' (১।২।৭৩)।

'একশেষ' সমাসই নহে। সমাসে অন্ত্যাস্বর উদাত্ত হয়, এ নিয়ম একশেষে চলে না। অন্যপক্ষে সমাসান্ত বিধিও একশেষের বেলায় প্রযোজ্য নহে। (ন) রামশ্চ রামশ্চ 'রামরামৌ' না হইয়া কেবল 'রামৌ' হয়, এজন্য 'একশেষ' পৃথক্ বৃত্তি এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন একশেষ দ্বন্দ্বের অপবাদ, 'অনবকাশ একশেষো দ্বন্দ্বং বাধিষ্যতে' (১।২।৬৪)।

---

(৯) পা. ২।৪।২-১৬ (১০) পা. ২।২।৩১-৩৪ ও বার্ত্তিক

বহুব্রীহিসমাস

'শেষো বহুব্রীহিঃ' 'অনেকমন্যপদার্থে' (২।২।২৬-২৪)। একাধিক প্রথমান্তপদ একত্র হইয়া ঐ সকল পদের অর্থের অতিরিক্ত অন্য অর্থ বুঝাইলে সমাসের নাম বহুব্রীহি। যথা পীতমম্বরং যস্য পীতাম্বরঃ, অর্থ পীতও নহে অম্বরও নহে, কিন্তু পীতাম্বরধারী ব্যক্তি। এইরূপ প্রাপ্তোদকো গ্রামঃ।

সমস্যমান পদের অর্থের অতিরিক্ত অর্থের বোধ বৈয়াকরণদের মতে সমাসের বিশেষ শক্তি দ্বারাই হয়। নৈয়ায়িকগণের মতে এই অর্থবোধ লক্ষণাদ্বারা হয়। পীতাম্বর শব্দে 'অম্বর' অর্থ লক্ষণাদ্বারা 'অম্বরধারী'।

'উন্মত্তগঙ্গং দেশঃ' ইত্যাদিতে সমাস বস্তুতঃ বহুব্রীহি হইলেও বিশেষ বিধানের বলে অব্যয়ীভাব হওয়ায় সমস্ত পদটীও অব্যয়।

ত্রিপদ বহুব্রীহির উদাহরণ—জরতী চিত্রা গৌর্যস্য 'জরচ্চিত্রগুঃ'।

শিষ্ট প্রয়োগানুসারে 'ব্যধিকরণ' বহুব্রীহিও স্বীকার্য, অর্থাৎ বিভিন্ন বিভক্ত্যন্ত পদেরও সমাস হইতে পারে—শূলং পাণৌ যস্য 'শূলপাণিঃ' মহাভাষ্যকার ব্যধিকরণ বহুব্রীহি মানেন নাই, তাঁহার মতে বিগ্রহ বাক্য 'শূলং পাণিস্থং যস্য', কিন্তু ইহা কষ্টকল্পনামাত্র। 'সপ্তমীবিশেষণে বহুব্রীহৌ' (২।২।৩৫) এই সূত্র হইতে মনে হয় পাণিনি ব্যধিকরণ বহুব্রীহি স্বীকার করিতেন। অন্যান্য ব্যাকরণে নির্বিবাদে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি স্বীকার করা হইয়াছে। দীক্ষিত ভাষ্যানুসারে কণ্ঠেস্থঃ কালঃ কণ্ঠেকালঃ এই বিগ্রহ করিলেও, ২।২।৩৫ সূত্রে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি স্বীকার করিয়াছেন, "জ্ঞাপকাদ্ ব্যধিকরণপদো বহুব্রীহিঃ।" আলঙ্কারিক বামন, (৫।৩।৩৯) সূত্রে বলিয়াছেন, 'অবর্জ্যো বহুব্রীহি র্ব্যধিকরণো জন্মাদ্যুত্তরপদঃ।' যথা, ভবনেত্রজন্মা। ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বর্জন করিলে কেশাণাং চূড়া অস্য কেশচূড়ঃ এই বিগ্রহ না করিয়া করিতে হইবে কেশানাং সঙ্ঘাতঃ চূড়া অস্য'। এজন্য একটি বার্তিক করিতে হইয়াছে, 'সঙ্ঘাতবিকারষষ্ঠ্যাশ্চোত্তর পদলোপশ্চ'। অন্য উদাহরণ, সুবর্ণস্য বিকারোঽলঙ্কারঃ যস্য সঃ 'সুবর্ণালঙ্কারঃ' পুরুষঃ।

বহুব্রীহি সমাসে সাধারণতঃ স্ত্রীবাচকশব্দের পুংবদ্ভাব হয়, এবং এই সমাসের বিষয়ে বহু সূত্রদ্বারা সমাসান্ত প্রত্যয় ও সমাসাশ্রয় বিধি বিহিত করা হইয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

'অস্তিক্ষীরা' গৌঃ (তিঙন্তপ্রতিরূপক অব্যয়ের সহিত সমাস); 'রূপবদ্ভার্যঃ' (পুংবদ্ভাব); 'কল্যানীপ্রিয়' (পুংবদ্ভাব হয় নাই);

'পাচিকাভার্য' (পুংবদ্ভাব হয় নাই); দশানাং সমীপে যে বসন্তি 'উপদশাঃ' (উপ এই অব্যয়ের সহিত সমাস, সমাসান্ত ডচ্); দ্বৌ বা ত্রয়ো বা 'দ্বিত্রা', (সমাসান্ত ডচ্); কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা প্রবৃত্তং যুদ্ধং 'কেশাকেশি' (ইচ্ প্রত্যয়, পূর্বপদের দীর্ঘত্ব)।[১১] কর্মণা সহ বর্তমানঃ 'সকর্মকঃ' (সহ স্থানে স আদেশ); 'কল্যাণধর্মা' (অনিচ্ প্রত্যয়); যুবজানি (জায়া স্থানে জানি আদেশ); সুগন্ধি (ইকার আদেশ) ইত্যাদি।[১২]

তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞানভেদে বহুব্রীহি দ্বিবিধ, উদাহরণ, 'লম্বকর্ণঃ' ছাগঃ 'দৃষ্টসমুদ্রঃ' পান্থঃ। ছাগে কর্ণ আছে কিন্তু পান্থে সমুদ্র নাই।

সমাস সম্বন্ধে অন্য আলোচনার জন্য ব্যাকরণগ্রন্থ (ভাষ্য, সিদ্ধান্ত কৌমুদী প্রভৃতি) ও 'মঞ্জুষা' দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ

(ক) পরস্য শব্দস্য যোঽর্থস্তস্যাভিধানং শব্দান্তরেণ যত্র সা বৃত্তিঃ, (কৈয়ট)। বিগ্রহবাক্যাবয়বপদার্থেভ্যঃ পরঃ অন্যঃ যোঽয়ং বিশিষ্টৈকার্থঃ তৎপ্রতিপাদিকা বৃত্তিঃ। প্রক্রিয়াদশায়াং প্রত্যেকমর্থবত্ত্বেন প্রথমবিগৃহীতানাং পদানাং সমুদায়শক্ত্যা বিশিষ্টৈকার্থ প্রতিপাদিকা বৃত্তিরিতি যাবৎ, (বালমনোরমা)। প্রত্যয়ান্তর্ভাবেনাপর পদার্থান্তরভাবেন বা যো বিশিষ্টোঽর্থঃ স পরার্থঃ (তত্ত্ববোধিনী)। বৃত্ত্যর্থাববোধকং বাক্যঃ বিগ্রহঃ (সিদ্ধান্তকৌমুদী)। একশেষের বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে মঞ্জূষা দ্রষ্টব্য।

(খ) স্বার্থপর্যবসায়িনাং পদানামাকাঙ্ক্ষাদিবশাদ্ যঃ পরস্পরসম্বন্ধঃ সা ব্যপেক্ষা। বাক্য সম্বন্ধে বার্ত্তিক—'আখ্যাতং সাব্যয় কারকবিশেষণং বাক্যম্। অপর আহ, আখ্যাতসবিশেষণম্ ইত্যেব। সর্বাণি হ্যেতানি ক্রিয়াবিশেষণানি। একতিঙ্ বাক্যম্'। ভাষ্য, ২।১।১, 'বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তো পদোচ্চয়ঃ'। সমাস ও বাক্যের প্রভেদ সম্বন্ধে মহাভাষ্য, "সুবলোপব্যবধানযথেষ্টমন্তরেণাভিসম্বন্ধঃ স্বরসংখ্যাবিশেষো ব্যক্তাভিধানং উপসর্জ্জনবিশেষণং চযোগবাচনানর্থক্যং চ স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ।"

---

(১১) মুষ্টামুষ্টি অপাণিনীয়। (১২) সুগন্ধ অর্থ যেখানে গন্ধ 'একান্ত' নহে, 'গন্ধস্যেত্বে তদেকান্তগ্রহণম্।' অন্যত্র 'সুগন্ধি'।

(গ) নৈয়ায়িকমত যথা, সমাসে (=বিগ্রহবাক্যে) ন শক্তির্লক্ষণা বাক্যত্বাৎ। শক্তিলক্ষণান্যতর সম্বন্ধস্তু পদনিষ্ঠ এব তদর্থাবগতিস্তু ক্বচিৎ পূর্বপদে ক্বচিদুত্তরপদে ক্বচিদুভয়পদে বা লক্ষণয়েতি। সমাসকরণঞ্চ পদসংস্কারার্থমেবেতি জ্ঞেয়ম্। (সারমঞ্জরী)

কেবলমাত্র 'ব্যপেক্ষা' দ্বারা সমাস হয় না। 'ব্যপেক্ষায়াং সামর্থ্যে যোঽসাবেকার্থীভাবকৃতো বিশেষঃ স বক্তব্যঃ', ভাষ্য। 'ঈদূতৌ চ সপ্তম্যর্থে', ১।১।১৯ সূত্রের ভাষ্য ও কৈয়ট দ্রষ্টব্য। ব্যপেক্ষাবাদীরা সমাসশক্তি মানেন না, তাহা না মানিলে বহুব্রীহিসমাসে অন্যপদার্থ-বোধের ব্যাখ্যা করা শক্ত হয়। চিত্রগু শব্দে লক্ষণা দ্বারা চিত্র অর্থ চিত্রস্বামী বা গো অর্থ গোস্বামী কল্পনাও কষ্টকল্পনা।

'সমর্থ' সূত্রের ভাষ্য অবশ্য দ্রষ্টব্য। কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে, একার্থীভাবো বা সামর্থ্যং স্যাদ্ব্যপেক্ষা বেতি। তত্রৈকার্থীভাবে সামর্থ্যেঽধিকারে চ সতি সমাস একঃ সংগৃহীতো ভবতি বিভক্তিবিধানং পরাঙ্গবদ্ভাবশ্চাসংগৃহীতঃ। ...পরস্পরব্যপেক্ষাং সামর্থ্যমেকে...ইহ রাজ্ঞঃ পুরুষ ইত্যুক্তে রাজা পুরুষমপেক্ষতে মমায়মিতি পুরুষোঽপি রাজানমপেক্ষতে অহমস্যেতি। যদা তাবদেকার্থীভাবঃ সামর্থ্যস্তদৈবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে সঙ্গতার্থঃ সমর্থঃ সংসৃষ্টার্থঃ সমর্থ ইতি...যদা ব্যপেক্ষা সামর্থ্যং তদৈবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে-সংপ্রেক্ষিতার্থঃ সমর্থঃ, সংবদ্ধার্থঃ সমর্থঃ। কঃ পুনরিহ সংবধ্নাত্যর্থঃ ব্যতিষঙ্গঃ, সম্বন্ধ ইত্যুচ্যতে যো রজ্জ্বাঽয়সা বা কীলে ব্যতিষক্তো ভবতি...ইত্যাদি।

অপর আহ ভেদসংসর্গৌ বা সামর্থ্যমিতি। কঃ পুনর্ভেদো সংসর্গো বা? ইহ রাজ্ঞ ইত্যুক্তে সর্বং স্বং প্রসক্তং, পুরুষ ইত্যুক্তে সর্বঃ স্বামী প্রসক্তঃ। ইহেদানীং রাজপুরুষমানয় ইত্যুক্তে রাজা পুরুষং-নির্বর্তয়ত্যন্যেভ্যঃ স্বামিভ্যঃ পুরুষোঽপি রাজানমন্যেভ্যঃ স্বেভ্যঃ। এবমেতস্মিন্নুভয়তো ব্যবচ্ছিন্নে যদি স্বার্থং জহাতি কামং জহাতু। ন জাতুচিৎ পুরুষমাত্রস্যানয়নং ভবতি।

'সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ' এবিষয়ে ভাষ্যকার বলেন "প্রধানমত্র সাপেক্ষং, ভবতি চ প্রধানস্য সাপেক্ষস্য সমাসঃ দেবদত্তস্য গুরুকুলম্, অত্র বৃত্তির্ন প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ, সমুদায়াপেক্ষাত্র ষষ্ঠী সর্বং গুরুকুলমপেক্ষতে। যত্র তর্হি ন সমুদায়াপেক্ষা ষষ্ঠী তত্র বৃত্তির্ন প্রাপ্নোতি, কিমোদনঃ শালীনাম্, সুক্ত্বাঢ়কমাপনীয়ানাম্, কুতো ভবান্ পাটলিপুত্রকঃ ইতি। যত্র চ গমকো ভবতি তত্র

বৃত্তিঃ তদ্যথা দেবদত্তস্য গুরুকুলং দেবদত্তস্য গুরুপুত্রো দেবদত্তস্য দাসভার্য্যেতি। যদি গমকত্বং হেতুঃ নার্থঃ সমর্থগ্রহণেন। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। অস্ত্যসমর্থসমাসো নঞ্ সমাসো গমকঃ তস্য সাধুত্বং মাভূৎ। অকিঞ্চিৎকুর্বাণঃ, অমাষং হরমাণং, অগাধাদুৎসৃষ্টমিতি। অবশ্যং কস্যচিন্নঞ্ সমাসস্যাসমর্থসমাসস্য গমকস্য সাধুত্বং…বক্তব্যম্। অসূর্য্যম্পশ্যানি মুখানি, অপুনর্গেয়াঃ, অশ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণঃ… ।”

স্পষ্টভাবে না বলিলেও ভাষ্যকার জহৎস্বার্থাবৃত্তিরই অনুমোদন করিয়াছেন মনে হয়।

“কিং জহৎস্বার্থা বৃত্তির্ভবতি আহোস্বিদজহৎস্বার্থা? জহৎস্বার্থা… জহদপ্যসৌ স্বার্থং নাত্যন্তায় ত্যজতি যঃ পরার্থবিরোধী স্বার্থস্তং জহাতি। তদ্যথা, তক্ষা রাজকর্মণি প্রবর্ত্তমানঃ স্বং তক্ষকর্ম জহাতি নতু হিক্কিত শ্বসিতহসিতকণ্ডূয়নানি…অথবা পুনরস্ত্বজহৎস্বার্থা বৃত্তিঃ…এবং হি দৃশ্যতে নহি ভিক্ষুকোঽয়ং দ্বিতীয়াং ভিক্ষাং সমাসাদ্য পূর্বাং ন জহাতি সঞ্চয়ায়ৈব প্রবর্ত্ততে ‥।” গমকত্ব=বোধজনকত্ব (মঞ্জুষা ১৪২১)।

এ বিষয়ে ভর্ত্তৃহরির কয়েকটি প্রসিদ্ধ শ্লোক,

> “সম্বন্ধিশব্দঃ সাপেক্ষো নিত্যং সর্বঃ সমস্যতে।
> বাক্যবৎ সা ব্যপেক্ষা হি বৃত্তাবপি ন হীয়তে॥ বৃত্তি,” ৪৭
> “সমুদায়েন সম্বন্ধো যেষাং গুরুকুলাদিনা।
> সংস্পৃশ্যাবয়বাংস্তে তু যুজ্যন্তে তদ্বতা সহ॥ বৃত্তি,” ৪৮
> “অর্থস্য বিনিবৃত্তত্বাল্লুগাদি ন বিরুধ্যতে।
> একার্থীভাব এবাতঃ সমাসাখ্যো বিধীয়তে॥ বৃত্তি,” ৪৪
> “অবুধান্ প্রত্যুপায়াশ্চ বিহিতাঃ প্রতিপত্তয়ে।
> শব্দান্তরত্বাদত্যন্তং ভেদো বাক্যসমাসয়োঃ॥ বৃত্তি,” ৪৯
> অবুধান্ প্রতিবৃত্তিঞ্চ বর্ত্তয়স্তঃ প্রকল্পিতাম্।
> আহুঃ পরার্থবচনে ত্যাগাভ্যুচ্চয়ধর্মতাম্॥ বৃত্তি,” ৯৬

জহৎস্বার্থা তু তত্রৈব যত্র রূঢ়ি র্বিরোধিনী, বিস্তৃত আলোচনার জন্য মঞ্জুষা দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গতঃ বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকারিকার দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইতেছে—

> সমাসে খলু ভিন্নৈব শক্তিঃ পঙ্কজশব্দবৎ।
> বহূনাং বৃত্তিধর্মাণাং বচনৈরেব সাধনে।

---

* নাগেশ (পরমলঘুমঞ্জুষায়) বলিয়াছেন এই কারিকার প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি।

স্যান্মহদ্ গৌরবং তস্মাদেকার্থীভাব আশ্রিতঃ ॥
জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থে দ্বে বৃত্তী, তে পুনস্ত্রিধা ।
ভেদঃ সংসর্গ উভয়ং বেতি বাচ্যব্যবস্থিতেঃ ॥

ব্যাখ্যার জন্য ভূষণমঞ্জুষাদি দ্রষ্টব্য ।

বাক্য ও সমাসের প্রভেদ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের উদ্ধৃত বার্ত্তিক (খ) প্রমাণে পাওয়া যাইবে। বাক্য অর্থ বিগ্রহ বাক্য।

(ঘ) অত্র ভগবচ্ছব্দাৎ শিবপদেন ভগবচ্ছব্দস্য সমাসশ্চ যুগপদেব বোধ্যম্। (শব্দেন্দু, ২।১।১)। এতদ্ভাষ্যপ্রামাণ্যাদেব গমকত্বাদ্বৃত্তিঃ অন্যথা ভগবৎপদার্থস্য শিবরূপবিশেষ্যসাপেক্ষত্বেন সামর্থ্যাদ্বৃত্তির্ন স্যাৎ, (উদ্যোত, ৫।২।৭৬)। অন্য পক্ষে কৈয়ট, 'শিবস্য ভাগবত ইতি ষষ্ঠী সমাসঃ। অবয়বসংস্পর্শদ্বারেণ সমুদায়ার্থবিশেষণাচ্ছিবো ভগবান্ ভক্তির্যস্য স প্রতীয়তে।'

(ঘ) "সুপাং সুপা তিঙা নাম্না, ধাতুনাথ তিঙা তিঙা ।
সুবন্তেনেতি বিজ্ঞেয়ঃ সমাসঃ ষড়্বিধো বুধৈঃ ॥" বৈ. সি. কা.
পূর্বমধ্যান্ত্যসর্বান্য পদপ্রাধান্যতঃ পুনঃ ।
প্রাচ্যৈঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ সমাসো বাভটাদিভিঃ ॥
স চায়ং ষড়্বিধঃ কর্মধারয়াদিপ্রভেদতঃ ।
যশ্চোপপদসংজ্ঞোঽন্যস্তেনাসৌ সপ্তধা মতঃ ॥ শব্দশক্তি-প্রকাশিকা

(চ) অবিগ্রহো নিত্যসমাসঃ অস্বপদবিগ্রহো বা, (সিদ্ধান্তকৌমুদী)
বিভক্তিমাত্রপ্রক্ষেপান্নিজান্তর্গতনামসু ।
স্বার্থস্যাবোধবোধাভ্যাং নিত্যানিত্যসমাসকৌ ॥ শব্দশক্তি-প্রকাশিকা

শব্দশক্তিপ্রকাশিকাকারের মতে ইহা জয়াদিত্যরচিত ।

(ছ) 'অশ্বঘাস' 'ধর্মনিয়ম' ইত্যাদিতে, সম্বন্ধসামান্যে তু ষষ্ঠীং বিধায় সমাসঃ কর্ত্তব্যঃ, চতুর্থীসমাসস্য প্রকৃতিবিকারভাব এব বিধানাৎ (কৈয়ট, পস্পশা)। চতুর্থীতি যোগবিভাগো ন ভাষ্যারূঢ়ঃ। সুপ্সুপেতি সমাস ইত্যপ্যগতিকগতিরিত্যেব ব্যাখ্যাতম্ (উদ্যোত)

এসম্বন্ধে শ্লোকবার্ত্তিক, প্রতিজ্ঞাসূত্র ১১৮-১২১ দ্রষ্টব্য ।

"ধর্মায়েতি তু তাদার্থ্য ষষ্ঠী বৃত্তেতি কথ্যতে" ঐ, ১১৯ ।

মহাভাষ্যকার পস্পশায় বলিয়াছেন, 'কিমিদং ধর্মনিয়মইতি ? ধর্মায় নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ, ধর্মার্থো বা নিয়মঃ ধর্মনিয়মঃ ইত্যাদি, এইরূপ

বৃত্তয়ে সমবায়ঃ' বস্তুতঃ 'বলিরক্ষিতগ্রহণং প্রপঞ্চার্থম্' বলিলেই লাঘব হইত। গুরুপদহালদার, ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, ২১৯-২২৩ দ্রষ্টব্য।

(জ) যস্মান্নির্ধার্যতে যশ্চৈকদেশো নির্ধার্যতে যশ্চ নির্ধারণহেতুরেতৎ ত্রিয়সন্নিধানে নির্ধারণং ভবতীতি। কৈয়ট, ৫।৩।৫৭।

(ঝ) অধিকরণ অর্থ বাচ্য। অধিকরণ অর্থ দ্রব্যও হয় (২।৪।১৫, ৫।৩।৪৩ ও তত্তৎ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। 'ভিন্নপ্রবৃত্তিপ্রযুক্তস্যানেকস্য শব্দস্যৈকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যমুচ্যতে' কৈয়ট, ১।২।৪২, অর্থাৎ একবিভক্ত্যন্তানামেকার্থনিষ্ঠত্বম্।

(ঞ) সমুচ্চয়ান্বাচয়েতরেতরযোগসমাহারাশ্চার্থাঃ। তত্র সমুচ্চয়ান্বাচয়য়োরসামর্থ্যান্ন সমাসঃ, কাশিকা, ২।২।২৯। যদা পরস্পরনিরপেক্ষা পদার্থাঃ ক্রিয়ায়াং সমুচ্চীয়ন্তে তদা সমুচ্চয়শ্চার্থঃ (কৈয়ট) ভাষ্যের উদাহরণ 'প্লক্ষশ্চেত্যুক্তে গম্যতে, এতৎ ন্যগ্রোধশ্চ।'

"সমুচ্চিত্তিঃ সমুচ্চয়ঃ। সাধনমেকং ক্রিয়াং বা প্রতি ক্রিয়াসাধনানামাত্মরূপভেদেন চীয়মানতানেকত্বমিতি যাবৎ। স পুনস্তস্য বলানামনিয়তক্রম-যৌগপদ্যানামেব ভবতি যথা গামশ্বং পুরুষং পশুঞ্চাহরহর্নয়মানো বৈবস্বত স্তৃপ্তিং নোপযাতীতি। অন্বাচয়ো যত্রৈকস্য প্রাধান্যম্ ···যথা ভিক্ষামট গাঞ্চানয়েতি।···পরস্পরাপেক্ষাণামবয়বভেদানুগত ইতরেতরযোগঃ, যথা দেবদত্তযজ্ঞদত্তাভ্যামিদং কার্যং কর্ত্তব্যম্। পরস্পরাপেক্ষাণামেব তিরোহিতাবয়বভেদঃ সংহতিপ্রধানঃ সমাহারো যথা ছত্রোপানহম্ ···।" (ন্যাস)।

ইতরেতবযোগে সাহিত্যং বিশেষণং দ্রব্যংতু বিশেষ্যম্, সমাহারেতু সাহিত্যং প্রধানং দ্রব্যং বিশেষণমিতি বিবেক্তব্যম্, (তত্ত্ববোধিনী)। ইহা মঞ্জুষাকারের মতে ভাষ্য মতের বিরোধী।

"সমাস ইতি চেৎ স্বরসমাসান্তেষু দোষঃ" (বার্ত্তিক, ১।২।৬৪)। সমাস স্বীকার করিলে পথিন্ শব্দের দ্বিবচন ও বহুবচনে পন্থানৌ পন্থানঃ না হইয়া ৫।৪।৭৪ সূত্রানুসারে সমাসান্ত অ-প্রত্যয়যোগে পথৌ পথাঃ এইরূপ হইবে। এবং ৬।১।২২৩ সূত্রানুসারে পন্থানৌ পন্থানঃ শব্দ অন্তোদাত্ত হইবে, যাহা অনভিপ্রেত, "ইহ সর্বত্রৈকশেষে কৃতেঽনেক সুবন্তাভাবাদ্ দ্বন্দ্বো ন। তেন 'শিরাংসি' ইত্যাদৌ সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তঃ প্রাণ্যঙ্গত্বাদেকবদ্ভাবশ্চ ন। পন্থানৌ পন্থান ইত্যাদৌ সমাসান্তো ন।" সিদ্ধান্তকৌমুদী।

কৌমারগণ বলেন পিতৃ অর্থ পিতা এবং মাতা, শ্বশুর অর্থ শ্বশুর ও

শ্বশ্রূ, ভ্রাতৃ অর্থ ভ্রাতা ও ভগিনী ইত্যাদি ; এজন্য পিতরৌ শ্বশুরৌ ভ্রাতরৌ ইত্যাদিতে একশেষ না মানিলেও চলে। 'কৌমারাস্তু পিতরাবিত্যত্র নৈকশেষঃ পরন্তু পুষ্পবন্তাদিপদবৎ মাতৃত্বপিতৃত্বাভ্যাং বিভিন্নরূপাভ্যামেকশক্তিমদেব নিয়তদ্বিবচনান্তং পিতৃপদং প্রকৃত্যন্তরম্। এবং শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরশ্চেত্যর্থে শ্বশুরৌ...' শব্দশক্তিপ্রকাশিকা। ভাষ্যকারের মতও অনুরূপ। ১।২।৬৮, ৭০,৭১ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ত্রিপদবহুব্রীহি না করিয়া চিত্রা চাসৌ গৌশ্চ প্রথমে এইরূপ কর্মধারয় সমাস করিলে রূপ হয়, 'জরচ্চিত্রগবীকঃ'। চিত্রা চাসৌ গৌশ্চ চিত্রগবী, জরতী চিত্রগবী যস্য স 'জরচ্চিত্রগবীকঃ'।

"যঃ স্বার্থঘটকার্থস্য স্বার্থান্বয়িনি বোধনে।

অনুকূলো বহুব্রীহিঃ স তয়োরথবাদিমঃ॥" শব্দশক্তিপ্রকাশিকা

ন্যায়কোশে 'তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান' শব্দের তিন প্রকার অর্থ দেওয়া হইয়াছে —

১। তস্য স্বার্থগুণীভূতস্য সম্যক্ বিশেষ্যবিধয়া বিজ্ঞানং যস্মাৎ,

২। তস্য সমস্যমানপদার্থস্য গুণীভূতস্যাপি সম্যক্ বিশেষ্যবিধয়া বিজ্ঞানং যস্মাৎ,

৩। যো বহুব্রীহিঃ স্বার্থস্যান্বয়িনি স্বার্থঘটকস্যার্থস্যাপ্যর্থস্যান্বয়-বোধনে সমর্থ সঃ ইতি প্রাচীনাঃ।

অষ্টম অধ্যায়

তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রাতিপদিক ও ধাতুর উত্তর নানা প্রত্যয় হইতে পারে। প্রাতিপদিক সুপ্ আদি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া সুবন্ত পদ হয়, এবং ধাতু তিঙ্ আদি প্রত্যয়যুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদে পরিণত হয়। প্রাতিপদিক প্রথমতঃ কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ধাতু। প্রাতিপদিকের সহিত স্ত্রীপ্রত্যয় বা তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে নূতন প্রাতিপদিকের উৎপত্তি হয়। অন্যপক্ষে প্রাতিপদিক ক্যঙ্ ক্যচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া ধাতুতে পরিণত হয়। এইরূপ সন্ যঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের যোগে ধাতু অন্য ধাতুতে পরিণত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সমাসবদ্ধ শব্দের উত্তর কয়েকটি প্রত্যয় হয়, যেমন পদ্মনাভে অচ্ প্রত্যয়, হস্তাহস্তিতে ইচ্ প্রত্যয়। 'সমাসান্ত' প্রত্যয়ও মূলতঃ তদ্ধিত প্রত্যয়।

'অষ্টাধ্যায়ী'তে তদ্ধিত প্রত্যয় সম্বন্ধে প্রায় একহাজার সূত্র আছে, বার্ত্তিকের সংখ্যাও অনেক, গণও প্রায় একশত। সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতিতে তদ্ধিত প্রকরণ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, যথা

(১) অপত্যাধিকার ৪।১।৮৭-১৮৮	(৮) আর্হীয় ৫।১।১৮-৭১
(২) চাতুরর্থিক ৪।২।১-৯১	(৯) প্রাগ্ বতীয় (ঠঞ্) ৫।১।৭২-১১৪
(৩) শৈষিক ৪।২।৯২-৪।৩।১৩৩	(১০) ভাবকর্মাধিকার ৫।১।১১৫-১৬৬
(৪) প্রাগ্ দীব্যতীয় ৪।৩।১৩৪-১৬৮	(১১) পাঞ্চমিক ৫।২।১—৪৪
(৫) প্রাগ্ বহতীয় (ঠক্) ৪।৪।১-৭৪	(১২) মত্বর্থীয় ৫।২।৪৫-১৪০
(৬) প্রাগ্ হিতীয়(যৎ) ৪।৪।৭৫-১০৯	(১৩) প্রাগ্ দিশীয় ৫।৩।১-২৫
(৭) ছ-যদ্বিধি (ছ, যৎ) ৫।১।১-১৭	(১৪) প্রাগ্ ইবীয় ৫।৩।২৬-৯৫
	(১৫) স্বার্থিক ৫।৩ ৯৬-৫।৪।৬৭

বিরাট্ তদ্ধিতপ্রকরণের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এক অধ্যায়ের ক্ষুদ্র-পরিসরের মধ্যে করা সম্ভব নহে, এজন্য কয়েকটি বিষয়ে সামান্য আলোচনা করিয়াই অধ্যায় শেষ করিতে হইবে।

অপত্য দুইপ্রকার, 'অনন্তরাপত্য' অর্থাৎ পুত্র, ও গোত্রাপত্য অর্থাৎ পৌত্র প্রভৃতি বংশধর। গোত্রাপত্য আবার 'বৃদ্ধ ও 'যুব' ভেদে দুইপ্রকার। পিত্রাদি পূর্বপুরুষ বা জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা জীবিত থাকিলে

প্রপৌত্রাদির 'যুব' সংজ্ঞা হয়, বয়োজ্যেষ্ঠ সপিণ্ড জীবিত থাকিলে এই যুবসংজ্ঞা বিকল্পে হয়। আবার, নিন্দা বুঝাইলে 'যুবা' 'বৃদ্ধ' হয় এবং পূজা বুঝাইলে 'বৃদ্ধ' 'যুবা' হয়। যথা, গর্গের পুত্র গার্গি, পৌত্র গার্গ্য প্রপৌত্র গার্গ্যায়ন (যুব) অথবা গার্গ্য (বৃদ্ধ) ; স্ত্রীলিঙ্গে প্রপৌত্রী গার্গ্যী। ছাত্র পুত্রকল্প, এজন্য গার্গ্যায়ণের ছাত্র গার্গীয় বা গার্গ্যায়ণীয়। বহুবচনে গর্গাঃ, স্ত্রীলিঙ্গে গার্গ্যঃ। সৌভাগ্যের বিষয় গোত্রপ্রত্যয় সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি সূত্র আছে। পরবর্ত্তী অনেক ব্যাকরণেই অপত্য প্রত্যয় সম্বন্ধে এত সূক্ষ্ম বিচার করা হয় নাই।

কতকগুলি ক্ষত্রিয়বাচক শব্দ জনপদবাচকও বটে। জাতি হইতেই দেশের নাম হইয়াছে মনে হয়। 'অঙ্গ' 'বঙ্গ' প্রভৃতি জাতি বাস করে বলিয়া দেশেরও নাম অঙ্গ বঙ্গ ইত্যাদি। পঞ্চাল জাতীয় ক্ষত্রিয়ের পুত্র অথবা পঞ্চাল দেশের রাজা, উভয়ই পাঞ্চাল ; এইরূপ 'বৈদেহ' 'মাগধ' 'আঙ্গ' 'বাঙ্গ' ইত্যাদি। ঞ্যঙ্ প্রত্যয়ে 'আবন্ত্য' 'কৌন্ত্য' 'পাণ্ড্য ; 'ণ্য প্রত্যয়ে' 'নৈষধ্য,' 'কৌরব্য'। প্রত্যয়ের লোপ হওয়ায় 'কম্বোজো রাজা ;' এইরূপ 'চোলঃ' 'কেরলঃ' 'শকঃ' 'যবনঃ' রাজা। স্ত্রীলিঙ্গে কোন কোনস্থলে প্রত্যয়ের লোপ হয়, যথা, 'শূরসেনী' 'মদ্রী' কিন্তু 'আম্বষ্ঠ্যা' 'পাঞ্চালী' 'বৈদেহী' 'মাগধী' 'কৈকয়ী'। দশরথের পুত্র 'দাশরথ', নিষধজাতির রাজা 'নৈষধ' ইত্যাদি সাক্ষাৎভাবে পাণিনীয় সূত্র সম্মত নহে।[১]

'চাতুরর্থিক' অর্থ—'তদস্মিন্নস্তীতি দেশে তন্নাম্নি' 'তেননির্বৃত্তম্' 'তস্যনিবাসঃ', 'অদূরভবশ্চ', পা. ৪।২।৬৭-৭০, প্রধানতঃ এই চারিটি অর্থে বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়। সাধারণতঃ এই কয় অর্থে অণ্ প্রত্যয়ই হয়। 'শৈষিক' ও 'প্রাগ্‌দীব্যতীয়' প্রত্যয়ও সাধারণভাবে অণ্। 'দাশরথ' শব্দে অণ্ 'শৈষিক', কারণ অপত্যার্থে 'দাশরথি হইবে। (গ)

'প্রাগ্ দীব্যতীয়' প্রকরণে প্রধানতঃ বিকারার্থক প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। 'প্রাগ্ ইবীয়' প্রকরণে প্রধানতঃ তদ্ধিতান্ত অব্যয়ের ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে। যথা, যতঃ, কুত্র, ইহ, ক্ব, সর্বদা, অধুনা, ইদানীম্, অদ্য, যথা, কথম্, পুরঃ, অধঃ, দক্ষিণতঃ, প্রাচ্, উপরি, পশ্চাৎ উত্তরেণ, দক্ষিণা, দ্বেধা, উচ্চৈস্তমাম্ ইত্যাদি। বিশেষ বিবরণের জন্য 'কাশিকা' অথবা 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' দ্রষ্টব্য।

---

(১) এইরূপ 'বন্য' 'শাশ্বত' 'শার্বর' 'স্বকীয়' 'কেকয়ী' প্রভৃতি শব্দ পাণিনীয় কিনা সন্দেহ। (গ)

স্বার্থিক প্রত্যয়ের যোগে অর্থের পরিবর্তন হয় না, কিন্তু কখনও কখনও লিঙ্গ বচনের ব্যতিক্রম হয়, [২] যথা দেব এব দেবতা, দেবতা এব দৈবতম্। এইরূপ কুটী, কুটীরং ; ওষধিঃ, ঔষধম্ ; ইতিহ, ঐতিহ্যম্ ; প্রজ্ঞঃ, প্রাজ্ঞঃ ; বন্ধুঃ, বান্ধবঃ ; মৃৎ, মৃত্তিকা ; চোরঃ, চৌরঃ ; সেনা, সৈন্যম্ ; ত্রিলোকী, ত্রৈলোক্যম্ ; সমীপম্, সামীপ্যম্ ; ইত্যাদি।

"তস্য ভাব" অর্থে ত্ব, তল্, ইমনিচ্ ও ষ্যঞ্ প্রত্যয় হয়। যথা, গোত্বম্, অশ্বতা, মহিমা, গরিমা, দার্ঢ্যং, শৌক্ল্যং ইত্যাদি। ভাব ও ক্রিয়াকর্ম বুঝাইলে 'গুণবাচক' ও ব্রাহ্মণাদি শব্দের উত্তর ষ্যঞ্ হয়। জড়স্য ভাবঃ কর্ম বা জাড্যং, ব্রাহ্মণ্যম্, ইত্যাদি (ঘ) [৩]

'ভাব' অর্থ অভিপ্রায় বা অবস্থা নহে। 'কাশিকা' মতে (৫।১।১১৯) ভাব অর্থ 'শব্দস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তম্'। জাতি গুণ ক্রিয়া প্রভৃতিকে এক কথায় গুণ বলা হইয়াছে। 'গো' বলিতে যে বিশেষ একপ্রকার পশুকে বুঝায়, তাহার কারণ ঐ পশুতে কতকগুলি বিশেষ গুণের সমষ্টি আছে যাহাকে সংক্ষেপে 'গোত্ব' বলা যাইতে পারে। 'গো' বলিতে যে গুণসমষ্টির বোধ হয় তাহাই গো শব্দের 'ভাব' বা 'গোত্ব' ; অথবা যে গুণসমষ্টিকে 'গোত্ব' বলা হইতেছে, তাহা যাহাতে আছে তাহাই 'গো' শব্দ বাচ্য। 'যস্য গুণস্য ভাবাদ্‌দ্রব্যে শব্দনিবেশঃ তদভিধানে ত্বতলৌ (বার্ত্তিক)।

এই 'ভাব' নানাপ্রকারের হইতে পারে, যেমন, 'জাতিত্ব' (অশ্বত্ব, গোত্ব), 'স্বরূপত্ব' (চৈত্রত্ব, শব্দত্ব), 'গুণত্ব' বা 'বিশেষণত্ব' (শুক্লত্ব), দ্রব্যসম্বন্ধ (দণ্ডিত্ব), 'কর্তৃত্বরূপসম্বন্ধ' (পাচকত্ব), 'কর্মত্বরূপসম্বন্ধ' (পচ্যমানত্ব), জন্যত্বরূপসম্বন্ধ (উপগবত্ব) 'স্বত্বরূপসম্বন্ধ' (রাজপুরুষত্ব) ইত্যাদি। বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'মঞ্জুষা' (১১৪২—৪৯ পৃঃ), বিশেষতঃ ৫।১।১১৯ সূত্রের ভাষ্য, প্রদীপ ও উদ্যোত দ্রষ্টব্য। (ঘ)

'তদস্যাস্তি অস্মিন্', 'ইহার ইহা ইহাতে আছে' এই অর্থে 'মতুপ্' (মৎ) প্রত্যয় হয়, (পা. ৫।২।৯৪)। কোন কোন ক্ষেত্রে ম স্থলে ব হয়,

(২) স্বার্থিকাশ্চ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনান্যনুবর্ত্তন্তে···আচার্যপ্রবৃত্তি র্জ্ঞাপয়তি 'স্বার্থিকা অতিবর্ত্তন্তেঽপি লিঙ্গবচনানী'তি, যদয়ং 'শচঃ স্ত্রিয়ামঞ্' ইতি স্ত্রীগ্রহণং করোতি। ভাষ্য ৫।৩।৬৮

(৩) 'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ' ৫।১।১১৯ ; 'গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্মণি চ', ৫।১।১২৪]

অর্থাৎ ‘মতুপ্’ স্থলে ‘বতুপ্’ প্রত্যয় হয়। যথা গোমান্, বিদ্যুন্মান্ কিন্তু জ্ঞানবান্ ভাস্বান্ ইত্যাদি। ৪

মত্বর্থীয় অন্য প্রত্যয়—বিনি, মেধাবী; উর, দন্তুর; এইরূপ বাতূল (উল), ফেনিল (ইল), গড়ুল (ল), লোমশ (শ), অঙ্গনা (ন), মধুর (র) দ্রুম (ম), কেশব (ব), কৃষীবল (বল), সুখী (ইন্), হস্তী (ইন্), ইত্যাদি।

‘তদস্যাস্মিন্নস্তীতি’ এই অর্থে মত্বর্থীয় প্রত্যয় হয় এই সাধারণ নিয়ম থাকিলেও, ‘ভূম’, ‘নিন্দা’, ‘প্রশংসা’ প্রভৃতি বিশেষ অর্থ সূচনা করিতেই মত্বর্থীয় প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়।

‘ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে।
সংসর্গেঽস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ॥ ভাষ্য, ৫।২।৯৪

ভূমা—গোমান্, যবমান্; নিন্দা-ককুদ্মতী কন্যা; প্রশংসা-রূপবান্, বর্ণবান্; নিত্যযোগ-ক্ষীরিণো বৃক্ষাঃ, কণ্টকিনো বৃক্ষাঃ; অতিশয়-উদরিণী কন্যা; সংসর্গ-দণ্ডী, ছত্রী। যাহার অনেক গরু আছে সেই গোমান্; যাহার বিশিষ্টরূপ আছে, সেই রূপবান্; যে কন্যার উদর অতি প্রকাণ্ড বা নিন্দনীয় সেই উদরিণী; যে সর্বদা দণ্ড বা ছত্র ধারণ করে সেই দণ্ডী বা ছত্রী।

প্রশ্ন হইতে পারে, সূত্রে ‘অস্তি’ এই বর্ত্তমানকালিক ধাতুর প্রয়োগের জন্য ‘গোমান্ আসীৎ’ ‘গোমান্ ভবিষ্যতি’ এইরূপ প্রয়োগ শুদ্ধ কিনা। ইহার সমাধানে ভাষ্যকার বলিতেছেন, এক্ষেত্রে ‘গো’র বর্ত্তমানতা (সত্তা) বুঝাইতেছে না, ‘গোযুক্তত্ব’র তদানীন্তন বর্ত্তমানতা (গোমৎসত্তা) বুঝাইতেছে। এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারের জন্য ‘মঞ্জুষা’ দ্রষ্টব্য।(৬)

ক্রিয়াযোগে তুল্যার্থে বতি (বৎ) প্রত্যয় হয়—তেন তুল্যং ক্রিয়া চেদ্বতিঃ’ ৫।১।১১৫। ব্রাহ্মণবৎ বর্ত্ততে, অর্থাৎ যথা ব্রাহ্মণো বর্ত্ততে তথৈব বর্ত্ততে। “তত্র তস্যেব”, ৫।১।১১৬, অনুসারে ক্রিয়ার প্রয়োগ না হইলেও, মথুরায়ামিব ‘মথুরাবৎ’ স্রুঘ্নে প্রাকারঃ; চৈত্রস্যেব ‘চৈত্রবন্’ মৈত্রস্য ভাবঃ’ এইরূপ ক্ষেত্রেও বতি প্রত্যয় হয়। অন্যত্র পুত্রেণ তুল্যঃ স্থূলঃ, ব্রাহ্মণায়ৈব রামায় দদাতি এই সকল ক্ষেত্রে সূত্রানুসারে বতি প্রত্যয় হইবে না। কিন্তু ‘অরবিন্দবৎ সুন্দরং মুখং’ এইরূপ গুণ (স্থল বিশেষে দ্রব্য) সাদৃশ্যেও বতি প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়।

'ভবতি' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়া এই সকল প্রয়োগের সাধুত্ব সমর্থন করা হয়। (চ)

ময়ট্ প্রত্যয় নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'তত আগতঃ' (৪।২।৮২) এই অর্থে 'দেবদত্তময়ম্'। এইরূপ প্রয়োগ বিরল।" বিকার ও অবয়ব অর্থেও ময়ট্ হয়, 'ময়ড্‌বৈতয়োর্ভাষায়ামভক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ' (৪।৩।১৪৩), যথা, 'স্বর্ণময়ম্' 'বিল্বময়ম্' কিন্তু 'মৌদগঃ সূপঃ,' 'কার্পা-সমাচ্ছাদনম্'। পাণিনির মতে এইরূপ প্রয়োগ ভাষাতেই হয়, বেদে হয় না। কিন্তু 'আনন্দময়' এই শব্দে ময়ট্ প্রত্যয় বিকার অর্থে হয় নাই, প্রাচুর্যার্থে হইয়াছে। বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন, প্রাচুর্যাৎ (১।১।১৩) এই বেদান্তসূত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে বেদান্তসূত্রকর্ত্তা বাদরায়ণের মতে বেদেও বিকার অর্থে ময়ট্ হইতে পারে। এই দুই মুনির মত বিরোধের সমাধান করিতে ভট্টোজী দীক্ষিত 'প্রৌঢ়মনোরমা'য় অনেক কথা লিখিয়াছেন। সার কথা, 'সর্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পন্তে', এজন্য সূত্রে ভাষায়াম্ শব্দটী নিষ্প্রয়োজন। প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় সম্বন্ধে সূত্র, "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" (৫।৪।২১)। প্রকৃত অর্থ প্রাচুর্য-বিশিষ্ট বস্তু বা 'প্রাচুর্যেন প্রস্তুতম্' (কাশিকা)। (ছ)

সাদৃশ্যার্থে (ইবার্থে) ঈয় (ছ) প্রত্যয়ে 'কুশাগ্রীয়া' বুদ্ধিঃ (৫।৩।১০৫)। সমাসবদ্ধশব্দের উত্তর 'সমাসাচ্চ তদ্বিষয়াৎ' ৫।৩।১০৬ সূত্রানুসারে 'কাকতালীয়', 'অজাকৃপাণীয়'। কাক তালগাছের মূলে আসিবামাত্র একটি তাল পড়িয়া গেল, এখানে কাক আসিবামাত্র তালের পতন, অতর্কিতোপনত আকস্মিক বা accidental. দেবদত্ত এক নির্জন স্থানে বেড়াইতে গেল, ঠিক ঐ সময় একটি চোর আসিয়া তাহাকে হত্যা করিল, এই ব্যাপারও 'অতর্কিতোপনত' আকস্মিক বা accidental. এইজন্য বলা যায় কাকতালীয়ো দেবদত্তস্য বধঃ।[৩] এখানে লক্ষণাদ্বারা, কাক অর্থ কাকের তালমূলে আগমন, তাল অর্থ তালের পতন। সমাসে কাক অর্থ কাকের তালমূলে আগমনের ন্যায় দেবদত্তের আগমন, তাল অর্থ তালের পতনের ন্যায় চোরের আগমন। সুপ্‌সুপা সমাস। কাকতালসমাগমসদৃশ দেবদত্তচোরসমাগম, কাক-মরণসদৃশ দেবদত্তের মরণ, এই দুই সাদৃশ্য বুঝাইতে ঈয় প্রত্যয় হইয়াছে। স্তম্ভে কৃপাণ ঝুলান ছিল, ছাগল স্তম্ভমূলে আসিবামাত্র

---

(৪) 'তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্' ৫।২।৯৪ ; 'মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ' 'ঝয়ঃ' 'সংজ্ঞায়াম্', ৮।২।৯-১১ ইত্যাদি।

কৃপাণ ছিঁড়িয়া পড়ায় ছাগলের গলা কাটিয়া গেল, এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুকে 'অজাকৃপাণীয়' মরণ বলা যাইতে পারে। (জ)

তিঙন্ত পদের উত্তরও তদ্ধিতপ্রত্যয় হয়, যেমন দ্রব্যপ্রকর্ষে পচতিতরাম্ পচন্তিতমাম্ (৫।৩।৫৬, ৫।৪।১১), পচতিরূপম্ (৪।৩।৬৬) এইরূপ কল্পতিদেশ্যম্, কল্পতোদেশীয়ম্ (৫।৩।৬৭)। আবার কৃ ভূ অস্তি এই তিন ধাতুর প্রয়োগে চ্বি, ডাচ্ প্রভৃতি তদ্ধিতপ্রত্যয় হয়, তদ্ধিতান্ত শব্দ শুক্লী, পটপটা প্রভৃতি অব্যয় এবং সমাস গতি সমাস। শুক্লীভবতি, পটপটাকরোতি, ব্রাহ্মণসাৎ করোতি ইত্যাদি। শুক্লী ভবতি ইত্যাদিতে 'অভূততদ্ভাব' অর্থ। পটপটাকরোতি, এখানে 'অনুকরণ' অর্থ।

ঞিৎ, কিৎ ও ণিৎ প্রত্যয় যোগে সাধারণতঃ শব্দের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়, যথা, দাশরথি (ইঞ্), বার্ষিক (ঠক্), ঔপগব (অণ্)। সমাসবদ্ধ শব্দের পক্ষেও একই নিয়ম, তবে কতকগুলি শব্দের দুই পদেরই প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা, অপরবার্ষিকম্, দ্বৈনৈষ্কিকঃ, প্রৌষ্ঠপাদঃ; সৌহার্দম্, সৌভাগ্যম্, সার্বভৌমঃ, পারলৌকিকঃ। গুরুলাঘবম্, পিতৃপৈতামহম্ প্রভৃতি শব্দের উত্তরপদবৃদ্ধি পাণিনীয় সূত্র দ্বারা সমর্থন করা যায় না। ভোজরাজ 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'এ 'গুরুলঘ্বাদীনাঞ্চ' এই সূত্র করিয়াছেন। 'ভাষাবৃত্তি'তে (৭।৩।১০ সূত্রের ব্যাখ্যায়) পুরুষোত্তম বলিতেছেন—"লক্ষণঞ্চৈতৎ, গুরুলাঘবম্, পিতৃপৈতামহম্। (ঝ)

প্রমাণ

(ক) 'গোত্রেঽলুগচি' 'যূনি লুক্' 'ফক্‌ফিঞোরন্যতরস্যাম্' 'একো গোত্রে' 'গোত্রাদ্যূন্যস্ত্রিয়াম্' 'গোত্রে কুঞ্জাদিভ্যশ্চফঞ্' (৪।১।৮৯-৯১, ৯৩-৯৪, ৯৮ ইত্যাদি ১১১ পর্যন্ত); ২।৪।৬৩-৬৯; অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্', 'জীবতি তু বংশ্যে যুবা', ভ্রাতরি চ জ্যায়সি' 'বান্যস্মিন্ সপিণ্ডে স্থবিরতরে জীবতি' 'বৃদ্ধস্য চ পূজায়াম্' 'যূনশ্চ কুৎসায়াম্', ৪।১।১৬২-৬৭

(খ) 'জনপদশব্দাৎ ক্ষত্রিয়াদঞ্' ৪।১।১৬৮ ইত্যাদি। 'ক্ষত্রিয়সমানশব্দাজ্জনপদশব্দাত্তস্য রাজন্যপত্যবৎ (বার্তিক)। 'কম্বোজাদিভ্যো লুগ্‌বচনং চোলাদ্যর্থম্ (বার্তিক ৪।১।১৭৫), স্ত্রী বুঝাইলে তদ্রাজপ্রত্যয়ের কোন কোন স্থলে লোপ হয় (৪।১।১৭৬-১৭৮)।

(৩) Jacob-এর 'লৌকিক ন্যায়াঞ্জলি' দ্রষ্টব্য।

'জনপদে লুপ্' ৪।২।৮১, পঞ্চালানাং নিবাসো জনপদঃ পঞ্চালাঃ, কুরবঃ, মৎস্যাঃ, অঙ্গাঃ, বঙ্গাঃ ইত্যাদি। বহুবচনে তদ্রাজ প্রত্যয়ের লোপ হয়, 'তদ্রাজস্য বহুষু তেনৈবাস্ত্রিয়াম্', ২।৪।৬২।

"কৈকয়ীত্যত্রতু জন্যজনকভাবলক্ষণে পুংযোগে ঙীষ্", (সিঃ কৌ) "কেকয়শব্দো মূলপ্রকৃতিরেবোপচারাৎ স্ত্র্যপত্যে বর্ত্ততে ইতি ন্যাসঃ, শার্ঙ্গরবাদিষু পঠ্যতে তেন ঙীন্," কেকয়ী, (দুর্ঘটবৃত্তি)। শুদ্ধরূপ কৈকেয়ী।

(গ) বন্য—অন্যেভ্যোঽপি (ক্ষীরস্বামী); দিগাদিত্বাৎ (মাধব)। পাণিনীয় দিগাদিগণে বনশব্দ নাই, পরন্তু দিগাদি আকৃতিগণ নহে। 'গণরত্নমহোদধি'তে দিগাদিগণে বনশব্দ আছে। 'শাশ্বতিক'—কালবাচী ঠঞ্ প্রত্যয়। ৬।৪।১৪৩এ ভাষ্যকার 'শাশ্বত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'শার্বর' সম্বন্ধে 'দুর্ঘটবৃত্তি' দ্রষ্টব্য। গহাদিগণে 'স্ব' শব্দ নাই, এজন্য পাণিনিমতে 'স্বকীয়' শব্দ বোধ হয় শুদ্ধ নহে। দুর্ঘটবৃত্তি ৪।২।১৩৮ দ্রষ্টব্য। ভট্টোজী দীক্ষিত গহাদিগণে 'স্বস্য চ' এই গণসূত্র স্বীকার করিয়াছেন। দেব হইতে দৈবকীয়। স্বীয়মিতি তু প্রাক্‌ক্রীতাচ্ছঃ (তত্ত্ব°)। দৈবানুগ্রহ ইতি ভাষ্যপ্রয়োগাদ্দৈবমিত্যপি সাধু; আগমশাস্ত্রস্যানিত্যত্বাৎ স্বীয়ম্, (বালমনোরমা)।

(ঘ) ভাব শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভাব শব্দের অর্থ, 'সত্তা', 'দ্রব্যাদি', 'ক্রিয়া বা ধাত্বর্থ', 'ভক্তি', 'হৃদগত অবস্থা' ইত্যাদি।

'ভাবো লীলাক্রিয়া চেষ্টাভূত্যভিপ্রায়জন্তুষু।
পদার্থমাত্রে সত্তায়ামাত্মযোনিস্বভাবয়োঃ ॥'

—বৈজয়ন্তী

ত্ব ও তল্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ বিষয়ে ভাব শব্দের অর্থ 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত', এই 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত' অর্থমূলক হইতে পারে, যথা, গোত্ব, এস্থলে জীববিশেষ এই অর্থে গো শব্দের প্রবৃত্তি হইয়াছে। অথবা 'প্রবৃত্তি' শব্দমূলকও হইতে পারে, যথা, 'কু'ত্ব ডিত্থত্ব;—কুত্ব অর্থ কুসংজ্ঞা, ডিত্থত্ব অর্থ ডিত্থ এই শব্দ। ভাষ্যে, এই দুই ব্যাখ্যার জন্য দুইটি বার্তিক—'যস্য গুণস্য ভাবাদ্ দ্রব্যে শব্দনিবেশস্তদভিধানে ত্বতলৌ'—অর্থাৎ ভাব=গুণসমষ্টি; 'যদ্বা সর্বে ভাবাঃ স্বেনার্থেন ভবন্তি স তেষাং ভাবঃ'।

'প্রয়োগোপাধিমাশ্রিত্য প্রকৃত্যর্থপ্রকারতাম্।
ধর্মমাত্রং বাচ্যমিতি যদ্বা শব্দপরাদমী ॥
জায়ন্তে তজ্জন্যবোধপ্রকারে ভাবসংজ্ঞিতে ॥' —বৈ. সি. কা. ৫০

৫।১।১১৯ সূত্রের ভাষ্যে গুণ ও দ্রব্য এই দুই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বং যজ্‌জ্ঞানাচ্ছব্দস্যার্থে প্রবৃত্তিস্তত্ত্বম্। তচ্চ ঘটাদিষু জাতিঃ, শুক্লাদিষু গুণস্তদ্গতজাতিশ্চ, পাচকাদিষু ক্রিয়া তৎসম্বন্ধো বা রাজপুরুষৌপগবাদিষু সম্বন্ধঃ। ডিত্থাদিষু দ্রব্যস্যৈব বিষয়তান্বয়েন ভানাদ্ দ্রব্যমেব প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। কু কুত্বশব্দৌ পর্যায়ৌ। শব্দস্য দ্বিবিধোঽর্থঃ বাচ্যঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তভূতশ্চ তদন্যতরাভিধানে ত্ব প্রত্যয় ইতি। 'মঞ্জুষা', ১৫৪২—৪৯ পৃঃ।

"ইহ গোশব্দোঽর্থপরঃ, শব্দস্বরূপপরো বেতি পক্ষদ্বয়ম্। আদ্যে ধর্মবিশেষঃ প্রত্যয়ার্থঃ। স চ ধর্মত্বেনৈব ভাসতে। প্রকৃতি-জন্যেত্যাদিস্তু প্রয়োগোপাধিঃ। দ্বিতীয়ে তু জন্যবোধপ্রকারঃ প্রত্যয়ার্থঃ, বোধপ্রকারমাত্রং বা। জন্যত্বং তু সংসর্গঃ", প্রৌঢ়মনোরমা।

"সামান্যান্যভিধীয়ন্তে সত্তা বা তৈর্বিশেষিতা।
সংজ্ঞাশব্দস্বরূপং বা প্রত্যয়ৈস্ত্বতলাদিভিঃ॥"

(ঙ) "অথাস্তিগ্রহণং কিমর্থম্? সত্তায়ামর্থে প্রত্যয়ো যথা স্যাৎ। নৈতদস্তি প্রয়োজনং ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি। ....কা তর্হীয়ং বাচোযুক্তিঃ, 'গোমান্ 'আসীৎ' 'গোমান্ 'ভাবিতে'তি এষৈষা বাচোযুক্তিঃ —নৈষা গবাং সত্তা কথ্যতে, কিং তর্হি গোমৎসত্তৈষা কথ্যতে। ...কথং তর্হি ভূতভবিষ্যৎসত্তা গম্যতে? ধাতুসম্বন্ধে প্রত্যয়া ইতি।" ভাষ্য ৫।২।৯৪। এসম্বন্ধে 'মঞ্জুষা', ১৫৫০ পৃঃ, "গোমানাসীদ্ভবিতেতি তু বাহ্যসত্তাবিশিষ্টগোসম্বন্ধরূপায়া গোমদবস্থায়া নাশেন ভাবিত্বেন বা তাদৃশাবস্থাগতাতীতত্বাদের্গোমত্যারাপঃ।"

(চ) অরবিন্দবৎ সুন্দরং মুখমিত্যাদৌ ভবতি ক্রিয়াধ্যাহারঃ— এবঞ্চ সুন্দরারবিন্দভবনসদৃশং সুন্দরং মুখভবনমিতি বোধঃ, মঞ্জুষা, ১৫৪০ পৃঃ। 'ব্রাহ্মণবদধীতে' এখানে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ লক্ষণা দ্বারা ব্রাহ্মণকর্তৃক অধ্যয়ন, ঐ ১৫৩৯ পৃঃ।

(ছ) 'এবং স্থিতে তাৎপর্যগ্রহস্য ন্যায়ানুসন্ধানেনৈব সিদ্ধেস্তদর্থং পাণিনিসূত্রারম্ভদর্শনাচ্চেহ ভাষায়াম্ ইতি ত্যাজ্যম্' প্রৌঢ়মনোরমা। 'নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ,' ৪।৩, ১৩৪, এই সূত্রে ভাষায়াম্ এই পদ অনুবৃত্ত হয় নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বেদে 'আনন্দময়' প্রভৃতি শব্দের সাধুত্ব সমর্থন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে ; অথবা, 'ভাষায়াম্ নিত্যমন্যত্র বিকল্পিতং' এইরূপ ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। ৪।৩।৮২ সূত্রানুসারে

এখানে 'আগতার্থে' ময়ট্ এবং 'বিকার' 'স্বার্থিকার্থকথনমেব' এইরূপ কষ্টকল্পনাও করা হইয়াছে। "অথবা নিত্যং বৃদ্ধ ইতি ভাষাগ্রহণং নানুবর্ত্ততে। অনুবৃত্তাবপি বা ভাষায়াং নিত্যম্ অন্যত্র তু কাচিৎক ইত্যাশ্রিত্য ময়ট্ সুসাধঃ।...যদ্বা হেতুমনুষ্যেভ্য ইত্যনুবর্ত্তমানে ময়ড্ বা ইতি সূত্রেণাগতার্থে ময়ড্, বিকার ইতি স্বার্থিকার্থকথনমেব সর্বথাপি শঙ্করভগবৎপাদোক্তিরনবদ্যৈবেতি দিক্।" প্রৌঢ়মনোরমা।

১।১।১৩ সূত্রের শঙ্করভাষ্যের সার—'অত্রাহ নানন্দময়ঃ পর আত্মা ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ বিকারশব্দাৎ। প্রকৃতিবচনাদয়মন্যঃ শব্দো বিকারবচনঃ সমধিগতঃ, আনন্দময় ইতি ময়টো বিকারার্থত্বাৎ। তস্মাদন্নময়াদি শব্দাদিবদ্বিকারবিষয় আনন্দময়শব্দ ইতি চেৎ ন। প্রাচুর্যার্থেঽপি ময়টঃ স্মরণাৎ।' ইত্যাদি।

(জ) দেবদত্তস্য কাকতালীয়োবধঃ ইহার অর্থবোধ এই প্রকার, উপমান কাকাগমনসমানাধিকরণ উপমানতালপতনাদ্ ভিন্নং দেবদত্তাগমনসমাধিকরণচোরপতনং তত্তস্তদ্ধিতে সমাসার্থোপমান প্রযোজ্য—উপমানভূত-তালকৃতকাকবধাভিন্নঃ সমাসার্থোপমেয় প্রযোজ্যশ্চোরকৃত-দেবদত্তবধঃ," মঞ্জুষা ১৫৫৮।

'কাকতালীয়ঃ বধঃ' এখানে 'লুপ্তোপমা', উপমান লুপ্ত হইয়াছে—'অত্র কাকতালশব্দোয়োর্লক্ষণয়া কাকাগমনতালপতনবোধকয়োরিবার্থে 'সমাসাচ্চ তদ্বিষয়াৎ' ইতি জ্ঞাপকাৎ সমাসে কাক ইব তাল ইব কাকতালমিতি কাকতালসমাগমসদৃশশ্চোরাণামস্য চ সমাগম ইত্যর্থঃ। ততঃ কাকতালমিবেতি দ্বিতীয় ইবার্থে পূর্বোক্তেনৈব সূত্রেণ ছপ্রত্যয়ে তালপতনজন্যকাকবধসদৃশশ্চোরকর্ত্তৃকো দেবদত্তবধ ইত্যেবং স্থিতে প্রত্যয়ার্থোপমায়ামুপমানস্য তালপতনজন্য কাকবধস্যানুপাদাদুপমানলুপ্তা। রসগঙ্গাধর, ২৬৯ পৃঃ। এ সম্বন্ধে আলঙ্কারিক মতের জন্য কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য।

৫।৩।১০৬ সূত্রের ভাষ্যকৈয়টাদি অবশ্য দ্রষ্টব্য। 'বাক্যপদীয়'কার বৃত্তিসমুদ্দেশে কাকতালীয় শব্দ লইয়া বহু বিচার করিয়াছেন। (৬১১—৬১৯ শ্লোক)

"চৈত্রস্য তত্রাগমনং কাকস্যাগমনং যথা।
দস্যোরভিনিপাতস্তু তালস্য পতনং যথা॥
সন্নিপাতে তয়োর্যান্যা ক্রিয়া তত্রোপজীয়তে।
বধাদিরুপমেয়েঽর্থে তথা ছবিধিরিষ্যতে॥

ক্রিয়ায়াং সমবেতায়াং দ্রব্যশব্দোঽবতিষ্ঠতে।
পাতাগমনয়োঃ কাকতালশব্দৌ তথা স্থিতৌ॥" ৬১৪-৬১৬
ইত্যাদি।

(ঝ) দুর্ঘটবৃত্তিকার বলেন "পর্যায়শব্দানাং গুরুলাঘবচিন্তা নাস্তি" ভাষ্যকারের এই প্রয়োগ দ্বারা এই সকল শব্দের সাধুত্ব অনুমান করা যায়। কিন্তু মহাভাষ্যে এই বাক্য দেখা যায় না। কাশিকাকার ৪।৩।১১৫ সূত্রে 'গুরুলাঘব' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা সীরদেবের মতে একটি 'পরিভাষা'। 'পরিভাষেন্দুশেখর' এ পাঠ, 'গৌরবলাঘব'।

সপ্তম অধ্যায়

নামধাতু, সনাদি প্রত্যয় ও কৃৎপ্রত্যয়

নামধাতু

ধাতুপাঠে প্রায় দুই হাজার ধাতু আছে। ইহাদের ভ্বাদি অদাদি প্রভৃতি দশটি 'গণ' এ বিভক্ত করা হইয়াছে।[১] তিঙাদি বিভক্তির যোগে মূল ধাতুর পরিবর্তন হয়। ভ্বাদিগণীয় ধাতুর বর্ত্তমানাদি কালে (লট্ লোট্ লঙ্ ও বিধিলিঙ্ বিভক্তিতে) 'অ'যোগ হয়, এবং অন্ত্যবর্ণ ও উপধার গুণ হয়, যথা, ভূ+তি ভবতি, এইরূপ সিধ্+তে সেধতে। তুদাদিগণীয় ধাতুতে 'অ' যোগ হইলেও গুণ হয় না, তুদতি, দিশতি। দিবাদি রুধাদি তনাদি ও ক্র্যাদি ধাতুর ঐ সকল বিভক্তিতে যথাক্রমে য, নু, ন, উ ও না যোগ হয়, যথা দিব্যতি, শৃণোতি, রুণদ্ধি তনোতি, ক্রীণাতি। অদাদি গণীয় ধাতুর সহিত কিছুরই যোগ হয় না, চুরাদি-গণীয় ধাতুর সহিত ণিচ্প্রত্যয় যোগ হইয়া পরে তিঙাদি বিভক্তির যোগ হয়, হ্বাদিগণীয় ধাতুর দ্বিত্ব হয়। যথা, অত্তি, অস্তি; চোরয়তি, জুহোতি ইত্যাদি। ধাতুরূপের জন্য ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য।

ধাতুপাঠের দুইহাজার ধাতু ছাড়াও প্রাতিপদিক হইতে ক্যচ্ ক্যঙ্ কাম্যচ ণিচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের যোগে ধাতুর উৎপত্তি হয়, ইহাদিগকে 'নামধাতু' বলে।

নিজের ইহা হউক্, এই প্রকার ইচ্ছা বুঝাইলে ক্যচ্ প্রত্যয় হয়[২]—আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি পুত্রীয়তি, এইরূপ গব্যতি রাজীয়তি, বুভুক্ষা অর্থে অশনায়তি, পিপাসা অর্থে উদন্যতি, লালসা অর্থে দধিস্যতি, দধ্যস্যতি (সুক্ ও অসুক্ আগম)। এই অর্থেই কাম্যচ্ প্রত্যয়ও হয়, যথা, পুত্রকাম্যতি।

উপমান বাচক শব্দের উত্তর কর্মে তৎসদৃশ আচার অর্থে ক্যচ্ প্রত্যয় হয়[৩]। পুত্রমিবাচরতি পুত্রীয়তি ছাত্রম্। (ক) কিন্তু কর্ত্তৃবাচ্যে ক্যঙ্ প্রত্যয় হয়,[৪] যথা, পুত্র ইব আচরতি পুত্রায়তে, কৃষ্ণায়তে, অপ্সরায়তে (সলোপ), কুমারীব আচরতি কুমারায়তে (পুংবদ্ভাব), যুবতিরিব যুবায়তে ইত্যাদি। এই অর্থে ক্বিপ্ প্রত্যয়ও হয়,[৫] কৃষ্ণতি, কবিরিবাচরতি কবয়তি, পিতেবাচরতি পিতরতি। অভূততদ্ভাব অর্থে লোহিতায়তি লোহিতায়তে (ক্যষ্ প্রত্যয়), ভূপায়তে, শ্যামায়তে

ইত্যাদি (ক্যঙ্ প্রত্যয়)। (খ) ক্যঙ্ প্রত্যয়ের অন্য উদাহরণ, রোমন্থায়তে, বাষ্পায়তে, শব্দায়তে, বৈরায়তে। 'তৎকরোতি তদাচষ্টে' এই অর্থে ণিচ্ প্রত্যয় হয়—যথা মুণ্ডয়তি ম্রদয়তি ইত্যাদি।[৬]

সনাদি প্রত্যয়

ইচ্ছার্থে সমানকর্তৃক ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। কর্তুমিচ্ছতি চিকীর্ষতি, দাতুমিচ্ছতি দিৎসতি, এইরূপ পিপচিষতি, জিঘৃক্ষতি (√গ্রহ্) শুশ্রূষতি (√শ্রু), ইত্যাদি। অঙ্ প্রত্যয়ে চিকীর্ষা, জিঘাংসা (√হন্), শুশ্রূষা (রূঢ় অর্থ সেবা)। এইরূপ বিশেষ বিশেষ অর্থে মুমূর্ষতি, পিপতিষতি (আশঙ্কার্থে); অঙন্ত, জুগুপ্সা (নিন্দার্থে), তিতিক্ষা (ক্ষমার্থে), চিকিৎসা (ব্যাধি প্রতীকারাদি অর্থে), মীমাংসা (জিজ্ঞাসার্থে), বীভৎস (চিত্তবিকারার্থে), ইত্যাদি। কূলং পিপতিষতি, শ্বা মুমূর্ষতি এই সকল স্থলে উপমানদ্বারা ইচ্ছার্থের বোধ হইতেছে (ভাষ্য)—পিপতিষতি অর্থ পিপতিষতীব, এইরূপ মূমুর্ষতি অর্থ মূমুর্ষতীব।[৭] (গ)

যক্, আয়, ণিঙ্—যথা কণ্ডূয়তি, কণ্ডূয়তে, মহীয়তে, সুখয়তি, গোপায়তি, পণায়তি, কাময়তে (√কম্)। অঙ্ প্রত্যয়ে কণ্ডূয়া। কণ্ড্বাদিগণের কতকগুলি ধাতু, কতকগুলি প্রাতিপাদক, এইজন্য কণ্ড্বাদি যগন্ত ধাতু নামধাতু। পাঃ ৩।১।২৭-৩০। (ঘ)

যঙ্—একস্বর ব্যঞ্জনবর্ণাদি ধাতুর উত্তর ক্রিয়াসমভিব্যাহার অর্থে যঙ্ প্রত্যয় হয়। ক্রিয়াসমভিব্যাহার অর্থ 'পৌনঃপুন্য' বা 'ভৃশার্থ' (অত্যন্তভাব, আতিশয্য, ফলাতিরেক)। পুনঃ পুনঃ পাক করিতেছে, পাপচ্যতে; অতিশয় জ্বলিতেছে, জাজ্বল্যতে; এইরূপ দেদীপ্যতে। গতিবাচক ধাতুর উত্তর কৌটিল্যার্থে (ক্রিয়াসমভিব্যাহার অর্থে নহে), যঙ্ প্রত্যয় হয়, যথা, চঙ্ক্রম্যতে, জঙ্গম্যতে, নরীনৃত্যতে ইত্যাদি।

(১) ভ্বাদ্যদাদির্জুহোত্যাদি দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ। তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদিচুরাদয়ঃ॥ (২) সুপ আত্মনঃ ক্যচ্ (৩।১।৮); কাম্যচ্চ, (৩।১।৯)। (৩) উপমানাদাচারে (৩।১।১০)। (৪) কর্তুঃ ক্যঙ্ সলোপশ্চ (৩।১।১১)। (৫) সর্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিব্ বা ইত্যেকে (বার্ত্তিক)। (৬) তৎকরোতীত্যু-পসংখ্যানং সূত্রয়ত্যাদ্যর্থম্, আখ্যানাৎ কৃতস্তদাচষ্ট ইতি ণিচ্ কৃল্লুক্ প্রকৃতি প্রত্যাপত্তিঃ প্রকৃতিবচ্চ কারকম্ (বার্ত্তিক)।

কৃৎপ্রত্যয়ে জঙ্গম, চঞ্চল, যাযাবর; কখনও যঙ্ প্রত্যয়ের লোপ (লুক্) হয়—বোভবীতি জঙ্গমীতি ইত্যাদি। পাঃ ৩।১।২২-২৩

ণিচ্—ধাতুর উত্তর কখন কখন স্বার্থে ণিচ্ হয়। 'দশবর্ষসহস্রাণি রামে রাজ্যমচীকরৎ।' প্রবর্ত্তনা অর্থে ধাতুর উত্তর ণিচ্ হয়, যথা, রাম শ্যামকে কাজ করাইতেছে, শ্যাম কাজ করিতেছে, রামঃ শ্যামেন কার্যং কারয়তি। এইরূপ রাজা ভৃত্যং গ্রামং গময়তি, গুরুর্মাণবকং ধর্মং বোধয়তি। প্রবর্ত্তনা অর্থ ক্রিয়ায় নিয়োগ। রাজা ভৃত্যং গ্রামং গময়তি—এখানে রাজা প্রয়োজক কর্ত্তা, ভৃত্য প্রযোজ্য কর্ত্তা, এবং প্রবর্ত্তনা আজ্ঞামূলক। পাঃ ৩।১।২৬।

ভাবকর্ম যক্—ভাব ও কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর যক্ প্রত্যয় হয় এবং যগন্ত ধাতু আত্মনেপদী হয়। কর্মবাচ্যে কর্ম অভিহিত বলিয়া কর্ম প্রথমান্ত এবং কর্ত্তা তৃতীয়ান্ত হয়। রামঃ রাবণং হন্তি, রামেণ রাবণো হন্যতে। দ্বিকর্মক ধাতুর বেলায়, গৌ র্দুহ্যতে পয়ঃ (গৌণে কর্মণি দুহাদেঃ), অজা গ্রামং নীয়তে (প্রধানে নীহৃকৃষ্বহাম্), কিন্তু বোধ্যতে মাণবকং ধর্মঃ, অথবা বোধ্যতে মাণবকো ধর্মম্, ইত্যাদি।

ভাববাচ্যে—রামঃ স্বপতি, রামেণ স্বাপ্যতে। অচেতন কর্ত্তা নিজে নিজেই কাজ করিতেছে এই অর্থ বুঝাইলে, ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের ন্যায় রূপ হয়। পচ্যতে অন্নং স্বয়মেব, ভিদ্যতে কাষ্ঠং স্বয়মেব—ভাত যেন নিজে নিজেই ফুটিতেছে, কাঠ নিজে নিজেই ফাটিতেছে। (৬)

(খ) কৃৎ-প্রত্যয়

শাকটায়ন প্রভৃতি শাব্দিকগণের মতে সমস্ত শব্দই প্রথমতঃ ধাতু হইতে কৃৎপ্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। কৃদন্ত শব্দ, দ্রব্যবাচক ভাববাচক বিশেষ্য বিশেষণ অব্যয়, সব কিছুই হইতে পারে। সব ধাতুর উত্তর সব কৃৎপ্রত্যয় হয় না, আবার বিশেষ বিশেষ অর্থে কর্তৃ কর্ম ভাবাদি নানা বাচ্যে উপপদযোগে বা বিশেষ উপসর্গযোগে বিশেষ বিশেষ ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হয়। কৃৎপ্রকরণ অষ্টাধ্যায়ীতে অতি বিস্তৃত। দর্শনের দিক হইতে কৃৎপ্রত্যয় সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার কিছু নাই।

---

(৭) ধাতোঃ কর্মণঃ সমানকর্তৃ-কাদিচ্ছায়াং বা (৩।১।৭) এবং বার্ত্তিকসহ ৩।১।৫-৬

কৃৎপ্রত্যয় সাধারণতঃ বর্তমানকালে কর্তৃবাচ্যে হইয়া থাকে, যথা, করোতীতি কর্তা, ভবতীতি ভাবঃ ইত্যাদি। ভূতকালে কিপ্ ক্ত ক্তবতু কসু কানচ্ প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র কৃৎপ্রত্যয় হয়, যথা, ব্রহ্মহা (কিপ্); গত, ভূত (ক্ত), গতবান্ (ক্তবতু), তস্থিবান্ (কসু) ইত্যাদি। বর্তমানকালেও ক্ত প্রত্যয় হয় (পা ৩।২।১৮৭-১৮৮), যথা, ভিন্ন হৃষ্ট রুষ্ট তুষ্ট কান্ত ইত্যাদি। 'ভুক্তাঃ ব্রাহ্মণাঃ পীতা গাবঃ' ইত্যাদিতে ক্তান্ত শব্দের উত্তর অর্শআদি অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে (ভাষ্য); অথবা পীত অর্থ পীতোদক, ভুক্ত অর্থ ভুক্তোদন (চ)। ভবিষ্যৎকালেও কয়েকটি কৃৎপ্রত্যয় হয় যথা, গ্রামং গমী (ইন্), ভোক্তুং ব্রজতি (তুমুন্), ভোজকো ব্রজতি (ণ্বুল্), পাকায় গচ্ছতি (ঘঞ্), পুষ্টয়ে ব্রজতি (ক্তিন্), গোদায়ো ব্রজতি (অণ্), কষ্ট (ক্ত) ইত্যাদি।

ভাবাবাচ্যে ঘঞ্ অচ্ অপ্ ক ণচ্ ইণুন্ ক্ত ও লুট্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। ক্ত ও লুট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা, ভাবঃ, জয়ঃ, প্রসরঃ, ব্যাবহাসী বর্ততে, সাংরাবিণং বর্ততে, কল্পিতং, শয়নম্ ইত্যাদি। এইরূপ কৃত্রিম (ক্ত্রি) বেপথু (অথুচ্) স্বপ্ন, প্রশ্ন (নন্ নঙ্) মতি (ক্তি), বিপদ্ (কিপ্)। (ছ)

তব্য অনীয় ক্যপ্ ণ্যৎ ও য এই কয়টি 'কৃত্য' প্রত্যয়—'ইহা করা উচিত' (অর্হ) এবং ইহা আবশ্যক এই দুই অর্থে কৃৎপ্রত্যয় হয়। যথা, কর্তব্যং, করণীয়ং, কৃত্যং, কার্যং, পণ্যম্। এইরূপ হত্যা, ভার্যা অপরাজেয়, বধ্য, শস্য, লভ্য, শক্য, সহ্য, সত্য, গদ্য, আচার্য, অবদ্য, গুহ্য, রাজসূয়, সূর্য, অমাবাস্যা বাক্য। কৃত্যপ্রত্যয় সাধারণতঃ ভাববাচ্যে হয়, কিন্তু ভব্য কর্তৃবাচ্যেও হয়, দানীয়ো ব্রাহ্মণ এখানে সম্প্রদান বাচ্যে প্রত্যয়। সাধারণতঃ কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ কিন্তু রাজসূয় সূর্য আচার্য ভার্যা অমাবস্যা শস্য প্রভৃতি শব্দ দ্রব্যবাচক বিশেষ্য। ঘঞাদি প্রত্যয়ান্ত শব্দ সাধারণতঃ abstract noun.

করণবাচ্যে কতকগুলি প্রত্যয় হয়, যথা, দাত্যনেন দানম্, এইরূপ নেত্রম্ শস্ত্রম্, স্তোত্রম্, (ত্র প্রত্যয়) স্তম্বঘ্ন (ক), দ্রুঘণ (অপ্) ইধ্মপ্রব্রশ্চন (লুট্), দন্তচ্ছদ (ঘ), ন্যায় (ঘঞ্) ইত্যাদি। এইরূপ সম্প্রদানে গোঘ্নঃ অতিথিঃ, দাশঃ; অধিকরণে জলধি (কি), আলয় (ঘ), অধ্যায় (ঘঞ্)।

কতকগুলি কৃৎপ্রত্যয় 'তচ্ছীল' আদি অর্থে হয়। পা ৩।২।১৩৫ হইতে ৩।২।১৭৮ পর্যন্ত যে সকল প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে সেগুলি

তচ্ছীল, তদ্ধর্ম ও তৎসাধুকারী এই তিন বিষয়েই প্রয়োজ্য। তচ্ছীলো যঃ স্বভাবতঃ ফলনিরপেক্ষস্তত্র প্রবর্ত্ততে (কাশিকা)—যে ফলের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সাধুকারী—যে কাজটি ভাল করিয়া করে। যে স্বভাবতঃ সহনশীল যে 'সহিষ্ণু', যে স্বভাবতঃ লোভী সে 'গৃধ্নু'। এইরূপ 'কর্ত্তা কটম্', যে ভাল করিয়া কট নির্মাণ করে (তৃন্), 'প্রমাদী', 'ত্যাগী', 'রাগী', 'দোষী', 'প্রবাসী' (ঘিণুণ্); 'নিন্দক', 'হিংসক' (বুঞ্); 'ভূষণ' (যুচ্); 'ঘাতুক' (উকঞ্), 'জয়ী', 'ক্ষয়ী' (ইনি), 'নিদ্রালু', 'তন্দ্রালু' (আলুচ্); ভঙ্গুর (ঘুরচ্); 'নশ্বর' (ক্বরপ্); 'জাগরূক' (ঊক); 'নম্র', 'হিংস্র' (র); 'চিকীর্ষু' 'ভিক্ষু' (উ); 'ভীরু' (ক্রুক্); 'ভাস্বর' 'যাযাবর' (বরচ্) ইত্যাদি। এইরূপ 'উচ্চভোজী' 'শ্রাদ্ধভোজী' (পা ৩।২।৭৮)।

কতকগুলি সূত্রে সংজ্ঞায় প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সূত্রে উল্লেখ না থাকিলেও অনেক কৃদন্ত শব্দ মুখ্যতঃ সংজ্ঞাবাচক, যথা, রাজসূয়, সূর্য, দিবাকর, ভাস্কর, গোবিন্দ, অরবিন্দ, মদন, ভার্যা, মেষ, জনমেজয়, বিহঙ্গ, পুরন্দর, ভগন্দর, দুর্গা, দার্বাঘাট, গ্রামণী, তুরাষাট্, দ্বিজ, দ্বিপ ইত্যাদি।

অঙ্, ণচ্, ক্যপ্, ক্তি প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, যথা ভিদা, কারা, ব্যাবক্রোশী, ব্রহ্মহত্যা, ভক্তি, অকরণি (অনি), কারিকা (ণ্বুল্), মণ্ডনা (যুচ্), ক্রিয়া, ইচ্ছা (শ)। "স্ত্রীভাবাদাবণি-ক্তিন্-ণ্বুল্-ণচ্-ণ্বুচ্-ক্যব্-যুজ্-ইঞ্-অঞ্-নি-শাঃ", (অমর কোষ)।

ক্ত্বা, ল্যপ্, ণমুল্, তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতু অব্যয়। "অব্যয়কৃতো ভাবে" (ভাষ্য), 'অসত্ত্ব ভূতো ভাব এবার্থঃ' (মঞ্জুষা)। যাগং কর্ত্তুং যাতি, এখানে তুমুন্ প্রত্যয় দ্বারা "সামানাধিকরণ্য" এবং "উদ্দেশ্যতারূপ তাদর্থ্য" বুঝাইতেছে। 'কৃ' ও 'যা' ধাতুর একই কর্ত্তা, এজন্য 'সামানাধিকরণ্য,' গমনকর্ত্তার গমনের উদ্দেশ্য যাগক্রিয়া, এজন্য "তাদর্থ্য"। এইরূপ ক্ত্বা ও ল্যপ্ দ্বারা "সামানাধিকরণ্য" ও "পূর্বকালত্ব" সূচিত হইতেছে। "সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে", (পা. ৩।৪।২১)। 'প্রণম্য ব্রবীতি' এখানে বলিবার পূর্বেই প্রণাম করা হইয়াছে, এজন্য প্রণামের 'পূর্বকালত্ব'। 'মুখং ব্যাদায় স্বপিতি', হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছে, এখানে 'পূর্বকালত্ব' না বুঝাইয়া ব্যাপ্যত্বই বুঝাইতেছে, যেমন 'অধীত্য তিষ্ঠতি'। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—হাঁ করিবার পরও ঘুমাইতেছে এজন্য পূর্বকালত্ব হইয়াছে। 'রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে',

এখানে 'সামানাধিকরণ্য' নাই, এজন্য 'দৃষ্টা স্থিতস্য' এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। ণমুল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ বস্তুতঃ ক্রিয়াবিশেষণ, যথা, 'লবণঙ্কারং ভুঙ্‌ক্তে' 'সমূলঘাতং হন্তি', 'যাবজ্জীবমধীতে', 'উদরপূরং ভুঙ্‌ক্তে', 'কেশগ্রাহং যুধ্যন্তে' ইত্যাদি। (জ)

শতৃশানচ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতু অনেকস্থলে অন্য ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা 'আসীনঃ ব্রবীতি', বসিয়া বলিতেছে, 'হসন্ গচ্ছতি' হাসিতে হাসিতে যাইতেছে। অন্যত্র এগুলি বিশেষ্যের বিশেষণ যথা, ধাবন্তং মৃগং পশ্য'। প্রথম স্থলে 'সমানকর্তৃকতা', দ্বিতীয়স্থলে কেবল 'সামানাধিকরণ্য'। (ঝ)

উণাদি প্রত্যয়

অষ্টাধ্যায়ীর কৃৎপ্রকরণে যে সূত্র আছে তাহা দ্বারা সংস্কৃতভাষার সমস্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় না। পাণিনি এজন্য সূত্র করিয়াছেন, 'উণাদয়ো বহুলম্' (৩।৩।১)। এই সূত্র হইতে মনে হয় পাণিনি নিজে কোনও উণাদি সূত্র রচনা করেন নাই। প্রচলিত উণাদিসূত্র সম্বন্ধে কিছু পূর্বে বলা হইয়াছে। এই উণাদিসূত্রগুলি শাকটায়ন রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাষ্যকারের সময় এই উণাদিসূত্রগুলি ছিল বলিয়া মনে হয় না। উণাদিসূত্রগুলির ভাষ্যে উল্লেখ না থাকিলেও, এগুলি অতি প্রাচীন, কারণ কাশিকাকার বহু সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

শাকটায়ন প্রভৃতি ব্যুৎপত্তিবাদিগণের মতে 'সর্বাণি নামান্যাখ্যাতজানি'। এজন্য বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতে ইহাদের অনেক কষ্টকল্পনা করিতে হইয়াছে। সিচ্ ধাতু হইতে সিংহ শব্দের ব্যুৎপত্তি খুব যুক্তিসহ নহে—বরং বর্ণবিপর্যয় দ্বারা হিংস্ ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিই অপেক্ষাকৃত সুগম, এবং ভাষ্যে (৩।১।১২৩) এই প্রকার ব্যুৎপত্তিই করা হইয়াছে। শাকটায়ন প্রভৃতির মতে ডিত্থ ডবিত্থ প্রভৃতি শব্দেরও ধাতু হইতে যে কোনও প্রকারে ব্যুৎপত্তি করিতেই হইবে। গার্গ্য প্রভৃতির মতে সব শব্দেরই যে প্রকৃতি প্রত্যয় দ্বারা ব্যুৎপত্তি করিতেই হইবে এরূপ নিয়ম নাই। এই দুই মতের সারাংশের জন্য যাস্কমুনির 'নিরুক্ত', ১।১২।২-৩ দ্রষ্টব্য।

'উণাদয়ো বহুলম্' এই সূত্র হইতে প্রমাণ হয় না যে পাণিনি শাকটায়নের মত সব শব্দই ধাতুনিষ্পন্ন এই মত পোষণ করিতেন। ভাষ্যকার বহু স্থলে (যথা, পা. ১।৩।৬০, ৭।১।২) বলিয়াছেন 'উণাদয়োঽ,

ব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি'। উণাদিসূত্র স্বীকার করিলে উণাদি-প্রত্যয়ান্ত শব্দ 'ব্যুৎপন্ন' ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব উণাদিপ্রত্যয়ান্তশব্দ অন্য ব্যাকরণ মতে 'ব্যুৎপন্ন', পাণিনির মতে বস্তুতঃ অব্যুৎপন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। বস্তুতঃ উণাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দ 'নৈগমরূঢ়িভব'।

উণাদিপ্রত্যয় সম্বন্ধে ভাষ্যে কয়েকটি কারিকা আছে—যথা,

"নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্।
যন্ন পদার্থবিশেষসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্॥

উহ্যম্ উহণীয়ম্ অর্থাৎ কোনও প্রকারে ব্যুৎপত্তি করিতে হইবে।

"সংজ্ঞাসু ধাতুরূপানি প্রত্যয়াশ্চ ততঃ পরে।
কার্যাদ্বিদ্যাদনুবন্ধমেতচ্ছাস্ত্রমুণাদিষু॥"

ইহা হইতে মনে হয় কারিকাকারের মতে শব্দই আগে, ব্যুৎপত্তি কল্পনা পরে।

"বাহুলকং প্রকৃতেস্তনুদৃষ্টেঃ প্রায়সমুচ্চয়নাদপি তেষাম্।
কার্যসশেষবিধেশ্চ তদুক্তং নৈগমরূঢ়িভবং হি সুসাধু॥"

প্রমাণ

(ক) আচারসদৃশাচারঃ ক্যজর্থঃ ক্যঙর্থোঽপি (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)।

(খ) 'লোহিতাদিডাজ্‌ভ্যঃ ক্যষ্‌' (৩।১।১৩), কিন্তু ভাষ্যকারের মতে কেবলমাত্র "লোহিতডাজ্‌ভ্যঃ ক্যষ্‌বচনং ভৃশাদিষ্বিতরাণি।" ভৃশাদিশব্দের উত্তর ক্যঙ্‌ প্রত্যয় হয়। এই মত পরবর্তী বৈয়াকরণগণ এমন কি ভোজরাজও গ্রহণ করেন নাই।

(গ) ইচ্ছারোপেণাত্র প্রত্যয় ইতি ভাষ্যসম্মতে পক্ষে উক্তোঽর্থঃ (=আশঙ্কা) পশ্চাম্মানসবোধবিষয় ইতি বোধ্যম্। মঞ্জুষা, ১০৭৬

'উপমানাদ্বা সিদ্ধম্', পিপতিষতি…ইচ্ছেবেচ্ছা। ভাষ্য ৩।১।৭

(ঘ) দ্বিবিধাঃ কণ্ড্বাদয়ো ধাতবঃ প্রাতিপদিকানি চ। তত্র ধাত্বধিকারাদ্ধাতুভ্য এব প্রত্যয়ো বিধীয়তে ন প্রাতিপদিকেভ্যঃ। কাশিকা, ৩।১।২৭

(ঙ) এ বিষয়ে পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে।

(চ) অকারো মত্বর্থীয়ঃ। পীতমেষামস্তি পীতা ইতি। উত্তর-পদলোপো বা, পীতোদকা পীতা ইতি।

(ছ) ভাবার্থানাং কৃত্যসংজ্ঞকতব্যাদীনাং খলর্থানাং নপুংসকে ভাবে

ক্তস্য চ সাধ্যাবস্থাপন্নধাত্বর্থানুবাদত্বমেব। এধিতব্যমিত্যাদৌ ক্রিয়ান্তরাকাঙ্ক্ষা, অতস্তেম্বেকবচনমেব, তত্র লিঙ্গান্তরাসম্ভবত্বাল্লিঙ্গসর্বনামত্বাচ্চ নপুংসকত্বমেব। মঞ্জুষা, ১০৮২।

ঘঞাদিবাচ্যঃ ভাবঃ সিদ্ধাবস্থাপন্নঃ....ঘঞ্‌বাচ্যো ভাবঃ প্রধানম্... তদুক্তং 'কর্তরি কৃদ্' ইতি সূত্রে ভাষ্যে ঘঞাদিবাচ্যো ভাবো বাহ্যঃ প্রকৃত্যর্থত্বাদ্ ইতি। মঞ্জুষা, ১০৮৩

(ক) উদ্দেশ্যত্বরূপং তাদর্থ্যমপি তুমনন্তোত্যম্। তচ্চ সংসর্গঃ। প্রকৃত্যুপপদার্থয়োস্তাদর্থ্যবৎ সমানকর্তৃকত্বমপীহাভিধানলভ্যঃ সংসর্গঃ। মঞ্জুষা, ১০৮৮-৮৯।

"অব্যয়ঃ কৃত ইত্যুক্তেঃ প্রকৃত্যর্থে তুমাদয়ঃ।
সমানকর্তৃকত্বাদি দ্যোত্যমেষামিতি স্থিতিঃ ॥"

তুমুন্‌বৎ ক্ত্বাপ্রকৃত্যর্থক্রিয়াপি ক্রিয়ান্তরে বিশেষণং, তয়োঃ সম্বন্ধ এককর্তৃকত্বং পূর্বকালত্বোত্তরকালত্বঞ্চ। ক্বচিত্তু জন্যত্বব্যাপ্যত্বাদিকমপ্যধিকং ভাসতে, যথা, ভুক্ত্বৈব তৃপ্তো ন পীত্বা, অধীত্য তিষ্ঠতীত্যাদৌ। মঞ্জুষা, ১০৯০

ন চ পূর্বকালত্বাদেঃ সংসর্গত্বে মুখং ব্যাদায় স্বপিতীতি ন স্যাৎ ব্যাদানস্য স্বাপপূর্বকালত্বাভাবাদিতি বাচ্যম্। ব্যাদানোত্তরমপি স্বাপানুবৃত্ত্যা তমাদায় তদুপপত্তেঃ। মঞ্জুষা, ১০৮০

মুখং ব্যাদায় স্বপিতীতি—অবশ্যমসৌ ব্যাদায় মুহূর্তমপি স্বপিতি।
—ভাষ্য।

তস্য (ক্ত্বাপ্রত্যয়স্য) আনন্তর্য এব শক্তিঃ। ঝনৎকৃত্য পততি, মুখং সংমীল্য হসতি, মুখং ব্যাদায় স্বপিতীত্যাদৌ পতনহসনস্বপনাদীনাং কথমানন্তর্যম্ পতনানন্তরমেব ঝনৎকারাদ্যুপলব্ধেরিতি বাচ্যম্, ঝনৎকারাদ্যনন্তরমপি পতনাদিসত্ত্বান্ন দোষইতি নিষ্কর্ষঃ। সারমঞ্জরী।

(খ) শতৃশানজন্তার্থস্যাখ্যাতার্থক্রিয়াবিশেষণত্বম্। কচিত্তু শত্রন্তার্থস্য। বুদ্ধিপূর্বকত্বাদিরূপমপ্রাধান্যং প্রকরণাদিবশাদ্ ব্যঞ্জনয়া বা প্রতীয়তে; যথা, লিখন্নাস্তে ভূমিং। মঞ্জুষা, ১০৮১-৮২

দশম অধ্যায়

সংজ্ঞা অধিকার পরিভাষা

সংজ্ঞা

প্রত্যেক শাস্ত্রেই সুবিধার জন্য কতকগুলি বিশেষ সংজ্ঞার ব্যবহার করা হয়, কারণ সংজ্ঞার ব্যবহার দ্বারা বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বলা সম্ভব হয়। সংস্কৃত ভাষায় প্রধান শাস্ত্রগুলি সূত্রে গ্রথিত। যে কথা অন্যভাবে বলিতে বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন হইত তাহা সূত্রাকারে বর্ণিত হওয়ায়, অনেক মূলগ্রন্থ কয়েক পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীতে বহু সংজ্ঞার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, ফলে বিরাট্ সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ মাত্র চারি হাজার সূত্রে রচনা করা সম্ভব হইয়াছে। "সংজ্ঞা চ নাম যতো ন লঘীয়ঃ, লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞাকরণম্", ভাষ্য ১।১।২৩ ইত্যাদি।

ব্যাকরণের অনেক সংজ্ঞা প্রচলিত ভাষা হইতে গৃহীত, ইহাদের প্রচলিত অর্থ ও ব্যাকরণে ব্যবহৃত অর্থ অনেকস্থলে এক—যথা 'বিরাম', 'বিভাষা', 'লিঙ্গ', 'কর্ত্তা', 'করণ' ইত্যাদি। অনেকস্থলে ব্যাকরণগত অর্থ ভিন্ন—যথা, 'সন্ধি', 'প্রকৃতি', 'প্রত্যয়', 'সর্বনাম', 'ধাতু', 'কৃৎ', 'বিভক্তি', 'কারক', 'সমাস', 'তদ্ধিত', 'গুণ', 'বৃদ্ধি', 'সম্প্রসারণ', 'উপধা', 'গুরু', 'লঘু', 'বৃদ্ধ', 'অঙ্গ', 'নিষ্ঠা', 'গতি', 'উপসর্গ', 'অব্যয়' প্রভৃতি।

'সুপ্' 'তিঙ্' 'লট্' 'লিট্' প্রভৃতি লকার, 'ইৎ' 'টি' 'ঘু' অচ্ প্রভৃতি প্রত্যাহার, ঝ (=অন্ত), সর্বনামস্থান (=শিৎ), 'সৎ' প্রভৃতি সংজ্ঞা ব্যাকরণের নিজস্ব সংজ্ঞা, ভাষায় ইহাদের প্রয়োগ নাই। সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার জন্য পণ্ডিতবর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের Technical Terms in Sanskrit Grammar দ্রষ্টব্য।

অধিকার

অধিকার অর্থ 'বিনিয়োগ' (কাশিকা, ১।৩।১১), অথবা শাস্ত্র প্রবৃত্তি। সূত্রজ্ঞাপিত কোন প্রকরণ ('সমাস' 'কারক' 'অব্যয়' প্রভৃতি) কোন সূত্র পর্যন্ত বিহিত হইয়াছে, তাহার সূচনাকে অধিকার বলা যাইতে পারে—অর্থাৎ অধিকার extent of application.

অধিকারবিজ্ঞাপক সূত্র ('অধিকারসূত্র') অনেকটা অধ্যায়ের শিরোনামের মত। 'ভূতে' (৩।২।৮৪) এই সূত্রের প্রয়োগ ৩।২।১২২ সূত্র পর্যন্ত, এই আটত্রিশ সূত্রে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা 'ভূতে' অর্থাৎ ভূতকাল সম্বন্ধে। পরের সূত্র 'বর্তমানে লট্'। 'কারকে' (১।৪।২৩) এই অধিকার সূত্রের প্রয়োগ ১।৪।৫৫ সূত্র পর্যন্ত, এবং কর্ম, করণ, সম্প্রদান প্রভৃতি যে কারক, তাহা পৃথক্ ভাবে বলিবার প্রয়োজন হইল না। 'প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ' (১।৪।৫৬) এই সূত্রের অধিকার ১।৪ ৯৭ সূত্র পর্যন্ত,[১] অর্থাৎ এই সূত্র পর্যন্ত যে সমস্ত শব্দের উল্লেখ আছে সেগুলি 'নিপাত'। বহু স্থলে অধিকার সূত্র দ্বারাই সংজ্ঞার সূচনা করা হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীতে কারক, সমাস, নিপাত প্রভৃতির সংজ্ঞা পৃথক্ ভাবে দেওয়া হয় নাই।

সাধারণ দৃষ্টিতে সূত্র দ্বিবিধ, কতকগুলির প্রয়োগ ব্যাপক বা 'সামান্য'—এগুলি সাধারণ নিয়ম বা General rule. কতকগুলি সূত্রের প্রয়োগ সঙ্কুচিত; এগুলি বিশেষ বিধি, বা Special rule. 'সামান্য' সূত্রকে উৎসর্গসূত্রও বলা যাইতে পারে—'সামান্য' বা উৎসর্গের অপবাদ বা বাধক, 'বিশেষ' বা 'নিয়ম'।

'কর্মণ্যণ্' (৩।২।১) এই সামান্য সূত্র দ্বারা 'ঔৎসর্গিক' অণ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে—কর্মবাচক উপপদ থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। যথা, কুম্ভং করোতি কুম্ভকারঃ। কিন্তু কর্মবাচক উপপদ থাকিলেও উপসর্গ থাকিলেই আকারান্ত ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হইবে, উপসর্গ না থাকিলে 'ক' প্রত্যয় হইবে। যথা, গোসন্দায়, কিন্তু গোপ (গো – পা + ক)। 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' (৩।২।৩), এই 'বিশেষ' সূত্র 'কর্মণ্যণ্' এই 'সামান্য' সূত্রের অপবাদ।

অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রগুলি অতি কৌশলে সাজান হইয়াছে; প্রথমে অধিকার সূত্র তাহার পর সামান্য সূত্র ও তাহার পর বিশেষ সূত্র, সূত্রগুলি এই ভাবে গ্রথিত। 'বিশেষ' 'সামান্যে'র অপবাদ। আবার দুই বা ততোঽধিক সূত্রের প্রয়োগ সম্ভব হইলে, সর্বশেষটিই প্রয়োজ্য হইবে—সূত্রগুলি এই ভাবেই সজ্জিত। 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্', ১।৪।২, 'বিপ্রতিষেধ' অর্থ 'তুল্যবলবিরোধ'। পঞ্চমীর বহুবচনে বৃক্ষ + ভ্যঃ; 'সুপি চ', ৭।৩।১০২, এই সূত্র দ্বারা বৃক্ষ শব্দের অকারের বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু 'বহুবচনে ঝল্যেৎ', ৭।৩।১০৩ এই সূত্র দ্বারা 'অ' স্থানে

(১) 'অধিরীশ্বরে', ১।৪।৯৭

'এ' হইবে। পরবর্তী সূত্রই প্রযোজ্য, এজন্য 'বৃক্ষাভ্যঃ' না হইয়া 'বৃক্ষেভ্যঃ' হইবে।

আবার, অষ্টম অধ্যায়ের শেষ তিন পাদে যে সূত্রগুলি আছে, সেগুলি পূর্ববর্তী পাদগুলির সূত্রের প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'অসিদ্ধ'।—চতুর্থীর একবচনে, অদস্+ঙে, ৮।২।৮০ সূত্র দ্বারা অদস্ স্থানে স্ লোপের পর দ স্থানে ম ও অকার স্থানে উকার হয়। স্ লোপ পূর্বে হওয়ায় শব্দটি প্রথমে অকারান্ত, 'অদ', পরে ৮।২।৮০ দ্বারা উকারান্ত, 'অমু'; কিন্তু এই উকারাদেশ 'সর্বনাম্নঃ স্মৈ' ৭।১।১৪, এই সূত্রের প্রয়োগস্থলে 'অসিদ্ধ', এজন্য শব্দটি অকারান্তই ধরিতে হইবে, এবং 'ঙে' স্থলে 'স্মৈ' হইয়া রূপ হইবে 'অমুষ্মৈ'।

'অষ্টাধ্যায়ী'র সূত্রগুলির বিন্যাস পাণিনিমুনির অলৌকিক মনীষার পরিচয়। 'বিচিত্রা খলু সূত্রস্য কৃতিঃ পাণিনেঃ'। ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'মহতী সূক্ষ্মেক্ষিকা বর্ত্ততে সূত্রকারস্য'—মহাভাষ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় সূত্রকারের এই সূক্ষ্ম ঈক্ষিকার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ভাষ্যকার ১।১।৪৯ সূত্রে ব্যাখ্যায় তিনপ্রকার অধিকারএর কথা বলিয়াছেন—যথা, 'পরিভাষা', 'চ' শব্দ দ্বারা 'অধিকার' এবং 'প্রতিযোগ' অর্থাৎ প্রকরণগত অধিকার (ক)। 'অধিকার' সাধারণতঃ প্রকরণগত কিন্তু পরিভাষার প্রয়োগ শাস্ত্রের সর্বত্র। সূত্রের 'চ' শব্দ অনেক সময় পূর্ব সূত্রের অর্থকে টানিয়া আনে;—কোন কোনও ক্ষেত্রে 'চ' দ্বারা অনুক্তের সমুচ্চয় হয়। যে স্থলে সূত্র দ্বারা প্রয়োগসিদ্ধ পদের ব্যুৎপত্তি হয় না, সে স্থলে সাধারণতঃ 'যোগবিভাগ' দ্বারা 'ইষ্টসিদ্ধি' করা হয়; 'চ' শব্দের অর্থ 'অনুক্তসমুচ্চয়', এইরূপ কল্পনা দ্বারাও সম্ভবস্থলে ঐ সকল পদের সাধুত্ব সমর্থন করা হয়। যথা, 'নিকষ' এই পদে 'ঘ' প্রত্যয় হইয়াছে, কিন্তু তাহা কোন সূত্রে সাক্ষাদ্ভাবে বিহিত হয় নাই। 'গোচরসংচরবহব্রজব্যজাপণনিগমাশ্চ', ৩।৩।১১৯ এই সূত্র দ্বারা ব্যঞ্জনান্ত কয়েকটি ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্'এর অপবাদ 'ঘ' প্রত্যয় হইবে। এই সূত্রের 'চ' শব্দের দ্বারা 'নিকষ' প্রভৃতি স্থলেও 'ঘ' প্রত্যয় হইবে—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'চকারোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ, কষঃ নিকষঃ'।

অন্যপক্ষে, অধিকার 'গঙ্গাস্রোতঃ প্রবাহ' 'মণ্ডুকপ্লুতি' ও 'গোযূথ' ভেদে ত্রিবিধ; কেহ কেহ বলেন 'সিংহাবলোকিত' ও একপ্রকার অধিকার। (খ) সাধারণতঃ অধিকার গঙ্গাস্রোতঃ প্রবাহের ন্যায়,

বহু সূত্র লইয়া এক একটি অধিকার। দুএক ক্ষেত্রে একাধিক, 'অধিকার' একসাথে পরবর্ত্তী কতকগুলি সূত্রে অনুবর্তন করিয়াছে; এই প্রকার 'অধিকার'এর নাম 'গোযূথাধিকার'—যেমন গরুর পাল দণ্ডের আঘাতে একত্রে দৌড়াইতে থাকে, সেইরূপ একাধিক 'অধিকার' একত্রে পরবর্ত্তী সূত্রে প্রবর্ত্তিত হয়। 'গোযূথাধিকার'এর উদাহরণ অল্প। 'তদস্মিন্নস্তীতি দেশে তন্নাম্নি', 'তেন নির্বৃত্তম্' 'তস্য নিবাসঃ' 'অদূরভবশ্চ' (পা ৪।২।৬৭-৭০), এই চারিটি সূত্র দ্বারা, পৃথক্ চারি অর্থে তদ্ধিতপ্রত্যয় হয়। চারিটি সূত্রেরই 'অধিকার' ৪।২।৯১ সূত্র পর্যন্ত। এই চারিটি অধিকারের সম্মিলিত সংজ্ঞা 'চাতুরর্থিক' অধিকার। বলা বাহুল্য, চারিটি সূত্রের পরিবর্ত্তে একটি সূত্র রচনা করিলে 'গোযূথ' অধিকারের প্রশ্নই উঠিত না।

মণ্ডূক বা ভেক যেমন একস্থান হইতে লাফাইয়া অন্যস্থানে যায়, সেইরূপ যদি কোনও সূত্র বা সূত্রাংশ পরবর্ত্তী এক বা একাধিক সূত্রকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য সূত্রে অনুবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অধিকারকে 'মণ্ডূকপ্লুতি' অধিকার বলা হয়। বলা বাহুল্য 'মণ্ডূকপ্লুতি' অধিকারের কল্পনা, যাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে সূত্রদ্বারা সমর্থিত নহে এরূপ প্রয়োগসিদ্ধ পদের সমর্থনের জন্যই। 'শ্রোত্রিয়শ্ছন্দোঽধীতে' (৫।২।৮৪) এই সূত্রদ্বারা 'ছন্দোঽধীতে' এই অর্থে ছন্দঃ স্থলে শ্রোত্র আদেশ হইয়া শ্রোত্রিয় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সূত্রদ্বারা 'ছান্দস' শব্দ সিদ্ধ হয় না—এইজন্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, "কথং ছন্দোঽধীতে ছান্দসঃ, বা গ্রহণমনুবর্ত্ততে 'তাবতিথং গ্রহণমিতি লুগ্বা' (৫।২।৭৭) ইত্যতঃ। 'বা' শব্দটিকে মণ্ডূকপ্লুতিদ্বারা ছয়টি সূত্র ডিঙ্গাইয়া ৫।২।৮৪ সূত্রে টানিয়া আনা হইয়াছে।

সিংহ শিকার করিবার সময় সম্মুখে ও পশ্চাতে উভয়দিকেই অবলোকন করে—এইরূপ কোন সূত্রের বা সূত্রাংশের অন্বয় পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সূত্রের বা সূত্রসমূহের সহিত থাকিলে 'সিংহাবলোকিত' অধিকার হয়। ইহার উদাহরণ বেশী নাই। 'প্রকারে গুণবচনস্য' (৮।১।১২) এই সূত্রদ্বারা গুণবাচকশব্দের দ্বিত্ব বিহিত হইয়াছে— দ্বিত্বের বিধান, 'সর্বস্য দ্বে', ৮।১।১ এই সূত্র হইতে। দ্বিত্ব হইবার পর সমাস হইলে কর্মধারয় সমাসের মত পুংবদ্ভাব হয়, যথা পট্বী পট্বী পটুপট্বী। সূত্র, 'কর্মধারয়বদুত্তরেষু', ৮।১।১১। এস্থলে ৮।১।১১ সূত্রের অন্বয় ৮।১।১-২, এবং ৮।১।১২ প্রভৃতি সূত্রের সহিত। (গ)

পরিভাষা

অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় ব্যাকরণশাস্ত্রেরও rules of interpretation প্রয়োজন। 'অষ্টাধ্যায়ী'তেই কতকগুলি সূত্র আছে তাহা এইরূপ। যথা, 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্', ১।৩।৩০; 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্', ১।৪।২; 'যেন বিধিস্তদন্তস্য', ১।১।৭২; 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্', ১।১।৬২; 'স্থানেঽন্তরতমঃ' ১।১।৫০ ইত্যাদি। এইরূপ 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', ১।২।৬৬; 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য', ১।১।৩৭।

বার্ত্তিককার ও ভাষ্যকারও সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে অনেকগুলি পরিভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা 'প্রত্যয়গ্রহণে চাপঞ্চম্যাঃ', ভা. ১।১।৭২; 'সংজ্ঞাবিধৌ প্রত্যয়গ্রহণে তদন্তগ্রহণং নাস্তি', ভা. ৬।১।১৩; 'যস্মিন্ বিধিস্তদাদাবল্‌গ্রহণে', ভা. ১।১।৭২; 'উপপদবিভক্তের্কারকবিভক্তির্বলীয়সী', ভা. ৩।১।১৯, ২।৩।১৯; 'প্রাতিপদিকগ্রহণে লিঙ্গবিশিষ্টস্যাপি গ্রহণম্', ভা. ৪।১।১ ইত্যাদি।

অনেকগুলি পরিভাষা সূত্রের ব্যাখ্যানমূলক, যথা, 'নানুবন্ধকৃতমনেকাল্‌ত্বম্' 'নানুবন্ধকৃতমসারূপ্যম্' 'গামাদাগ্রহণেষবিশেষঃ', 'একদেশবিকৃতমনন্যবৎ' 'প্রকৃতিবদনুকরণং ভবতি' ইত্যাদি।

বহু পরিভাষা সূত্রের 'বলাবল' সংক্রান্ত—অর্থাৎ একাধিক সূত্রের প্রয়োগ সম্ভব হইলে কোন্ সূত্রের প্রথমে প্রয়োগ হইবে ও অন্য সূত্রগুলির প্রয়োগ হইবে কি না, এই সকল পরিভাষা তাহার নিয়ামক। যথা, 'পূর্বপরনিত্যান্তরঙ্গাপবাদানামুত্তরোত্তরং বলীয়ঃ', 'অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে', 'বর্ণাদাঙ্গং বলীয়ঃ', 'পুরস্তাদপবাদা অনন্তরান্ বিধীন্ বাধন্তে নোত্তরান্', 'বিকরণেভ্যো নিয়মো বলবান্,' 'অন্তরঙ্গানপি বিধীন্ বহিরঙ্গো ল্যপ্ বাধতে', 'সর্ববিধিভ্য ইড্‌বিধির্বলবান্,' 'অন্তরঙ্গানপি বিধীন্ বহিরঙ্গো লুগ্‌বাধতে' ইত্যাদি।

অনেকগুলি পরিভাষা বার্ত্তিকের মত সূত্রের পরিপূরক। 'বাঽসরূপোঽস্ত্রিয়াম্' (৩।১।৯৪) এই সূত্রের পরিপূরক, 'তাচ্ছীলিকেষু বাঽসরূপবিধির্নাস্তি,' 'ক্তল্যুটতুমুন্‌খলর্থেষু বাঽসরূপবিধির্নাস্তি'। এইরূপ, 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' (১।১।৭২) এই সূত্র সম্বন্ধে পরিভাষা, 'প্রত্যয়গ্রহণে যস্মাৎ স বিহিতস্তদাদেস্তদন্তস্য চ গ্রহণম্', 'উত্তরপদাধিকারে প্রত্যয়গ্রহণে ন তদন্তগ্রহণম্', 'সংজ্ঞাবিধৌ প্রত্যয়গ্রহণে তদন্তগ্রহণং নাস্তি', 'পদাঙ্গাধিকারে তস্য চ তদন্তস্য চ', 'গ্রহণবতা প্রাতিপাদিকেন তদন্তগ্রহণং নাস্তি', 'অণিনস্মন্‌গ্রহণানি অর্থবতা

চানর্থকেন চ তদন্তবিধিং প্রয়োজয়ন্তি' ইত্যাদি। এইরূপ 'সর্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতি।'

সূত্রের গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি পরিভাষা আছে—যথা, 'সূত্রে লিঙ্গবচনমতন্ত্রম্' 'বিভক্তৌ লিঙ্গবিশিষ্টস্যাগ্রহণম্' 'অর্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ' ইত্যাদি।

এই কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিভাষাও ব্যাকরণশাস্ত্রসম্বন্ধীয়—'উণাদয়োঽব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি', 'সর্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে,' 'বহুব্রীহৌ তদ্গুণসংবিজ্ঞানমপি', 'স্বার্থিকাঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনান্যতিবর্ত্তন্তেঽপি', 'কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্বস্যাপি গ্রহণম্' 'অনির্দিষ্টার্থাঃ স্বার্থে ভবন্তি' ইত্যাদি।

অনেকগুলি পরিভাষা সাধারণ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহাদিগকে 'ন্যায়সিদ্ধ' বলা হয়। এই পরিভাষাগুলি কেবলমাত্র ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রযোজ্য নহে, আমরা সাধারণ সাংসারিক ব্যাপারেও ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকি। যথা, 'একদেশবিকৃতমনন্যবৎ' 'গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্যসম্প্রত্যয়ঃ' 'কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমে' 'প্রধানাপ্রধানয়োঃ প্রধানে' 'শ্রুতানুমিতয়োঃ শ্রৌতঃ বলবান্' 'প্রকৃতিবদনুকরণং ভবতি' 'অর্থবদ্ গ্রহণে নানর্থকস্য' 'একযোগনির্দ্দিষ্টানাং সহ বা প্রবৃত্তিঃ সহ বা নিবৃত্তিঃ' ইত্যাদি।

সূত্রমতে শুদ্ধ নহে এরূপ প্রয়োগসিদ্ধ পদের সমর্থনের জন্য কতকগুলি পরিভাষার অবতারণা করা হইয়াছে—যথা, 'যোগবিভাগাদিষ্টসিদ্ধিঃ,' 'আগমশাস্ত্রমনিত্যম্', 'গণকার্যমনিত্যম্' 'অনুদাত্তেৎত্ব লক্ষণমাত্মনেপদমনিত্যম্' 'নঞ্‌ঘটিতমনিত্যম্' 'সংজ্ঞাপূর্বকো বিধিরনিত্যঃ' 'ক্বচিদপবাদবিষয়েঽপ্যুৎসর্গোঽভিনিবিশতে'। এইরূপ, 'ব্যবস্থিতবিভাষয়াপি কার্যাণি ক্রিয়ন্তে'—অন্যপক্ষে', 'জ্ঞাপকসিদ্ধং ন সর্বত্র'।

নাগেশের 'পরিভাষেন্দুশেখর' এ একশত তেত্রিশটি পরিভাষা বিবেচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি ভাষ্যেও আলোচিত হইয়াছে। পাণিনির সূত্র হইতে পঞ্চাশ বা পঞ্চান্নটি পরিভাষা 'জ্ঞাপিত' বা অনুমিত হইতেছে—অর্থাৎ সূত্রগুলি বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে সূত্রকার এই পরিভাষাগুলি স্বীকার করিয়াছেন—কারণ তাহা না হইলে সূত্রগুলি অন্যভাবে রচিত হইত। নাগেশভট্ট কতকগুলি পরিভাষা অনাবশ্যক ও ভাষ্যবিরুদ্ধ বিবেচনায় স্বীকার করেন নাই। ভাষ্য হইতে জ্ঞাপিত কুড়ি একুশটি পরিভাষা আছে। লোকন্যায়

বা যুক্তিসিদ্ধ পরিভাষার সংখ্যাও প্রায় চল্লিশ। সূত্রকার যে কয়েকটি পরিভাষা গৌণভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা মানিতেই হইবে কিন্তু সমস্ত পরিভাষা সম্বন্ধে একথা বলা চলে না—এগুলি সুবিধার জন্য পরবর্তী বৈয়াকরণগণ প্রবর্তন করিয়াছেন মনে হয়। (ঘ)

পুরুষোত্তমদেবের 'ললিতপরিভাষা'য় একশত কুড়িটি পরিভাষার ব্যাখ্যা আছে, সীরদেব একশত তেত্রিশটি পরিভাষার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'লঘুশব্দেন্দুশেখর'এ ও একশত তেত্রিশটি পরিভাষা আছে কিন্তু তাহার মধ্যে পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশটি সীরদেবের গ্রন্থে নাই। সীরদেবের গ্রন্থে বিবেচিত পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশটি পরিভাষা অন্যপক্ষে নাগেশ বিবেচনা করেন নাই। এইরূপ 'ললিতপরিভাষা'র প্রায় ত্রিশটি পরিভাষা নাগেশ স্বীকার করেন নাই।

'পরিভাষা' ব্যাকরণশাস্ত্রের অতি দুরূহ অংশ। অনেকগুলি 'পরিভাষা'র অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। কয়েকটি সরলতর পরিভাষার উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে।

'কুমারঃ শ্রমণাদিভিঃ' (২।১।৭০) এই সূত্রে বলা হইয়াছে 'কুমার' প্রভৃতি শব্দের 'শ্রমণা' প্রভৃতি শব্দের সহিত কর্মধারয় সমাস হয়। শ্রমণা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ অতএব কুমারী শব্দের সহিত সমাস হইবে—'কুমার শ্রমণা'। অতএব সূত্রটি জ্ঞাপন করিতেছে যে পুংলিঙ্গ শব্দ দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দও গৃহীত হইবে—'প্রাতিপদিক গ্রহণে লিঙ্গবিশিষ্টস্যাপি গ্রহণম্।' সূত্রে 'কুম্ভ' (৮।৩।৪৬), শ্রিত (২।১।২৪), সদৃশ (২।১।৩১), বাসিন্ (৬।৩১।৮), তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত (২।২।১৫), এইরূপ পুংলিঙ্গ শব্দের উল্লেখ থাকিলেও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের যোগেও তত্তৎসূত্র বিহিত কার্য হইবে, যথা, অয়স্কুম্ভী (বিসর্গের সকারত্ব), কষ্টশ্রিতা (সমাস), পিতৃসদৃশী (সমাস), গ্রামেবাসিনী (অলুক্), অপাং স্রষ্ট্রী (ষষ্ঠী বিভক্তি)। এইরূপ 'সূত্রে লিঙ্গবচনমতন্ত্রম্'—তাহা না হইলে 'তস্যাপত্যম্', ৪।১।৯২, এই সূত্রে 'অপত্যম্' এই একবচন ক্লীবলিঙ্গ শব্দ দ্বারা 'গার্গ্যঃ, গার্গ্যৌ' প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হইত না। 'অর্ধং' নপুংসকম্', ২।২।৩ এই সূত্রে নপুংসক শব্দের প্রয়োগ অনাবশ্যক, 'অর্ধং' বলিলেই হইত। এইজন্য এই সূত্রদ্বারা এই পরিভাষা জ্ঞাপিত হইতেছে। (ঙ)

'গাতিস্থাঘুপাভূভ্যঃ', ২।৪।৭৭ এই সূত্র দ্বারা বিধান করা হইয়াছে যে 'গা,' 'স্থা', 'ঘু' অর্থাৎ 'দা' ও 'ধা', 'পা' ও 'ভূ' এই কয়টি ধাতুর পরস্থ লুঙ্ বিভক্তিতে সিচ্ আগমের লোপ হয়। 'পৈ' ও 'পৈ'

ধাতুরও কোন কোন স্থলে 'গা' ও 'পা' রূপ হয়। প্রশ্ন হইতেছে যে সূত্রোক্ত 'গা' ও 'পা' দ্বারা কি 'গা' ও 'পা' ধাতুই বুঝাইবে, না 'গৈ' ও 'পৈ' ধাতু ও বুঝাইবে। উত্তর—সোজাসুজি যাহা বোঝা যায় তাহাই বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ 'গা' ও 'পা' ধাতুই অভিপ্রেত ; অন্য নিয়ম দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত (লাক্ষণিক) 'গৈ' ও 'পৈ' ধাতু এখানে অভিপ্রেত নহে। 'লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈব'। (চ)

'বিপরাভ্যাং জেঃ', ১৷৩৷১৯ এই সূত্রে বলা হইতেছে যে 'বি'ও 'পরা' পূর্বক জি ধাতু আত্মনেপদী হয়। 'পরা' সাধারণতঃ উপসর্গ, কিন্তু অনুপসর্গও হইতে পারে, যথা 'পরা সেনা জয়তি'। এখানে আত্মনেপদ হইল না কারণ বি এই উপসর্গের সহিত উচ্চারিত হওয়ায় সূত্রে পরা ও উপসর্গ। 'সহচরিতাসহচরিতয়োঃ সহচরিতস্যৈব গ্রহণম্।' (ছ)

'স্বয়ম্ভু' শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয়ে 'স্বায়ম্ভব' না হইয়া 'স্বায়ম্ভুব' হয়। এই পদ সমর্থনের জন্য পরিভাষা, 'সংজ্ঞাপূর্বকো বিধিরনিত্যঃ।' 'ওরোৎ' না বলিয়া 'ওর্গুণঃ' ৬৷৪৷১৪৬ এইরূপ সূত্রকার বলিলেন কেন ? কেহ কেহ বলেন ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে সূত্রকারের মতে গুণ প্রভৃতি সংজ্ঞা বিষয়ক বিধি অনিত্য। (জ)

৬৷৪৷১৬৭ সূত্রানুসারে অণ্ প্রত্যয়ে নকারান্ত শব্দের নলোপ হইবে না, যথা, বার্মণঃ, আশ্মনঃ, কিন্তু ৬৷৪৷১৭২ সূত্রদ্বারা 'তাচ্ছীল্য' অর্থে 'কার্ম' এইরূপ হইবে। তাচ্ছীল্যার্থে অণ্ প্রত্যয় হয় না, ণ প্রত্যয় হয়। অতএব, প্রমাণ হইতেছে যে সূত্রকারের মতে তাচ্ছীল্যার্থক ণ প্রত্যয়ে অণ্ প্রত্যয়ের ন্যায় কার্য হইবে। 'তাচ্ছীলিকে ণেহ ণ্ কৃতানি ভবন্তি'। চুরা শীলমস্য এই অর্থে ণ প্রত্যয়ে চৌর, স্ত্রীলিঙ্গে চৌরী। স্ত্রীত্বে অণ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঙীপ্ হয়। ণ প্রত্যয়ান্ত শব্দের জন্য কোনও নিয়ম না থাকিলেও ঙীপ্ হইয়াছে। (ঝ)[২]

তুদ্ ধাতুর উত্তর বর্তমানে শ (অ) হয়, 'তুদাদিভ্যঃ শঃ', ৩৷১৷৭৭ আবার, ৭৷৩৷৮৬ সূত্রদ্বারা উপধার গুণ হয়। প্রথমে পরবর্তী সূত্র প্রয়োগ করিলে, ও তৎপর শ আদেশ হইলে, 'তোদতি' এই রূপ হইত ; প্রথমে শ আদেশ হইলে 'তুদতি' এই রূপ হইবে কেন না উপধা না থাকায় ৭৷৩৷৮৬ র প্রয়োগ হইবে না। এখানে, পরবর্তী হইলেও ৭৷৩৷৮৬ সূত্রের প্রথমে প্রয়োগ হইবে না, কারণ গুণবিধি 'অনিত্য',

(২) পরস্বাপহারী চৌরশব্দ অজন্ত চোরশব্দ হইতে স্বার্থিক অণ্ প্রত্যয় দ্বারা সাধিত।

শ যোগবিধি 'নিত্য'—গুণ হউক্ বা নাই হউক্ শ যোগ হইবেই, কিন্তু শ যোগ হইলে গুণ হইতে পারে না এজন্য শ যোগ বিধি 'নিত্য'। কৃতাকৃতপ্রসঙ্গি নিত্যং, তদ্বিপরীতমনিত্যম্। পূর্বপরনিত্যান্তরঙ্গাপবাদানামুত্তরোত্তরং বলীয়ঃ, এজন্য পরবিধি নিত্যবিধি দ্বারা বাধিত হইয়াছে। (ঞ)

√ সিব্+ন, রূপ 'স্যোন'। ৬।৪।১৯ সূত্রদ্বারা ব স্থানে ঊ হইবে। ৭।৩।৮৬ সূত্রদ্বারা ন প্রত্যয়ের জন্য উপধা ইকারের গুণ হইবে, আবার উকারের ও গুণ হইবে। তাহা হইলে রূপ হয় সে+ও+ন=সয়োন কিন্তু প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে বিধি তাহা 'অন্তরঙ্গবিধি' এবং প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া যে বিধি তাহা 'বহিরঙ্গবিধি'। এবং 'অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে'। সি+ঊ=স্যূ, এই সন্ধি পূর্বে হইবে, কারণ ই স্থানে য্ ভাব 'অন্তরঙ্গবিধি', ইর গুণ 'বহিরঙ্গবিধি'। অতএব, শুদ্ধ রূপ স্যূ+ন=স্যোন। (ট)

প্র—ধা+ক্ত্বাচ্=প্র—ধা+ল্যপ্। ৭।৪।৪২ দ্বারা বিহিত ধা স্থানে 'হি' আদেশ 'অন্তরঙ্গ', ২।৪।৩৬ দ্বারা বিহিত ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্ আদেশ বহিরঙ্গ কিন্তু তথাপি ল্যপ্ হইবে, কারণ 'অন্তরঙ্গানপি বিধীন্ বহিরঙ্গো ল্যপ্ বাধতে'। রূপ 'প্রধায়'। 'জ্ঞাপয়ত্যন্তরঙ্গাণাং ল্যপা ভবতি বাধনম্'। ভাষ্য, ২।৪।৩৬ (ঠ)

ত্রি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে তিসৃ আদেশ হয় (৭।২।৯৯); ষষ্ঠীর বহুবচনে ত্রি স্থানে ত্রয় আদেশ হয় (৭।১।৫৩)। স্ত্রীলিঙ্গে 'ত্রয়াণাম্' হইবে না 'তিসৃণাম্' হইবে? বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্', তিসৃ আদেশই হইবে। কিন্তু স্থানিবদাদেশ—১।১।৫৬ সূত্রদ্বারা তিসৃ আদেশ হইলেও ত্রি শব্দের উত্তর যাহা কার্য্য হইত তাহাই হইবে, অর্থাৎ তিসৃ আদেশই ব্যর্থ হইবে। এই সমস্যার সমাধান 'সকৃদ্গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেব'। 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্' এই নিয়মদ্বারা 'ত্রয়্' আদেশ একবার বাধিত হওয়ায় 'স্থানিবৎ' সূত্রের দ্বারা ঐ বাধার আর অপসারণ সম্ভব নহে। এজন্য 'তিসৃণাম্' ই শুদ্ধরূপ। (ড)

'মুনিত্রয়ং নমস্কৃত্য' এখানে নমঃ শব্দের যোগে চতুর্থী হওয়ার কথা, কিন্তু কৃধাতুর যোগে কর্মে দ্বিতীয়া হইয়াছে, কারণ 'উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী'। 'নমস্কুর্মো নৃসিংহায়' এইরূপ প্রয়োগও পাওয়া যায়। (ঢ)

'গণকার্যমনিত্যম্'—এই পরিভাষা দ্বারা 'ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে', এখানে

বিধ্বস্যাৎ (অদাদি) স্থলে বিধ্বসেৎ (ভ্বাদি) এই প্রয়োগ সমর্থন করা হয়। কৃ ধাতু তনাদিগণীয়, কিন্তু 'তনাদিকৃঞ্‌ভ্য উঃ', ৩।১।৭৯ এই সূত্রে কৃ ধাতুর পৃথক্ উল্লেখ দ্বারা এই পরিভাষা জ্ঞাপিত হইতেছে। এই পরিভাষা 'পরিভাষেন্দুশেখর' এ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। (৭)

'ক্ষুব্ধো রাজা', 'শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি' 'হা পিতঃ ক্বাসি হে সুভ্রু' 'সুপথী নগরী' 'পুরীং দ্রক্ষ্যত কাঞ্চনীম্' এই সকল উদাহরণে শুদ্ধরূপ 'ক্ষুভিত' 'শপে' 'সুভ্রূঃ' 'সুপথিকা' ও 'কাঞ্চনময়ীম্'। এই প্রয়োগগুলি সমর্থনের জন্য যথাক্রমে 'আগমশাস্ত্রমনিত্যম্', 'অনুদাত্তেৎত্ব লক্ষণমাত্মনেপদমনিত্যম্', 'সমাসান্তবিধিরনিত্যঃ' 'ক্বচিদপবাদবিষয়েঽপ্যুৎসর্গোঽভিনিবিশতে' এই কয়টি পরিভাষার আশ্রয় লওয়া হয়। 'সমাসান্তবিধিরনিত্যঃ' এইটি ব্যতীত বাকী তিনটি পরিভাষাও নাগেশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে কারণ ভাষ্যে ইহাদের উল্লেখ নাই। (৭)

'যোগবিভাগ' সম্বন্ধে কিছু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পদ্মনাভ পঞ্চসূচি (সমাসান্ত); উত্তরধুরীণ, স্তেয়, এতর্হি, ইত্থম্ (তদ্ধিত প্রত্যয়); মধুসূদন, কৃত্যা (কৃৎপ্রত্যয়); জন্মান্ধ (সমাস); সপক্ষ, সজাতীয় (সম স্থানে স) প্রভৃতি পদের সাধনের জন্য কাশিকাদি গ্রন্থে 'যোগবিভাগ' আশ্রয় করা হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রায় সর্বত্র কাশিকাকার ভাষ্যকারের মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যোগবিভাগ দ্বারা প্রায় সমস্ত অশুদ্ধ প্রয়োগেরই সমর্থন করা যায়। এইজন্য 'ইষ্টসিদ্ধি' ব্যতীত যোগবিভাগ আশ্রয়ণীয় নহে। (৩), (৩)

এইরূপ 'বহুল' শব্দের সুযোগ লইয়াও সূত্রদ্বারা অসমর্থিত বহু প্রয়োগের সমর্থন করা হইয়াছে (৪) 'বহুলগ্রহণং সর্বোপাধিব্যভিচারার্থম্'। 'অষ্টাধ্যায়ী'তে 'বা' 'বিভাষা' 'বহুলম্' প্রভৃতি শব্দদ্বারা বিহিত নিয়মের বিকল্পত্ব সূচিত হইয়াছে। 'বিভাষা' অর্থে যে সর্বত্রই বিকল্প বুঝিতে হইবে এরূপ নিয়ম নাই। কোন স্থলে নিয়মের বিকল্পই হইবে না। কোনস্থলে অর্থবিশেষে বিকল্প হইবে,—এইরূপ বিকল্পকে 'ব্যবস্থিত

---

(৩) যোগবিভাগের উদাহরণের জন্য কাশিকা, ১।২।৫০; ২।১।৪; ২।৩।৩১, ৩২; ৩।২।৪, ১৫৮; ৩।৩।১০০; ৪।৩।২; ৪।৪।৭৮; ৫।১।২৪, ২৫, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(৪) 'বহুল' শব্দের জন্য কাশিকা, ১।১।৩২, ২।১।৩৭, ৩।২।৫০ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বিভাষা' বলে।(৫) ৬।১।১২৩ সূত্রে উল্লেখ না থাকিলেও 'গবাক্ষ' অর্থ বাতায়ন কিন্তু গরুর চোখ 'গোঽক্ষ'। এইরূপ বিষ অর্থে গল হইবে, যদিও সূত্রে এইরূপ কথা নাই। (থ)

প্রমাণ

(ক) অধিকারো নাম ত্রিপ্রকারঃ। কচিদেকদেশস্থঃ সর্বং শাস্ত্রমভিজ্বলয়তি যথা প্রদীপঃ সুপ্রজ্বলিতঃ সর্বং বেশ্মাভিজ্বলয়তি। অপরোঽধিকারো যথা, রজ্জ্বায়সা বা বদ্ধং কাষ্ঠমনুকৃষ্যতে তদ্বদনুকৃষ্যতে চকারেন। অপরোঽধিকারঃ প্রতিযোগং...যোগে যোগে উপতিষ্ঠতে। ভাষ্য, ১।১।৪৯

কিং পুনরয়মধিকারঃ আহোস্বিৎ পরিভাষা? কঃ পুনরধিকার-পরিভাষয়োর্বিশেষঃ? অধিকারঃ প্রতিযোগং...পরিভাষা পুনরেকদেশস্থা সতী সর্বং শাস্ত্রমভিজ্বলয়তি প্রদীপবৎ, যথা প্রদীপঃ সুপ্রজ্বলিত একদেশস্থঃ সর্বং বেশ্মাভিজ্বলয়তি। ভাষ্য, ২।১।১

(খ) গোযূথং সিংহদৃষ্টিশ্চ মণ্ডূকপ্লুতিরেব চ। গঙ্গাস্রোতঃপ্রবাহশ্চ হ্যধিকারশ্চতুর্বিধঃ॥"

"অথবা মণ্ডূকগতয়োঽধিকারাঃ, যথা মণ্ডূকা উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য গচ্ছন্তি তদ্বদধিকারঃ," ভাষ্য, ১।১।৩; "গোযূথবদধিকারাঃ ভবতি, তদ্ যথা গোযূথমেকদণ্ডপ্রঘট্টিতং সর্বং সমং ঘোষং গচ্ছতি তদ্বৎ," ভাষ্য, ৪।২।৭০; "আনন্তর্যব্যবধাননিরপেক্ষাঃ সমমেব কার্যদেশমনুসরন্তীত্যর্থঃ।" কৈয়ট

(গ) "সিংহাবলোকিতাধিকারাস্তিত্বে কর্মধারয়বত্তুত্তরেষু' (৮।১।১১) ইতি জ্ঞাপকম্,—'জ্ঞাপক-সমুচ্চয়', পৃঃ ৬৭

(ঘ) পরিভাষা হি ন পাণিনীয়াণি বচনানি, কিং তর্হি নানাচার্যাণাম্। তত্র পাণিনীয়ে শব্দানুশাসনে যত্রৈব কচিদিষ্টবিষয়ে মুখ্যলক্ষণেনাসিদ্ধি-স্তত্রৈবৈতা গত্যন্তরমপশ্যদ্ভিরাশ্রীয়ন্তে। পুরুষোত্তমদেব, পরিভাষাবৃত্তি, পৃঃ ৫৫।

(ঙ) "অতঃ কৃকমি"—(৮।৩।৪৬) ইতি সত্বময়স্কুম্ভীত্যত্র ন স্যাৎ কুম্ভশব্দস্যৈবোপাদানাদত আহ—'প্রাতিপদিকগ্রহণে লিঙ্গবিশিষ্টস্যাপি

(৫) ব্যবস্থিতবিভাষার জন্য কাশিকা, ১।২।২১, ৪৬; ১।৪।৪৭; ২।৩।১৭, ৬০; ৩।২।১২৪; ৪।২।১১৬; ৬।১।২৭, ২৮, ৫১, ১২৩; ৬।৩।৬১; ৬।৪।৩৮, ৯২; ৭।১।৬৯; ৭।৪।৪১; ৮।২।২১; ৮।৩।৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

গ্রহণম্'।...অন্যান্ত জ্ঞাপকং সমানাধিকরণাধিকারস্থে "কুমারঃ শ্রমণাদিভিঃ" (২।১।৭০) ইতি সূত্রে স্ত্রীলিঙ্গশ্রমণাদিশব্দপাঠঃ। স্ত্রীপ্রত্যয়বিশিষ্টশ্রমণাভিশ্চ কুমারীশব্দস্যৈব সামানাধিকরণ্যং ন তু কুমারশব্দস্যেতি তদেতজ্জ্ঞাপকম্।" পরিভাষেন্দু। এই পরিভাষার প্রয়োগ সার্বত্রিক নহে। এ সম্বন্ধে—বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৪।১।১ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

নমু 'তস্যাপত্যম্' (৪।১।৯২) ইত্যেকবচননপুংসকাভ্যাং নির্দ্দেশাদ্ গার্গ্যো গার্গ্যাবিত্যাদ্যযুক্তমত আহ, 'সূত্রে লিঙ্গবচনমতন্ত্রম্'। 'অর্ধং নপুংসকম্', (২.২.৩) ইতি নপুংসকগ্রহণমস্যাং জ্ঞাপকম্...। পরিভাষেন্দু।

অন্য উদাহরণ—'গ্রীবাভ্যোঽণ্ চেতি' (৪।৩।৫৭) বহুবচননির্দ্দেশোঽতন্ত্রঃ। এইরূপ 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি' (১।৪।৩২) ইত্যত্র যমিতি পুংলিঙ্গেনৈকবচনেন চ নির্দ্দেশস্যাতন্ত্রত্বাৎ লিঙ্গান্তরে বচনান্তরে চ সংজ্ঞা ভবতি। ব্রাহ্মণ্যৈ দদাতি ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি। সীরদেব, পরিভাষাবৃত্তি, পৃঃ ৬২

(চ) জ্ঞাপকং চাস্য 'কর্ত্তরি ভুবঃ খিষ্ণুচ্ খুকঞৌ' (৩।৩।৫৭) ইত্যত্র খিষ্ণুচ ইকারাদিত্বম্। তদুক্তম্, "উদাত্তত্বাদ্ভুবঃ সিদ্ধমিকারাদিত্বমিষ্ণুচঃ। নঞঃস্য স্বরসিদ্ধ্যর্থমিকারাদিত্বমিষ্যতে॥" অনিত্যা চেয়ং পরিভাষা তচ্চানিত্যত্বং যাবৎপুরা নিপাতয়োর্লট্' (৩।৩।৪) ইতি বিশেষণাদবসিতম্। তেন 'দাধাঘ্বদাপ্' (১।১।২০) ইত্যত্র বা গ্রহণেন ধেটোঽপি গ্রহণম্। সীরদেব পৃঃ ৮৬

প্রতিপদোক্তগ্রহণং শীঘ্রোপস্থিতিকত্বাৎ। দ্বিতীয়ো হি বিলম্বোপস্থিতিকঃ পৈইত্যস্য পা ইতি রূপং লক্ষণানুসন্ধানপূর্বকং বিলম্বোপস্থিতিকং, পিবতেস্তু তচ্ছীঘ্রোপস্থিতিকম্। ইদমেব হেতুৎপরিভাষাবীজম্। পরিভাষেন্দু°।

(ছ) তেন বিশব্দসাহচর্যাদুপসর্গস্যৈব পরাশব্দস্য গ্রহণমিতি তত্রৈব ভাষ্যে স্পষ্টম্। সহচরণং সদৃশয়োরেব। পরিভাষেন্দু'। ২।৩।৮ সূত্রের ভাষ্যও দ্রষ্টব্য। এই পরিভাষাও সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। সীরদেব, পরিভাষাবৃত্তি দ্রষ্টব্য।

(জ) ওরোদিতি বক্তব্যে গুণগ্রহণং সংজ্ঞাপূর্বকস্যেনানিত্যত্বমস্য যথা স্যাদিত্যেবমর্থং তেন 'ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ' (কুমার ২।১) ওগুর্ণাভাবাদুবঙ্ সিদ্ধ্যতি। পুরুষোত্তম, পরিভাষাবৃত্তি, পৃঃ ৪২। নাগেশের মতে এ

পরিভাষা ভাষ্যে উল্লিখিত না হওয়ায় অস্বীকার্য। 'ভাষ্যানুক্তজ্ঞাপিতার্থস্য সাধুতায়া নিয়ামকত্বে মানাভাবাৎ' ইত্যাদি স্বায়ম্ভুবমিত্যাদি লোকেঽসাধ্বেবেতি অন্যত্র বিস্তরঃ, পরিভাষেন্দু।

(ঝ) নন্বু চুরা শীলমস্যাঃ সা চৌরীত্যাদৌ 'শীলম্' (৪।৪।৬১), ছত্রাদিভ্যো ণঃ (৪।৪।৬২) ইতি ণে ঙীপ্ ন প্রাপ্নোতীত্যত আহ, 'তাচ্ছীলিকে ণেঽণ্ কৃতানি ভবন্তি'। 'অণ' (৬।৪।১৬৭) ইত্যণি বিহিতপ্রকৃতিভাববাধনার্থং 'কার্মস্তাচ্ছীল্য' (৬।৪।১৭২) ইতি নিপাতনমস্যা জ্ঞাপকম্।......'কার্ম :—'(৬।৪।১৭২) ইতি সূত্রে ভাষ্যে স্পষ্টা। পরিভাষেন্দু।

(ঞ) এই পরিভাষা কেবল 'পরিভাষেন্দুশেখর' এই পঠিত হইয়াছে

(ট) জ্ঞাপকং চাত্র 'বাহ ঊঠ্' (৬।৪।৩২) ইত্যূঠো বিধানম্।... অনিত্যা চেয়ং পরিভাষা। সীরদেব। বিস্তৃত আলোচনার জন্য পরিভাষেন্দুশেখর দ্রষ্টব্য।

(ঠ) 'অদো জগ্ধির্ল্যপ্ তি কিতি' (২।৪।৩৬) সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। 'কিতীত্যেব সিদ্ধে ল্যব্‌গ্রহণমস্যা জ্ঞাপকমিতি 'অদো জগ্ধিঃ' ইত্যত্র ভাষ্যে স্পষ্টম্', পরিভাষেন্দু। এই সূত্রে ভাষ্যোদ্ধৃত শ্লোক,

'জগ্ধৌ সিদ্ধেঽন্তরঙ্গত্বাত্তি কিতীতি ল্যবুচ্যতে।
জ্ঞাপয়ত্যন্তরঙ্গাণাং ল্যপা ভবতি বাধনম্॥'

(ড) সকৃদ্‌গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতম্ তদ্বাধিতমেব', 'পুনঃ প্রসঙ্গবিজ্ঞানাৎসিদ্ধম্', বচনদ্বয়মিদং বিপ্রতিষেধসূত্রে (১।৪।২) জাতিব্যক্তিপক্ষয়োঃ ফলভূতং পরিভাষারূপেন পঠ্যতে। তথাহি ব্যক্তৌ পদার্থে প্রতিলক্ষ্যং লক্ষণস্য ব্যাপারাৎ পর্যায়েণ দ্বাবপি বিধী প্রাপ্তৌ। দ্বয়োরপি তত্র বিপ্রতিষেধে পরং কার্যমিত্যনেন নিয়মঃ ক্রিয়তে পরমেব ন পূর্বমিতি। তদিদমুচ্যতে, 'সকৃদ্‌গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেব' তেন 'অক্ষী তে কৃষ্ণপিঙ্গলে' ইত্যত্র 'ঈ চ দ্বিবচনে' (৭।১।৭৭) ইত্যনেন পরত্বাদ্বাধিত 'ইকোঽচি বিভক্তৌ' (৭।১।৭৩) ইতি নুম্ পুনর্ন প্রবর্ত্ততে। স্থাদিত্যাদৌ তাতঙঃ স্থানিবদ্ভাবে ধিভাবো ন ভবতি। পুরুষোত্তমদেব, পরিভাষাবৃত্তি।

'স্থানিবৎ'— (১।১।৫৬) সূত্রের ব্যাখ্যার জন্য কাশিকা দ্রষ্টব্য।

(ঢ) চতুর্থী তু নমোঽস্তু দেবেভ্য ইতি কারকাদন্যত্র শেষে চরিতার্থা। এবং 'হা পিতঃ কাসি হে সুভ্রু' ইত্যত্র হা শব্দযোগে দ্বিতীয়াং বাধিত্বা প্রথমা ভবতি কারকবিভক্তিরিতি। পুরুষোত্তম, পরিভাষাবৃত্তি।

পুরুষোত্তমদেবের মতে 'ন্যায়মূলেয়ং পরিভাষা', নাগেশ প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—'ইয়ং বাচনিক্যেব'।

'ন চেষ্যতে, তথা চ ভট্টিঃ 'রাবণায় নমস্কুর্যাৎ সীতেহস্ত স্বস্তি তে ধ্রুবম্', 'নমশ্চকার দেবেভ্যঃ পর্ণশালাং মুমোচ চ' ইতি। সীরদেব। 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য' (২।৩।১৪) ইতি সূত্রেণ তত্ত্বোপপত্তিঃ কার্যা'।

(ণ) তন্ন, ভাষ্যেঽদর্শনাৎ। ভাষ্যানুক্তজ্ঞাপিতার্থস্য সাধুতায়া নিয়ামকত্বে মানাভাবাৎ। ভাষ্যাবিচারিতপ্রয়োজনানাং সৌত্রাক্ষরাণাং পারায়ণাদাবদৃষ্টমাত্রার্থত্বকল্পনায়া এবৌচিত্যাৎ। পরিভাষেন্দু

(ত) ইষ্টসিদ্ধিরেব, ন ত্বনিষ্টাপাদনং কার্যমিত্যর্থঃ। পরিভাষেন্দু

(থ) 'লক্ষ্যানুসারাদ্ ব্যবস্থা বোধ্যা', পরিভাষেন্দু। ব্যবস্থিতা ব্যবস্থা সঞ্জাতা যস্যাঃ সা, সা চ ব্যবস্থা ক্বচিদর্থবিশেষে ভাবকার্যমেব, ক্বচিদভাব এব ক্বচিত্তু ভাবাভাবোভয়ম্। এবঞ্চ ব্যবস্থিতবিভাষয়া কার্যাণি ক্রিয়ন্তে ইত্যস্য ক্বচিদিতি শেষঃ। ভৈরবীটীকা

ভাষ্যোদ্ধৃত শ্লোক,

'দেবত্রাতো গলো গ্রাহ ইতিযোগে চ সদ্বিধিঃ।
মিথস্তে ন বিভাষ্যন্তে গবাক্ষঃ সংশিতব্রতঃ॥' ভাষ্য, ৭।৪।৪৯

এতচ্চোদাহরণং ন তু ব্যবস্থিতবিভাষাণাং পরিগণনমন্যাসামপি সম্ভবাৎ। কৈয়ট।

এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ কারিকা,

'ক্বচিৎ প্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ ক্বচিদ্বিভাষা ক্বচিদন্যদেব।
বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য চতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি॥'

একাদশ অধ্যায়

শব্দার্থ-সম্বন্ধ ও স্ফোটবাদ

বর্ণাত্মক ধ্বন্যাত্মক ভেদে শব্দ দুই প্রকার। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাদ্য-যন্ত্রাদি হইতে উদ্ভূত, ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষ গম্য। বর্ণাত্মক শব্দ শাব্দিক ও মীমাংসকগণের মতে নিত্য, সাংখ্য ও ন্যায়শাস্ত্রমতে অনিত্য। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিচারের জন্য মীমাংসাসূত্র (১।১।৬-২৩), শ্লোকবার্ত্তিক (ঐ), ন্যায়সূত্র (২।২।১৩-১৮) ও মঞ্জুষাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। শাব্দিকমতে শব্দতত্ত্বই অক্ষর ব্রহ্ম। (ক)

শাব্দিকগণের মতে উচ্চারিত বর্ণ উচ্চারণের সহিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এজন্য উচ্চারিত বর্ণসমষ্টির বোধ হইতে পারে না, অতএব পদের বা বাক্যেরও বোধ হইতে পারে না, কারণ বর্ণসমষ্টিই পদ এবং পদসমষ্টিই বাক্য। কিন্তু অন্য বিচারে বর্ণাদি নিত্য কারণ বর্ণের উচ্চারণের সময়ই স্ফোট নামক এক নিত্যপদার্থের প্রকাশ হয়, এই স্ফোটের নিত্যতার জন্যই বর্ণের উচ্চারণ আবহমান কাল একই আছে এবং গকার উচ্চারণ করিলে তাহা পূর্ব উচ্চারিত গকার, 'সোঽয়ং গকারঃ,' এইরূপ অনুভব হয়। অর্থাৎ উচ্চারণ দ্বারা বর্ণাদির সৃষ্টি হয় না, নিত্য বর্ণাদির প্রকাশমাত্র হয়। উচ্চারিত বর্ণের ধ্বংস হইলেও বর্ণস্ফোট অস্ফুটভাবে বর্তমান থাকে এবং অন্ত্যবর্ণ উচ্চারিত হইলে বর্ণস্ফোটগুলি একত্র হইয়া পদস্ফোট প্রকাশিত করে। এই পদস্ফোটই পদের অর্থবোধের কারণ ; উচ্চারিত পদের অর্থ নাই। এইরূপ পদস্ফোটগুলি একত্র হইয়া অন্ত্যপদের উচ্চারণের সময়ে বাক্যস্ফোটের প্রকাশ করে এবং তাহা হইতে বাক্যের অর্থ বোধ হয়। বর্ণ পদ বা বাক্যের প্রতীতিও বর্ণ পদ বা বাক্য-স্ফোটের জন্য।

শাব্দিকেরা আরও বলেন, মানুষ বাক্যদ্বারাই নিজের ভাব প্রকাশ করে, বাক্যের পরিপুষ্টি ব্যতীত পদ বা বর্ণের অস্তিত্বই নাই, এজন্য বাক্য এক ও অখণ্ড। পদ ও বর্ণ তলাইয়া দেখিলে 'অসত্য', অন্ততঃ বাক্যের তুলনায় ; প্রকৃতি প্রত্যয় ভেদও 'অসত্য' এবং সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্রও এই অসত্যেরই ব্যুৎপাদক। (খ)

'বাক্য এক ও অখণ্ড' ইহার অর্থ বাক্যস্ফোট এক ও অখণ্ড, সুবিধার জন্য বাক্যের পদভেদ কল্পনা করা হয়। বাক্যস্ফোট শাব্দিক-গণের মতে মহান্ আত্মা, পরা সত্তা বা শব্দব্রহ্ম, ইহা অনাদি ও নিত্য।

প্রতিবাক্যে আপাততঃ ভিন্ন হইলেও বাক্যস্ফোট বস্তুতঃ এক, উপাধি-ভেদে তাহার বাক্যভেদ ও পদভেদ হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, পদের অর্থ মূলতঃ "জাতি", গো বলিতে গোজাতিই বুঝায়, বিশেষ কোনও প্রাণীকে বুঝায় না। বাক্যের অর্থও এইরূপ "জাতি"। গোমনুষ্যাদি উপাধিভেদ ত্যাগ করিলে, বাক্যের অর্থ হয় মহান্ এক "জাতি" যাহা আত্মা হইতে অভিন্ন। 'শব্দ নিত্য', ইহার অর্থ বাক্যস্ফোট নিত্য। শব্দের অর্থ মহান্ আত্মা, (গ) এবং শব্দ ও অর্থ ইতরেতর অধ্যাসের জন্য অভিন্ন (ঘ); অতএব শব্দই ব্রহ্মস্বরূপ এবং সমস্ত অর্থই দার্শনিকদৃষ্টিতে শব্দব্রহ্মেরই উপাধি কল্পিত প্রভেদ। এই দৃষ্টিতেই 'মহাভাষ্যকার' বলিয়াছেন 'সর্বে সর্বার্থসাধকা;'।

বর্ণ পদ বা বাক্য ইহাদের বাহ্য সত্তা নাই, ইহাদের প্রতীতি বুদ্ধিগ্রাহ্য, "প্রতিভামাত্রবিষয়"। এইরূপ পদ বা বাক্যেরও অর্থের বাহ্যসত্তা নাই, ইহারাও কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য। পদের নিজস্ব অর্থ নাই, পদস্ফোট যে অর্থ প্রকাশ করে তাহা ব্যবহারিকভাবে সত্য হইলেও কল্পনামাত্র। পদার্থ বস্তুতঃ কল্পিত পদস্ফোট দ্বারা সূচিত অর্থ, এইরূপ বাক্যার্থ বাক্যস্ফোট দ্বারা সূচিত অর্থ। শাব্দিকগণের মতে স্ফোট একদিকে আন্তরপ্রণব বা শব্দব্রহ্ম, অন্যদিকে ইহা 'মধ্যমা'নাদ। (ঙ)

শব্দের উচ্চারণের প্রক্রিয়ার জন্য 'শিক্ষা' দ্রষ্টব্য। (চ) শব্দের ব্যক্তি বা প্রকাশের চারিটি স্তর,—'পরা' 'পশ্যন্তী' 'মধ্যমা' ও 'বৈখরী'। (ছ) শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থা 'পরা', ইহার স্থান 'মূলাধার', ইহার পরের অবস্থা 'পশ্যন্তী', স্থান নাভি; ইহার স্থূলতর অবস্থা 'মধ্যমা', স্থান হৃদয়; সর্বশেষে শ্রবণযোগ্যা 'বৈখরী' কণ্ঠদেশস্থা, নাদযুক্ত হইলে ইহাই শ্রুতিগোচর হয়। জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি বলেন, একমাত্র বৈখরী শব্দকেই বাক্ বা শব্দ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, 'মধ্যমা বাক্' বুদ্ধ্যাত্মক অন্তঃকরণস্থ সঙ্কল্প, এবং পশ্যন্তী নির্বিকল্প বিজ্ঞান। মধ্যমাকে স্ফোট বলা উচিত কিনা সন্দেহ, কারণ ইহা সঙ্কল্পমাত্র। (জ)

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥"

এই ঋক্ মন্ত্র (১।১৬৪।৪৫) নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহাভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—'চত্বারিপদানি'—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত; 'ব্রাহ্মণানি মনীষিণঃ'-ব্যাকরণজ্ঞ; 'ত্রীণি'—

তিনভাগ ; 'তুরীয়ং'—চতুর্থভাগ ; 'মনুষ্য'—ব্যাকরণ জানে না এইরূপ প্রাকৃত মনুষ্য। এই ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনাপ্রসূত মনে হয়। সায়নভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'চত্বারি'—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী ; 'গুহা'—অন্তঃকরণ, 'গুহা নিহিত'—অব্যক্ত ; 'তুরীয় বাক্'—বৈখরী। অন্যান্য ব্যাখ্যার জন্য নিরুক্তের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বৈয়াকরণ ব্যতীত আর কেহই 'স্ফোটবাদ' স্বীকার করেন না। মীমাংসকমতে শব্দ নিত্য, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধও নিত্য কিন্তু শব্দের প্রতীতি বা অর্থবোধের জন্য 'স্ফোটবাদ' স্বীকার করিবার যৌক্তিকতা নাই। নৈয়ায়িকগণের মতে শব্দ অনিত্য এবং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ 'ঈশ্বর সঙ্কেত' জন্য। সাংখ্য দর্শনের মতেও শব্দ অনিত্য, কিন্তু সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। মীমাংসকগণও ঈশ্বর স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে সৃষ্টি নিত্য ও অনাদি হইলেও তাহার কোনও স্রষ্টা নাই। এই মতে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধও নিত্য এবং অনাদি। যোগসূত্রের ভাষ্যকারের মত নৈয়ায়িকমতের অনুরূপ। বৈদান্তিকগণ শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন—প্রলয়ের পর ঈশ্বর আবার বেদের প্রবর্ত্তন করেন কিন্তু শব্দ ও তাহার অর্থ প্রলয়ের পরেও ঈশ্বরেচ্ছা-বশতঃ একই থাকে, এজন্য তাঁহাদের মতেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। বার্ত্তিককার কাত্যায়নের মতে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, এবং শব্দের অর্থ লোকব্যবহার হইতেই জানা যায়—"সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে লোক-তোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ"। শাব্দিকগণের মতে অর্থও নিত্য। স্ফোট ব্রহ্মস্বরূপ, এজন্য শব্দার্থসম্বন্ধ কূটস্থভাবে নিত্য। যাঁহারা স্ফোটবাদ মানেন না তাঁহাদের মতে এই সম্বন্ধ প্রবাহরূপে ব্যবহার পরম্পরার অনাদিত্বের জন্য নিত্য। (ঝ)

নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ পদ বা বাক্যের প্রতীতি বা অর্থ-বোধের জন্য স্ফোট নামক পৃথক্ পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। ক্রমশঃ উচ্চারিত বর্ণ দ্বারা স্ফোট ব্যক্ত হইবে এবং এই স্ফোট হইতে অর্থ-বোধ হইবে, এই মত ইহাদের মতে সমীচীন নহে। বরং ক্রমশঃ উচ্চারিত বর্ণ হইতেই একত্ব বুদ্ধি দ্বারা পদপ্রতীতি এবং লোকব্যবহারজনিত স্মৃতি দ্বারা অর্থবোধ হয় এই কল্পনাই শ্রেয়ঃ। (ঞ) বর্ণ অনিত্য হইলেও তাহার অনুভবজনিত 'সংস্কার' স্মৃতিতে থাকিয়া যায় এবং অন্ত্যবর্ণ শ্রবণের সময় ক্রমবদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের অনুভবজনিত 'সংস্কার' গুলি একত্র হইয়া পদের প্রতীতি হয়, এবং পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা

হইতে জাত অন্ত এক 'সংস্কার' দ্বারা পদের অর্থবোধ হয়। এইরূপ পদের শব্দজ্ঞানজনিত সংস্কারগুলি একত্র হইয়া বাক্যের প্রতীতি হয় এবং পদগুলির মধ্যে যোগ্যতা (compatibility), 'আকাঙ্খা' (expectancy) এবং সন্নিধি (juxtaposition) থাকিলে পদের অর্থ-বোধক সংস্কারগুলি স্মৃতিতে একত্র হইয়া বাক্যের অর্থবোধ জন্মায়। পদ বিশেষ ক্রমবদ্ধ বর্ণসমষ্টি, কেবলমাত্র বর্ণসমষ্টি নহে; তাহা না হইলে 'নদী' ও 'দীন' এই দুই পদের একই অর্থ হইত।

কার্যকারিত্বের দিক্ হইতে নৈয়ায়িক বা বর্ণবাদীর 'সংস্কার' ও স্ফোটবাদীর "স্ফোট" প্রায় এক; তবে 'সংস্কার' বুদ্ধির বৃত্তি মাত্র, স্ফোটের মত অখণ্ডসত্তাবিশিষ্ট নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ কিছু নহে।

শব্দ (পদ) ও তাহার অর্থের সম্বন্ধ সৃষ্টির সময় হইতে ঈশ্বর কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট। শব্দের মুখ্য অর্থ "অভিধেয়", তাহার নিয়ামক 'অভিধা' বা শক্তি। শক্তি অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়—তার্কিকগণ বলেন এই পদের এই অর্থ হউক্ এই ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি বা তাৎপর্য। ইহার নামান্তর সঙ্কেত সময় বা শব্দার্থসম্বন্ধ। নাগেশভট্ট বলেন সম্বন্ধ ও শক্তি এক নহে, শক্তি শব্দার্থসম্বন্ধের নিয়ামক। শাব্দিকগণের মতে সঙ্কেত বা সময় আপ্তোপদেশ বা বৃদ্ধব্যবহার। আমরা আপ্তোপদেশ বা বৃদ্ধব্যবহার হইতে "ঈশ্বরসঙ্কেত" বা ঈশ্বরেচ্ছার অনুমান করিয়া থাকি। নব্যনৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন যে অভিযুক্তসঙ্কেত দ্বারা শব্দের নূতন অর্থও প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। (ট) এই শব্দের এই অর্থ এই জ্ঞান মানব প্রথমতঃ লোকব্যবহার হইতে অনুমানাদি দ্বারাই লাভ করে। যেমন, কেহ বলিল 'ঐ দেখ গরু', কেহ বা বলিল 'একটি গরু লইয়া আইস' এবং অন্য কেহ একটি গরু লইয়া আসিল; এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, শিশু 'গরু' 'আনয়ন কর' প্রভৃতি পদের অর্থ অনুমান করে। পরে শিক্ষক ও কোশাদি গ্রন্থ হইতে অন্যান্য পদের অর্থও জানিয়া লয়। (ঠ)

পদের অর্থবোধ সম্বন্ধে মীমাংসকগণের দুইটী প্রধান মত। প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসক বলেন বাক্যের অবয়ব বলিয়াই পদের অর্থ, তাহার নিজস্ব কোনও অর্থ নাই। কেবল 'বৃক্ষঃ' বলিলে "বৃক্ষঃ অস্তি" এই প্রকার বাক্যার্থেরই জ্ঞান হয়। এই জন্য পদ, উহার সহিত 'অন্বিত' বা সম্বন্ধবিশিষ্ট পদের অর্থ দ্বারা বিশেষিত (qualified) হইয়াই অর্থবাচক হয়। 'গৌর্গচ্ছতি' এই বাক্যে গো শব্দের অর্থ

কেবল মাত্র জীববিশেষ নহে, ইহার প্রকৃত অর্থ গমনক্রিয়াবান্ জীববিশেষ। এই মতের নাম 'অন্বিতাভিধানবাদ'। সংক্ষেপে—'পদান্যেবাকাঙ্ক্ষিতযোগ্যসন্নিহিতপদার্থান্তরান্বিতস্বার্থাভিধায়ীনি', (তত্ত্ব-বিন্দু)। বৈয়াকরণগণ 'অন্বিতাভিধানবাদ' সর্বতোভাবে স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের মতেও বাক্যের অপেক্ষায় পদ "অসত্য"। কিন্তু তাহা হইলেও পদের নিজস্ব কোন অর্থ থাকিবে না, বা স্বতন্ত্রভাবে পদের কোন অর্থ বোধই হইবেনা, ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন না।

কুমারিলভট্ট ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মতে পদের নিজস্ব অর্থ আছে এবং পদসমষ্টি নিজেদের অর্থ প্রকাশ করিয়া (অভিহিত হইয়া) পরস্পর অন্বিত হয়, এবং 'আকাঙ্ক্ষা' 'যোগ্যতা' ও 'সন্নিধি' থাকিলে পদের অর্থ হইতেই বাক্যের অর্থবোধ হয়। এই মতের নাম, 'অভিহিতান্বয়বাদ'। সংক্ষেপে—"পদৈরেব সমভিব্যাহারবদ্ভিরভিহিতাঃ স্বার্থা আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তিসধ্রীচীনা বাক্যার্থধীহেতুঃ," (তত্ত্ববিন্দু) অথবা, 'পদানি স্বং স্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি, অথেদানীং পদার্থা অবগতাঃ সন্তো বাক্যার্থমবগময়ন্তি', ("শাবরভাষ্য", ১।১।২৫)।

প্রমাণ

(ক) অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্য, ১।৩।২৮

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।

বাক্যপদীয় ১।১

(খ) বস্তুতঃ সর্বং বাক্যমখণ্ডমেব, পদান্যসত্যান্যেব···প্রকৃতি প্রত্যয়বিভাগোঽপ্যেবমেব পদপদার্থাদ্যসত্যমেব। শাস্ত্রমপ্যসত্যব্যুৎপাদকমেব···অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে···পদানামর্থরূপং চ বাক্যার্থাদেব জায়তে। ইত্যাদি, মঞ্জুষা, ৪০১—৪১২ পৃঃ

(গ) অখণ্ডোঽপি স্ফোটঃ পদাদিরূপেণ ব্যজ্যতে (মঞ্জুষা ৩৯৮ পৃঃ); তত্র বাক্যস্ফোটো মুখ্যঃ তস্যৈব লোকে অর্থবোধকত্বেনৈ-বার্থসমাপ্তেশ্চ ··(বাক্যস্য পদবিভাগবৎ) শাস্ত্রমাত্রবিষয়ং পরিকল্পয়-ন্ত্যাচার্যাঃ, তত্র শাস্ত্রপ্রক্রিয়ানির্বাহকো বর্ণস্ফোটঃ·········ইত্যাদি (ঐ, ১ পৃঃ)

অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ্যা জাতিঃ স্ফোট ইতি স্মৃতঃ।
কৈশ্চিদ্ব্যক্তয় এবাস্যা ধ্বনিত্বেন প্রকল্পিতাঃ ॥ বাক্যপদীয়, ১।৯৩
সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ ॥

ঐ, জাতিসমুদ্দেশ, ৩৩

তাং প্রাতিপদিকার্থং চ ধাত্বর্থং চ প্রচক্ষতে।
সা নিত্যা সা মহানাত্মা তামাহুস্ত্বতলাদয়ঃ ॥ ঐ, জাতি ; ৩৪

(ঘ) সঙ্কেতস্তু পদপদার্থয়োরিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকো, যোঽয়ং শব্দঃ সোঽর্থঃ, যোঽর্থঃ স শব্দঃ। (যোগসূত্রের ব্যাস ভাষ্য, ৩।১৭) শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের অপর নাম 'যোগ্যতা'—ইহার ব্যাখ্যা, 'যস্তাদাত্ম্যলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ স এব যোগ্যতা,' (মঞ্জুষা, ৩৯ পৃঃ)

(ঙ) মঞ্জুষা, ১৮০ ও ৩৯০ পৃঃ। বস্তুতঃ অর্থপ্রকাশ করে

(চ) আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্ ॥
মারুত স্তুরসি চরন্মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্। ইত্যাদি।

(ছ) বৈখরী শব্দনিষ্পত্তি র্মধ্যমা স্মৃতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা তু পশ্যন্তী পরা বাগনপায়িনী ॥ মল্লিনাথধৃত, শ্লোক, কুমারসম্ভবটীকা, ২।১৭ ব্যাখ্যার জন্য 'অলঙ্কারসর্বস্ব' এর 'বিমর্শিনীটীকা, পৃঃ ১ দ্রষ্টব্য।

(জ) অন্তঃ সঙ্কল্পো বর্ণ্যতে মধ্যমা বাক্, সেয়ং বুদ্ধ্যাত্মা নৈষঃ বাচঃ প্রভেদ :।

পশ্যন্তীতি তু নির্ব্বিকল্পকমতে র্নামান্তরং কল্পিতং, বিজ্ঞানস্য হি প্রকাশবপুষো বাগ্‌রূপতা শাশ্বতী। ন্যায়মঞ্জরী, ৩৫৪ পৃঃ

(ঝ) 'ভাষ্যকার' বলিতেছেন—নিত্যপর্যায়বাচী সিদ্ধশব্দঃ—কথং পুনর্জ্ঞায়তে "সিদ্ধঃ শব্দোঽর্থঃ সম্বন্ধশ্চ", লোকতঃ, যল্লোকেঽর্থমর্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে নৈষাং নির্বৃত্তৌ যত্নং কুর্বন্তি" ইত্যাদি।

জাতির কূটস্থনিত্যতা এবং প্রবাহনিত্যতা উভয়পক্ষই ভাষ্যে আলোচিত হইয়াছে। "দ্রব্যং হি নিত্যং আকৃতিরনিত্যা' আকৃতাবপি পদার্থ এষ বিগ্রহো ন্যায্যঃ—অথবা নেদমেব নিত্যলক্ষণম্, ধ্রুবং কূটস্থ মবিচাল্যনপায়োপজনবিকার্য্যনুৎপম্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগি যত্তন্নিত্যমিতি, তদপি

নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে। কিং পুনস্তত্ত্বম্, তস্য ভাবস্তত্ত্বম্। আকৃতাবপি তত্ত্বং ন বিহন্যতে"।

কৈয়ট ব্যাখ্যা করিতেছেন—অসত্যোপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ত্বং দ্রব্যশব্দবাচ্যমিত্যর্থঃ। অসত্যত্বেঽপি তত্ত্বতো লোকব্যবহারাশ্রয়ণেন জাতের্নিত্যত্বং সাধ্যতে। নাগেশভট্ট 'যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে' ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, প্রবাহনিত্যতা চানেনোক্তা। 'শাব্দশ্চ ব্যবহারোঽনাদিবৃদ্ধব্যবহারপরম্পরাব্যুৎপত্তিপূর্বক ইতি শব্দানাং নিত্যত্বম্" (কৈয়ট)। সদৃশব্যবহারপরম্পরয়া নিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ, ন কূটস্থনিত্যঃ", বাচস্পতিমিশ্র, যোগসূত্র ১।২৭।

(এ) সংস্কারশ্চ তাবৎ প্রথমপদজ্ঞানং ততঃ সঙ্কেতস্মরণং সংস্কারশ্চ, ততঃ পদার্থজ্ঞানং তেনাপি সংস্কারঃ পুনর্বর্ণক্রমেণ দ্বিতীয় পদজ্ঞানং ততঃ সঙ্কেতস্মরণং, পূর্বসংস্কারসহিতেন চ তেন পটুতরঃ সংস্কারঃ সর্বপদবিষয়স্মৃতিঃ পদার্থবিষয়স্মৃতিরিতি সংস্কারক্রমাৎ ক্রমেণ দ্বে স্মৃতী ভবতঃ, তত্রৈকস্যাং স্মৃতাবুপারূঢ়ঃ পদসমূহো বাক্যম্, ইতরস্যামুপারূঢ়ঃ পদার্থসমূহো বাক্যার্থঃ। ন্যায়মঞ্জরী, ৩৬৩ পৃঃ

...বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনানর্থিকা...বৃদ্ধব্যবহারে (ব্যুৎপত্তিদশায়াং) বর্ণাঃ ক্রমাদ্যনুগৃহীতা গৃহীতার্থবিশেষাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেঽপ্যেকৈকবর্ণ গ্রহণান্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশ এব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীতি বর্ণবাদিনো লঘীয়সী কল্পনা। স্ফোটবাদিনস্তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ। বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি, স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ। (শারীরকভাষ্য, ১।৩।২৮)।

বর্ণঃ পুনরেকৈকঃ পদাত্মা সর্বাভিধানশক্তিপ্রচিতঃ সহকারিবর্ণান্তর প্রতিযোগিত্বাৎ বৈশ্বরূপ্যমিবাপন্নঃ পূর্বশ্চোত্তরেণোত্তরশ্চ পূর্বেণ বিশেষেঽবস্থাপিত ইত্যেবং বহবো বর্ণাঃ ক্রমানুরোধিনোঽর্থ সঙ্কেতেনাবচ্ছিন্না ইয়ন্ত এতে সর্বাভিধানশক্তিপরিবৃত্তা গকারৌকার বিসর্জনীয়াঃ সাস্নাদিমন্তমর্থং দ্যোতয়ন্তীতি। তদেতেষামর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্নানামুপসংহৃতধ্বনিক্রমাণাং য একো বুদ্ধিনির্ভাসস্তৎপদং বাচকং বাচ্যস্য সঙ্কেত্যতে। তদেকং পদমেকবুদ্ধিবিষয় একপ্রযত্নাক্ষিপ্তং অভাগমক্রমবর্ণং বৌদ্ধমন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়ব্যাপারোপস্থিতং পরত্র প্রতিপিপাদয়িষয়া বর্ণৈরেবাধীয়মানৈঃ শ্রূয়মাণৈশ্চ শ্রোতৃভিরনাদিবাগ্ ব্যবহার বাসনানুবিদ্ধয়া লোকবুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎ সংপ্রতিপত্ত্যা প্রতীয়তে, তস্য সঙ্কেত

বুদ্ধিতঃ অবিভাগঃ এতাবতামেবংজাতীয়কোঽনুসংহার একস্যার্থস্য বাচক ইতি। ব্যাসভাষ্য, যোগসূত্র, ৩৷১৭

স্ফোটবাদখণ্ডন সম্বন্ধে তত্ত্ববিন্দু, শ্লোকবার্তিক, ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(ট) আধুনিকসঙ্কেত যথা,
"আজানিকশ্চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধোমতঃ।
নিত্য আজানিকস্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে ॥
কাদাচিৎকস্ত্বাধুনিকঃ শাস্ত্রকারাদিভিঃ কৃতঃ ॥"

(ঠ) শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোশাপ্তবাক্যাদ্ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাদ্বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ ॥

বাক্যশেষ = context ; বিবৃতি = ব্যাখ্যা ; সিদ্ধপদসন্নিধি = জ্ঞাতার্থপদের সন্নিধি, যেমন, 'মধুকর ফুলের মধুপান করে'—এখানে মধুকর অর্থ যে ভ্রমর তাহা ফুলের মধুপান করা হইতে বোঝা যাইতেছে।

উপমান—যেমন কাহাকেও যদি বলিয়া দেওয়া হয় 'গবয় গোসদৃশ জীব', তাহা হইলে গোসদৃশ জীব দেখিয়া সে অনুমান করিবে ইহা গবয়।

শব্দের অর্থবোধ অনুমান দ্বারাই হয়। কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে এই অর্থবোধ অনুমান হইতে পৃথক্ একপ্রকার জ্ঞান। এই মত মীমাংসক বৈশেষিক ও সাংখ্যগণ মানেন না।

"পদজ্ঞানস্থলে পদার্থসংসর্গস্যানুমিতিরেব ভবতি...নতু শব্দজন্যো বিলক্ষণঃ বোধঃ" বিবৃতি, বৈশেষিক সূত্র, ৯৷২৷৩০ প্রয়োজকবৃদ্ধশব্দ-শ্রবণানন্তরং প্রযোজ্যবৃদ্ধপ্রবৃত্তিহেতুজ্ঞানানুমানপূর্বকত্বাচ্ছব্দার্থসম্বন্ধগ্রহণস্য স্বার্থসম্বন্ধজ্ঞানসহকারিণশ্চ শব্দস্যার্থপ্রত্যায়কত্বাদনুমানপূর্বকত্বম্।' তত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা, ৫। ইত্যাদি

(ড) অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ সম্বন্ধে কূটবিচারের জন্য ন্যায়মঞ্জরী, ৩৬৪—৭০ পৃঃ, তত্ত্ববিন্দু, ৯০—১৬১ পৃঃ ও ন্যায়রত্নমালা, ৭৩—১০২ পৃঃ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

শব্দার্থ—অভিধা

বাক্য ও শব্দ বা পদের অর্থবোধ কি করিয়া হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ব অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

পদের সাক্ষাৎসঙ্কেতিত অর্থকে মুখ্য অর্থ বলা হয়। পদের যে বৃত্তি বা শক্তি দ্বারা তাহার 'মুখ্য' অর্থ নিয়মিত, তাহাকে 'অভিধা' বলে। (ক) ইহা ব্যতীত পদের গৌণ অর্থও হইতে পারে, যেমন, গৌর্বাহীকঃ এই বাক্যে। বাহীক অর্থ বাহীকদেশের অধিবাসী। (খ) ইহারা মূর্খতা ও আলস্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। গোশব্দের এস্থলে অর্থ মূর্খ ও অলস ব্যক্তি, চতুষ্পদ জীববিশেষ নহে। এই অর্থ সাদৃশ্যমূলক, এবং গোশব্দের মুখ্য অর্থের সহিত এই গৌণ অর্থের সম্বন্ধ আছে। গরুর গুণ মূর্খতা ও আলস্য, উপচার দ্বারা বাহীকের উপর আরোপ করা হইয়াছে। এই উপচারকে লক্ষণা বলে। (গ) গোশব্দের 'লক্ষ্য' অর্থ মূর্খ ও অলস। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', এখানেও লক্ষণার প্রয়োগ হইয়াছে। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইহার অর্থ গঙ্গাতীরবর্তী আভীরপল্লী। লক্ষণাদ্বারা গঙ্গাশব্দ সমীপবর্তী তীরকে বুঝাইতেছে। কোন কোন আলঙ্কারিক গৌণী বৃত্তি নামক পৃথক্ বৃত্তি কল্পনা করেন—অন্যেরা ইহাকে সাদৃশ্যমূলক লক্ষণা হইতে অভিন্ন মনে করেন।

'লক্ষণা' বৃত্তির প্রয়োগ সেই ক্ষেত্রেই হয় যেখানে—(১) মুখ্য অর্থের গ্রহণ সম্ভব নহে ; (২) 'লাক্ষণিক' বা 'লক্ষ্য' অর্থ ও 'মুখ্য' অর্থ পৃথক্ হইলেও দুইটি কোন না কোনরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট, এবং (৩) 'রূঢ়ি' বা অন্য কোনও প্রয়োজন বিদ্যমান। পূর্বোক্ত দুই উদাহরণে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নহে, কারণ বস্তুতঃ বাহীকেরা গরু নহে, এবং গঙ্গায় কোনও পল্লীর অবস্থানও অসম্ভব। প্রথম উদাহরণে গো শব্দের 'মুখ্য' অর্থ (জীববিশেষ) এবং 'লক্ষ্য' অর্থ (মূর্খ ও অলস) সম্বন্ধবিশিষ্ট, কারণ মূর্খতা ও আলস্য গরুরই গুণ। দ্বিতীয় উদাহরণে গঙ্গা ও গঙ্গাতীরের 'সামীপ্য' সম্বন্ধ। 'পঙ্কজ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যাহা পঙ্কে জন্মে', কিন্তু ইহার 'রূঢ়' বা 'যোগরূঢ়' অর্থ কেবলমাত্র পদ্মফুল। হেমচন্দ্র প্রভৃতির মতে এইরূপ স্থলে 'লক্ষণা'র প্রয়োগ হয় নাই।

মুখ্য ও লক্ষ্য অর্থ ব্যতীত পদের অন্য একপ্রকার অর্থও হইতে পারে, যাহার সহিত মুখ্য অর্থের কোনও সম্বন্ধ নাই। যেমন কেহ

অন্যায় করিলে বলা হয়, "বেশ করিয়াছ", এখানে 'বেশ' অর্থ 'অত্যন্ত অন্যায়'। এই অর্থকে 'ব্যঙ্গ্য' অর্থ বলা হয়, এবং শব্দের যে বৃত্তিদ্বারা এই অর্থের বোধ হয় তাহার নাম 'ব্যঞ্জনা' (Suggestion) (ঙ) 'ব্যক্তিবিবেক'কার মহিমভট্ট নৈয়ায়িকদৃষ্টিতে বলেন যে ব্যঙ্গ্য অর্থ মুখ্য অর্থ হইতেই অনুমান দ্বারা প্রতীয়মান হয়, এজন্য 'ব্যঞ্জনা' নামক পৃথক্ বৃত্তি কল্পনার প্রয়োজন নাই। (চ) নৈয়ায়িকগণ পৃথক্ ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করেন না। 'ধ্বন্যালোক' এ ও 'ব্যঙ্গ্য' অর্থকে অনেকস্থলে "প্রতীয়মান" অর্থ বলা হইয়াছে। অতএব পদের তিনপ্রকার অর্থ হইতে পারে—অভিধেয় বাচ্য বা মুখ্য, লক্ষ্য বা গৌণ ও ব্যঙ্গ্য।

অভিধা বা শক্তি, রূঢ়ি যোগ ও যোগরূঢ়ি ভেদে তিনপ্রকার। যেখানে পদের মুখ্য অর্থ ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অপেক্ষা রাখে না, সেখানে পদ 'রূঢ়', যেমন, গো, অশ্ব, মণি প্রভৃতি। এ তিন পদের ব্যুৎপত্তি হইতে অর্থবোধ হয় না। গো শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে গমন করে। অশ্ব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যাহা ব্যাপ্ত', মণি শব্দের অর্থ 'যাহা শব্দ করে'। এগুলি সংজ্ঞাশব্দ 'যথাকথঞ্চিৎ ব্যুৎপাদ্যাঃ'। যেখানে মুখ্য এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এক, সেখানে পদ 'যৌগিক', যেমন, পাচক; ইহার মুখ্য ও ব্যুৎপত্তিগত উভয় অর্থই এক, 'যে পাক করে'। যেখানে পদের মুখ্য অর্থ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে সঙ্কুচিত কিন্তু তাহার বিরোধী নহে, সেখানে পদ যোগরূঢ়। যেমন, কৃষ্ণসর্প, বাসুদেব, পঙ্কজ—'কৃষ্ণসর্প' অর্থ কৃষ্ণবর্ণ বিশেষ এক জাতীয় সর্প, যাহার বিষ আছে; 'বাসুদেব' বসুদেবের বিশেষ এক পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ; 'পঙ্কজ' পঙ্কে জাত বিশেষ এক পদার্থ, পদ্ম। কোন কোন শব্দের যৌগিক ও রূঢ় উভয় প্রকার অর্থই হয়। যেমন, 'অশ্বগন্ধা' অর্থ একপ্রকার ওষধি, ইহার অন্য অর্থ বাজিশালা অর্থাৎ অশ্বের গন্ধবিশিষ্ট আস্তাবল। এইরূপ শব্দকে 'যৌগিকরূঢ়'ও বলা হয়। মণ্ডপ শব্দের যৌগিক অর্থ মণ্ডপানকারী, যোগরূঢ় অর্থ 'জনাশ্রয়' অর্থাৎ যে স্থানে জন সমাগম হয়। (ছ)

সংস্কৃতভাষায় অনেক শব্দের একাধিক অর্থ হয়। এই সকল শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ Context বা পূর্বাপর পদ ও বাক্য বিবেচনা করিয়া নির্ণয় করা হয়। এ সম্বন্ধে ভর্তৃহরির কারিকা—

বাক্যাৎ প্রকরণাদর্থাদৌচিত্যাদ্দেশকালতঃ।
শব্দার্থাঃ প্রবিভজ্যন্তে, ন রূপাদেব কেবলাৎ॥ বাক্যপদীয়, ২।৩১৬

বাক্যপদীয়ে ইহার পর আর দুইটী শ্লোক আছে, যাহার বহু গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (জ) টীকাকার পুণ্যরাজ বলেন এই দুই শ্লোকে ভর্তৃহরি অন্য কোনও শাব্দিকের মত উপন্যস্ত করিয়াছেন। শ্লোক দুইটী এই,

> সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ সাহচর্যং বিরোধিতা।
> অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ॥
> সামর্থ্যমৌচিতী দেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ।
> শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষস্মৃতিহেতবঃ॥

একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে এই বিশেষ স্মৃতির হেতুগুলির প্রায় সবই "প্রকরণ" ও "ঔচিত্য" এ দুইটির অন্তর্গত। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

'রামলক্ষণৌ' এখানে সাহচর্যদ্বারা রাম অর্থ দাশরথি; 'রামরাবণৌ' এখানে বিরোধিতা প্রসিদ্ধ বলিয়া রাম অর্থ পূর্ববৎ দাশরথি; খাইবার সময় 'সৈন্ধবমানয়' বলিলে 'সৈন্ধব' বুঝাইবে লবণ আর বাহিরে যাইবার সময় বুঝাইবে সিন্ধুদেশোদ্ভব অশ্ব। 'করেণ রাজতে নাগঃ' এখানে কর শব্দের ব্যবহার হওয়ায় 'নাগ' অর্থ হস্তী; 'মধুনা মত্তঃ কোকিলঃ,' এখানে 'মধু' অর্থ বসন্ত ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। 'চিত্রভানুর্বিভাতি,' এখানে দিনের বেলায় 'চিত্রভানু' শব্দের অর্থ সূর্য্য এবং রাত্রিতে অগ্নি। 'মিত্রো ভাতি', অর্থ সূর্য্যো ভাতি, এবং 'মিত্রং ভাতি' অর্থ সুহৃদ্ভাতি। এইরূপ 'রথাঙ্গঃ' অর্থ চক্রবাক, 'রথাঙ্গং' রথের চাকা। 'সশঙ্খচক্রো হরিঃ' এখানে হরি অর্থ বিষ্ণু, ভেকাদি নহে। (ঝ)

এইরূপ অভিনয়, অপদেশ, নির্দ্দেশ, সংজ্ঞা, ইঙ্গিত, আকার প্রভৃতি দ্বারাও অর্থপ্রতীতি হইতে পারে। উদাহরণের জন্য 'হৈমকাব্যানুশাসন,' ৪৮ পৃঃ, দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ

(ক) সঙ্কেতিতমর্থং বোধয়ন্তী শব্দস্য শক্ত্যন্তরানন্তরিতা শক্তিরভিধা নাম। (সাহিত্যদর্পণ) শক্ত্যাখ্যোঽর্থস্য শব্দগতঃ, শব্দস্যার্থগতো বা সম্বন্ধবিশেষোঽভিধা। অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থোঽবগন্তব্য ইত্যাকারেশ্বরেচ্ছৈবাভিধা। (রসগঙ্গাধর, ১৪০পৃঃ)

(খ) বাহীকদেশ বর্ত্তমান পাঞ্জাবের অংশ। বাহীকেরা অধর্মাচারী

ও অশুচি ছিল এজন্য স্মৃতিকারগণ বাহীকদেশে গমন নিষেধ করিয়াছেন।

'পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠাণাং নদীনাং যেঽন্তরাশ্রিতাঃ।
তান্ ধর্মবাহ্যানশুচীন্ বাহীকান্ পরিবর্জয়েৎ ॥'
'বাহীকা নাম তে দেশা ন তত্র দিবসং বসেৎ'
'বহিকশ্চ বহীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ।
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষা সৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ।'

কর্ণপর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

"গৌর্বাহীকঃ" এই উদাহরণ বাক্যপদীয় প্রভৃতি গ্রন্থে আছে।
"গোত্বানুষঙ্গো বাহীকে নিমিত্তাৎ কৈশ্চিদিষ্যতে।
অর্থমাত্রং বিপর্যস্তং শব্দঃ স্বার্থে ব্যবস্থিতঃ ॥" বাক্যপদীয়, ২।২৫৫
"যথা সাস্নাদিমান্ পিণ্ডো গোশব্দেনাভিধীয়তে।
তথা স এব গোশব্দো বাহীকেঽপি ব্যবস্থিতঃ ॥" ঐ, ২।২৫২

(গ) শক্যসম্বন্ধো লক্ষণা (রসগঙ্গাধর)।

অন্বয়াদ্যনুপপত্তিজ্ঞানপূর্বকং শক্যত্বেন
গৃহীতার্থসম্বন্ধজ্ঞানেন উদ্বুদ্ধসংস্কারবোধে লক্ষণা

(মঞ্জুষা ১১৬ পৃঃ)

"মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যোগে রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ।
অন্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ॥"

কাব্যপ্রকাশ

(ঘ) হেমচন্দ্র পৃথক্ গৌণী বৃত্তি স্বীকার করেন। কাব্যপ্রকাশকার প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরা ইহাকে লক্ষণারই প্রকারভেদ মনে করেন। পরের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(ঙ) মুখ্যার্থবাধনিরপেক্ষং বোধজনকো মুখ্যার্থসম্বন্ধাসম্বন্ধসাধারণঃ প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধার্থ বিষয়কো বক্ত্রাদিবৈশিষ্ট্যজ্ঞানপ্রতিভাদ্যুদ্বুদ্ধঃ সংস্কার-বিশেষো ব্যঞ্জনা (মঞ্জুষা, ১৫৬ পৃঃ)।

(চ) মহিমভট্টের মতে লক্ষণা অনুমানের অন্তর্গত।

ব্যক্তিবিবেক, ১১২ পৃঃ।

(ছ) অবয়বশক্তিনৈরপেক্ষ্যেণ সমুদায়শক্তিমৎপদত্বং রূঢ়ত্বম্। অবয়বশক্তিসাপেক্ষসমুদায়শক্তিমৎপদত্বং যোগরূঢ়ত্বম্। সমুদায়শক্তি-নৈরপেক্ষ্যেণ অবয়বশক্তিমৎপদত্বং যৌগিকত্বম্। স্বতন্ত্রোভয়শক্তি মৎপদত্বং যৌগিকরূঢ়ত্বম্। সারমঞ্জরী, ৭৫ পৃঃ। অথগুশক্তিমাত্রে-

নৈকার্থপ্রতিপাদকত্বং রূঢ়িঃ; অবয়শক্তিমাত্রসাপেক্ষং পদস্যৈকার্থ প্রতিপাদকত্বং যোগঃ; অবয়বসমুদয়োভয়শক্তিসাপেক্ষমেকার্থ প্রতিপাদকত্বং যোগরূঢ়ি। বৃত্তিবার্ত্তিক

(জ) বিশেষতঃ মঞ্জুষা, ১১০-১১২ পৃঃ, রসগঙ্গাধর, ১১৮-১২৫ পৃঃ ও কাব্যপ্রকাশাদি দ্রষ্টব্য।

(ঝ) রামঃ শ্যামে হলায়ুধে। পশুভেদে সিতে চারৌ রাঘবে রেণুকাসুতে॥ হেমচন্দ্র। নাগঃ পন্নগমাতঙ্গক্রূরচারিষু তোয়দে। মেদিনী।

মধু পুষ্পরসক্ষৌদ্রমদ্যে না তু মধুক্রমে।
বসন্তদৈত্যভিচ্চৈত্রে....... ॥ ঐ
চিত্রভানুঃ পুমান্ বৈশ্বানরে চাহস্করেঽপি চ ॥ ঐ
মিত্রং তু সখ্যৌ, মিত্রো দিবাকরে। হেমচন্দ্র
বিষ্ণু চন্দ্রেন্দ্রবাতার্কযমাশ্বাংশু শুকাগ্নিষু।
কপিভেকাহিসিংহেষু হরির্ণা কপিলে ত্রিষু॥ বৈজয়ন্তী

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শব্দার্থ

লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা[১]

(ক) লক্ষণা

পদের যে বৃত্তিদ্বারা গৌণ অর্থের বোধ হয় তাহার নাম লক্ষণা। অনেক ক্ষেত্রে পদের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে বাক্যের প্রকৃত অর্থবোধ হয় না, সেক্ষেত্রে পদের গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থ আশ্রয় করিতে হয়। কোন কোন স্থলে ভাষার প্রয়োগই (idiom) ই এইরূপ যে মুখ্য ও গৌণ অর্থ একই পদদ্বারা প্রকাশিত হয়—যেমন, কলিঙ্গ অর্থ মুখ্যতঃ দেশবিশেষ কিন্তু বহুবচনে ঐ শব্দই কলিঙ্গদেশের অধিবাসী এই গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হয়; এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র অর্থে কৃষ্ণং বস্ত্রং এইরূপ ব্যবহার হয়। ইহা ব্যতীত সাদৃশ্যাদি গৌণ অর্থেও পদের ব্যবহার হয়, যেমন 'রাম একটি গরু', এই বাক্যের অর্থ 'রাম গরুর মত বোকা', গরু শব্দ জীব বিশেষ বুঝাইতেছে না। 'গরু শব্দের অর্থ যে 'গরুর মত' তাহা বক্তার অভিপ্রায় অনুসারেই বুঝিতে হইবে। (ক) প্রথম উদাহরণে 'কলিঙ্গ' শব্দের মুখ্য অর্থ দেশবিশেষ। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে 'কলিঙ্গাঃ সাহসিকাঃ' এই বাক্যের কোন অর্থ হয় না, কারণ কলিঙ্গ দেশ একটি এবং দেশের সাহসিকত্ব কল্পনা করা চলে না। এজন্য এখানে 'কলিঙ্গ' অর্থে 'কলিঙ্গবাসী' বুঝিতে হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গৌণ অর্থ তখনই বুঝাইবে যখন মুখ্য অর্থ গ্রহণে বাধা আছে, কিন্তু গৌণ অর্থের মুখ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইতে হইবে। 'কলিঙ্গাঃ সাহসিকাঃ' এখানে অধিবাসিবাচক কলিঙ্গ ও দেশবাচক কলিঙ্গের 'তাৎস্থ্য' (তাহাতে স্থিত) এই সম্বন্ধ; এইরূপ 'গৌর্বাহীকঃ' এক্ষেত্রে মূর্খত্ববাচক গো শব্দের সহিত জীববিশেষবাচক গো শব্দের 'সাদৃশ্য' বা 'তাদ্ধর্ম্য' সম্বন্ধ। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এক্ষেত্রে গঙ্গাতটবাচী গঙ্গাশব্দের নদীবাচী

১। এই অধ্যায়ের বিশেষ আলোচনার জন্য সাহিত্যদর্পণের মহামহোপাধ্যায় কাণের ইংরেজী ব্যাখ্যা অবশ্য পাঠ্য। কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, রসগঙ্গাধর ধ্বন্যালোক প্রভৃতি অলঙ্কারগ্রন্থ, নৈয়ায়িকমতের জন্য শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ও বৈয়াকরণমতের জন্য লঘুমঞ্জুষা দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাশব্দের সহিত 'সামীপ্য' সম্বন্ধ। 'কুন্তান্ প্রবেশয়' এই বাক্যের অর্থ, 'কুন্তনামক অস্ত্রধারী পুরুষদের প্রবেশ করাও', এখানে মুখ্য ও গৌণ অর্থের সম্বন্ধ 'তাৎসাহচর্য্য'। 'তাৎস্থ্য' সম্বন্ধের অন্য উদাহরণ, 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'—অর্থাৎ মঞ্চস্থ পুরুষেরা চীৎকার করিতেছে ; 'গিরির্দহ্যতে', পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে, অর্থাৎ পাহাড়ে স্থিত বৃক্ষাদিতে আগুন লাগিয়াছে। 'তাদ্ধর্ম্য' সম্বন্ধের অন্য উদাহরণ, 'সিংহো মাণবকঃ', অগ্নির্মাণবকঃ', এই বালক সিংহের মত, আগুনের মত (তেজস্বী)।

মহাভাষ্যকার এই চারি প্রকার সম্বন্ধেরই উল্লেখ করিয়াছেন—'চতুর্ভিঃ প্রকারৈরতস্মিন্ স ইতি ভবতি, তাৎস্থ্যাৎ-তাদ্ধর্ম্যাৎ-তাৎসামীপ্যাৎ-তাৎসাহচর্যাৎ', (৪।১।৪৮)। 'পরম-লঘুমঞ্জুষা'য় একটি কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে 'তাদর্থ্য' নামক অতিরিক্ত একটি সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে, উদাহরণ, 'ইন্দ্রার্থা স্থূণা ইন্দ্রঃ'। 'কাব্যপ্রকাশ' এ এই পাঁচটি ছাড়াও অন্য কয়েকটি সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, যেমন 'কার্যকারিত্ব', 'স্বস্বামিভাব', 'অবয়বাবয়বিভাব' ও 'তাৎকর্ম্য'। যথাক্রমে উদাহরণ, 'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্' ; রাজপুরুষার্থে রাজা ; 'অগ্রহস্ত' এখানে হস্ত অর্থ 'অগ্রমাত্রাবয়ব' ; গৃহকর্মনিপুণ অর্থে 'তক্ষা'। (খ) ভাষ্যকারের মতে তাৎপর্যানুসারে শব্দের মুখ্য বা গৌণ (প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ) অর্থের বোধ হয়। ভাষ্যে লক্ষণাবৃত্তি প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত হয় নাই।

কাব্যপ্রকাশকার 'লক্ষণা'র এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন,

মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যোগে রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ।
অন্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ॥ ২।৯

সাহিত্যদর্পণকারও প্রায় অক্ষরশঃ এই শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যেস্থলে বাচ্য অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থের ইঙ্গিত করা হয় সেস্থলে বৃত্তি 'লক্ষণা'। মুখ্যার্থের বাধা, মুখ্যার্থের যোগ, রূঢ়ি অথবা প্রয়োজন এইগুলি লক্ষণার হেতু। লক্ষণায় একের ক্রিয়া অন্যে আরোপিত হয়।

'গৌর্বাহীকঃ', এখানে মুখ্যার্থের বাধা ; 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তিঃ', এখানে মুখ্যার্থ যোগ। কারণ, বাহীকেরা গরু নহে, অপর পক্ষে কুন্ত অর্থ কুন্তধারী পুরুষ অর্থাৎ কুন্ত ও পুরুষ উভয়ই। 'কুশল' অর্থ নিপু, কিন্তু ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে কুশ আহরণ করে। 'কর্মণি কুশলঃ

এখানে 'কুশল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থগ্রহণ করিলে প্রকৃত অর্থের বোধই হইবে না। গঙ্গাতটের শীতলতা ও পবিত্রতা বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে 'গঙ্গাতটে ঘোষঃ' না বলিয়া 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলাই সমীচীন। 'অতিশীতে, তি পাবনে তীরে ঘোষঃ ইতি ব্যঞ্জনাজন্যবোধো লাক্ষণিকশব্দপ্রয়োগস্য প্রয়োজনমিতি ভাবঃ।' এইরূপ অতিগহনত্ব বুঝাইতে 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি'—অস্ত্রের প্রাচুর্য এত বেশী যে মনে হইতেছে কেবল অস্ত্রই প্রবেশ করিতেছে।

আলঙ্কারিকগণের মতে গৌণ অর্থে শব্দ ব্যবহার করা হয় দুই কারণে —প্রথমতঃ শব্দের 'রূঢ়' অর্থ 'মুখ্য' অর্থ হইতে ভিন্ন হইতে পারে, এবং দ্বিতীয়তঃ, বক্তাই বিশেষ উদ্দেশ্যে গৌণ অর্থে শব্দপ্রয়োগ করিতে পারেন। 'রূঢ়' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সাধারণতঃ মুখ্য অর্থ হইতে পারে না। রূঢ়িমূলক লক্ষণার 'কাব্যপ্রকাশ' কার উদাহরণ দিয়াছেন, নিপুণার্থে 'কুশল'। কিন্তু এখন 'কুশল' শব্দের 'মুখ্য' অর্থই নিপুণ, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'কুশাহরণকারী' ইহার মুখ্য অর্থ নহে। 'সাহিত্য-দর্পণ' কার প্রভৃতি 'কাব্যপ্রকাশ' কারের এই উদাহরণের সার্থকতা স্বীকার করেন না। 'রূঢ়' প্রত্যেক শব্দেরই লক্ষণাদ্বারা অর্থের বোধ হয় এই মত যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। 'রূঢ়' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টকল্পনা প্রসূত—তাহাকে ঐ শব্দের 'মুখ্য' অর্থ বলা সমীচীন কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ বলেন 'দ্বিরেফ' 'দ্বিক' প্রভৃতি শব্দের ভ্রমর ও কাক ইত্যাদি অর্থও লক্ষণাদ্বারাই অবগত হয়। এই মত অনেকে মানেন না, তাঁহাদের মতে এই সকল পদের রূঢ় অর্থই মুখ্য অর্থ। (গ) রূঢ়িমূলক লক্ষণার উদাহরণ, স্নেহার্থে 'তৈল', শত্রু অর্থে 'কণ্টক' ইত্যাদি। 'রসগঙ্গাধর'এ 'অনুকূল', 'প্রতিকূল', 'অনুলোম', 'প্রতিলোম', 'লাবণ্য' এই কয়টি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'কারের উদাহরণ অরুণবর্ণযুক্ত অর্থে 'অরুণ'।

প্রয়োজনবশতঃ যেখানে লক্ষণার আশ্রয় লইতে হয় সেখানে লক্ষ্য অর্থ ভিন্ন ব্যঙ্গ্য অর্থও অভিপ্রেত হয়। "প্রয়োজনং হি ব্যঞ্জনব্যাপারগম্যমেব"। অপকারকারীকে কেহ বলিতেছেন, 'আমার অনেক উপকার করিয়াছ—'উপকৃতং বহু তত্র কিমুচ্যতে'। এখানে 'বৈপরীত্য সম্বন্ধ' হইয়াছে। (২) 'উপদিশন্তি

(২) বৈপরীত্যসম্বন্ধকল্পনা যুক্তিযুক্ত কিনা বিবেচ্য। মুখ্য অর্থের সহিত তাহার বিপরীত অর্থের ব্যঞ্জনামূলক সম্বন্ধ অবশ্যই হইতে পারে।

কামিনীনাং যৌবনদএব ললিতানি', 'উপদিশতি' অর্থ এখানে 'আবিষ্করোতি'।

কাব্যপ্রকাশে লক্ষণার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে 'আরোপিতা' ক্রিয়া অর্থ উপচাররূপ ব্যাপার, উপচার 'অর্থ 'অতচ্ছব্দস্য তচ্ছব্দেনাভিধানম্'। 'রসগঙ্গাধর' প্রভৃতিতে 'রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ' এই অংশ সূত্রে পরিত্যক্ত হইয়াছে, 'শক্যসম্বন্ধে লক্ষণা'। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'র সূত্রও অনুরূপ। 'বাচ্যার্থানুপপত্ত্যা তৎসম্বন্ধিন্যারোপিতঃ শব্দব্যাপারো লক্ষণা', 'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ'এর এই সংজ্ঞাও তুলনীয়।

লক্ষণার নানারূপ প্রকারভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। 'কাব্যপ্রকাশ'কারের মতে লক্ষণার প্রকারভেদ এইরূপ—
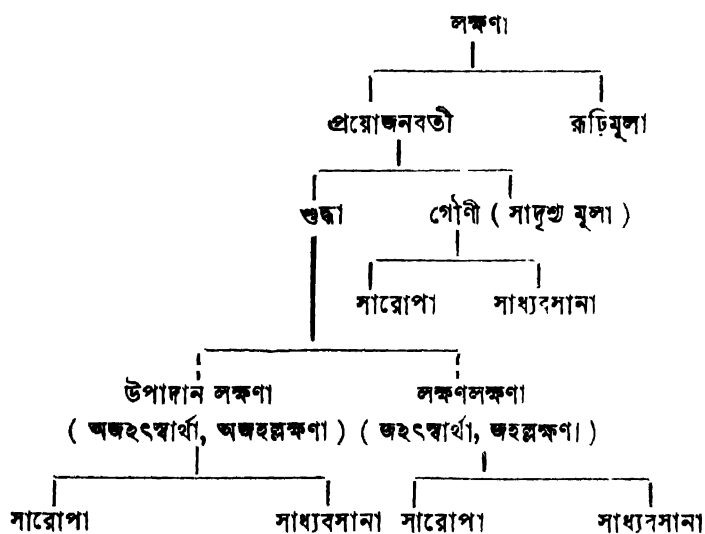
উপাদানলক্ষণায় মুখ্য অর্থ লক্ষ্য অর্থে অন্তর্ভুক্ত, এজন্য ইহার অপর নাম অজহৎস্বার্থা লক্ষণা। লক্ষণ লক্ষণায় মুখ্য অর্থ লক্ষ্য অর্থে অন্তর্ভুক্ত নহে এবং তাহার বোধই হয় না। 'অধ্যবসান' অর্থ যেখানে একেবারেই অভেদ কল্পনা করা হয়। 'গৌর্বাহীকঃ' এখানে বাহীকে গোত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কিন্তু 'গৌরয়ম্' এখানে বাহীকত্বের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, তাহা গোত্বেই পর্যবসিত। এই দুইটি উদাহরণ যথাক্রমে সারোপা ও সাধ্যবসানা গৌণী লক্ষণার।

উপাদানলক্ষণার উদাহরণ 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি'। লক্ষণলক্ষণার

উদাহরণ, 'কলিঙ্গাঃ সাহসিকাঃ', 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', 'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্', 'আয়ুরেবেদম্'। কলিঙ্গা, গঙ্গা, আয়ু ইহাদের মুখ্য অর্থের পরিবর্তে গৌণ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। মুখ্য অর্থ যথাক্রমে কলিঙ্গদেশ, গঙ্গানদী ও আয়ুঃ কিন্তু গৌণ অর্থ, যথাক্রমে কলিঙ্গদেশবাসী, গঙ্গাতট ও আয়ুবর্ধক। 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি' এস্থলে অজহৎস্বার্থা লক্ষণা, কারণ কুন্তধারী পুরুষের সহিত কুন্তও প্রবেশ করিতেছে। (৩)

'সাহিত্যদর্পণ'এ লক্ষণার আশি প্রকার ভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। বৈদান্তিকগণের মতে 'জহদজহল্লক্ষণা' বা 'ভাগলক্ষণা' নামে পৃথক্ একপ্রকার লক্ষণা কল্পনীয়। 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইহার অর্থ এই (এতৎকালীন দেবদত্তই) সেই (তৎকালীন) দেবদত্ত; দুই দেবদত্ত একপক্ষে এক হইলেও একেবারে এক নহে। 'ভাগলক্ষণা' দ্বারা 'সেই দেবদত্ত' এই পদসমষ্টির দেবদত্ত অংশ, 'এই দেবদত্ত' এই পদসমষ্টির দেবদত্ত অংশের সহিত অভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে। এইরূপ 'তৎ ত্বমসি' এই মহাবাক্যে উপাধি বর্জন করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। উপাধিযুক্ত জীব ও উপাধিমুক্ত ব্রহ্ম কখনও এক হইতে পারে না। (ঙ)

ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি[৪]

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ব্যঞ্জনা দ্বারা শব্দ বা বাক্যের অভিধেয় (বাচ্য, মুখ্য) অর্থ ও গৌণ (লক্ষ্য) অর্থ হইতে পৃথক্ ব্যঙ্গ্য অর্থের বোধ হয়। ব্যঙ্গ্য ও লক্ষ্য অর্থের মূলগত প্রভেদ তার্কিকগণ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য উভয়প্রকার অর্থই বাচ্য বা মুখ্য অর্থ হইতে অনুমান দ্বারা জ্ঞাতব্য। আলঙ্কারিকগণ বলেন লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থ একেবারেই বিভিন্ন—লক্ষ্য অর্থ ও মুখ্য অর্থের পরস্পর তৎসামীপ্য তাদ্ধর্ম্য প্রভৃতি সম্বন্ধ থাকিবে কিন্তু ব্যঙ্গ্য অর্থ ও মুখ্য অর্থের মধ্যে ঐরূপ সম্বন্ধ নাই। এমন কি অনেকস্থলে মুখ্য অর্থ ব্যঙ্গ্য অর্থের বিপরীত।

---

(৩) 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্', এখানে কাক অর্থ কাক ও অন্যান্য সর্বপ্রকার পশুপক্ষী। (ঘ)

(৪) ধ্বনি সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ, অভিনবগুপ্তের টীকা সহ আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক'। ইংরাজী ব্যাখ্যা সহ 'ধ্বন্যালোক' শ্রীযুত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইতেছে। 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণ'এ সংক্ষেপে সমগ্র বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্য বিশেষগুণসম্পন্ন 'পদাবলী' বা 'বাক্য'। (চ) বাক্যের, অভিধেয় (বাচ্য), লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য এই তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে। যে বাক্যের ব্যঙ্গ্য (suggested) অর্থ বাচ্য অর্থের অপেক্ষা প্রধান তাহাকেই উত্তম বা 'ধ্বনিকাব্য' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যে বাক্যের ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের তুলনায় অপ্রধান তাহাকে মধ্যমকাব্য বা 'গুণীভূতব্যঙ্গ্য' নাম দেওয়া হইয়াছে। যে বাক্যে ব্যঙ্গ্য অর্থ একেবারেই নাই তাহা অধম বা চিত্রকাব্য। (ছ)

ভাষাজ্ঞান থাকিলেই ব্যঙ্গ্য অর্থের বোধ হয় না, তাহা কেবলমাত্র কাব্যরসিকেরাই উপলব্ধি করিতে পারেন। ব্যঙ্গ্য অর্থের অপর নাম 'প্রতীয়মান' অর্থ। (জ) ধ্বন্যালোককার আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি'। এই মতই পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

'ব্যঞ্জনা' কে, শব্দশক্তিমূলক, অর্থশক্তিমূলক এবং শব্দার্থোভয় শক্তিমূলক এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। কাব্যপ্রকাশ-কারের মতে ধ্বনির প্রধানতঃ অষ্টাদশ ভেদ, ইহাদের অবান্তর ভেদ একান্নটি।

'ধ্বনি' ও 'ব্যঞ্জনা' মূলতঃ এক। 'ধ্বনি' ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশ করে, অথবা ব্যঙ্গ্যই 'ধ্বনি'। যে কাব্যে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রধান তাহা 'ধ্বনিকাব্য'। শব্দের ব্যঞ্জনা অভিধামূলা বা লক্ষণামূলা। যে স্থলে শব্দের একাধিক অর্থ, 'সংযোগ' 'বিপ্রয়োগ' প্রভৃতি দ্বারা তাহার একটি অর্থ নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু অন্য অর্থও মানসপটে উদিত হয়। 'রাম' শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের তিন রামের কথা মনে পরে, অর্থাৎ রাঘব রাম, ভার্গব রাম ও বলরাম। কিন্তু শ্রোতা প্রকরণাদি (context) দ্বারা 'রাম' কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা স্থির করেন। অন্য অর্থগুলি আমাদের মনে উদিত হয় অভিধামূলক ব্যঞ্জনা দ্বারা। শব্দ অনেক গুলি অর্থের সূচনা করে (suggests) কিন্তু প্রকরণদ্বারা (by context) আমরা তাহার একটিকে বাছিয়া লই।

"অনেকার্থস্য শব্দস্য সংযোগাদ্যৈর্নিয়ন্ত্রিতে।
একত্রার্থেঽন্যধীহেতুর্ব্যঞ্জনা সাভিধাশ্রয়া॥ সাহিত্যদর্পণ, ২।১৪

যেখানে শব্দের দুইটি বা ততোঽধিক অর্থের প্রতীতি অভিপ্রেত হয়, সেখানে "শ্লেষ" অলঙ্কার।[৫]

(৫) শ্লিষ্টমিষ্টমনেকার্থমেকরূপান্বিতং বচঃ। কাব্যাদর্শ, ২।৩১

লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনার প্রসিদ্ধ উদাহরণ, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। শৈত্য পবিত্রতা বুঝাইবার জন্য 'গঙ্গাতটে' না বলিয়া 'গঙ্গায়াং' বলা হইয়াছে।

বক্তার বৈশিষ্ট্য, প্রতিপাদ্য বিষয়ের বৈশিষ্ট্য, কাকু (স্বরের বিকার) র বৈশিষ্ট্য, প্রকরণ দেশ কাল প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি দ্বারাও ব্যঙ্গ্য অর্থ সূচিত হইতে পারে। (ঝ) উদাহরণের জন্য কাব্যপ্রকাশাদি দ্রষ্টব্য।

ধ্বনির প্রধান ভেদগুলি এইরূপ,
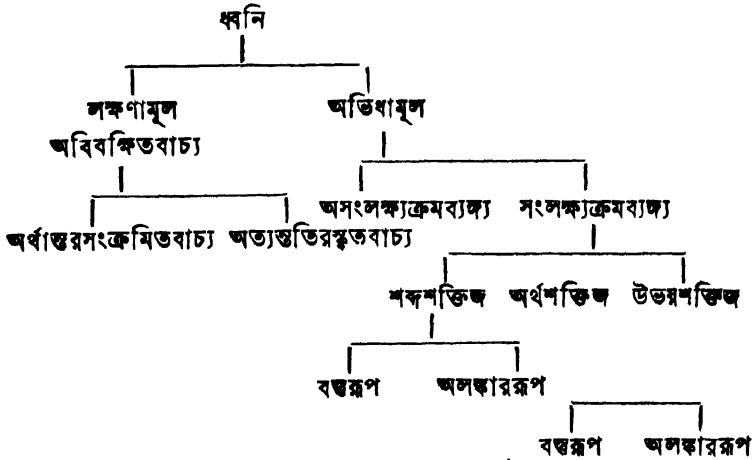
অর্থশক্তিজ ধ্বনির আরও বিভেদ কল্পিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্যঙ্গ্য অর্থ বস্তুরূপ বা অলঙ্কাররূপ হইতে পারে এবং প্রত্যেকটিই 'স্বতঃসম্ভবী', 'কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ' বা 'কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ' হইতে পারে।

ধ্বনি পদে, বাক্যে বা প্রবন্ধে এবং পদাংশে হইতে পারে। অলঙ্কারিকগণ এখানেই নিরস্ত হ'ন নাই। আবার 'সঙ্কর' ও 'সংসৃষ্টি' বিবেচনা করিয়া ইঁহারা ধ্বনির ১০৪৫৫ প্রকার ভেদ কল্পনা করিয়াছেন।

প্রধান অষ্টাদশ প্রকার ধ্বনির উদাহরণের জন্য 'কাব্যপ্রকাশ' 'সাহিত্যদর্পণ' ও 'রসগঙ্গাধর' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) "তদা জায়ন্তে গুণা যদা তে সহৃদয়ৈ র্গৃহ্যন্তে।
রবিকিরণানুগৃহীতানি ভবন্তি কমলানি কমলানি ॥"[৫]
(আনন্দবর্ধন, বিষমবাণলীলা, সংস্কৃতানুবাদ)

---

(৫) তালা জাঅন্তি গুণা জালা দে সহিঅএহিঁ ঘেপ্পন্তি।
রই কিরণানুগ্গহিআইঁ হোন্তি কমলাইঁ কমলাইঁ॥

যখন সহৃদয়গণ গুণ গ্রহণ করেন তখনই গুণ প্রকৃত গুণত্ব লাভ করে। রবিকিরণদ্বারা অনুগৃহীত হইলেই কমল (প্রকৃত) কমল হয়। দ্বিতীয় কমল শব্দের অর্থ রবিকিরণে প্রস্ফুটিত কমল। কমল শব্দের এই অর্থান্তর বুঝাইতেছে বলিয়া এখানে 'অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য' ধ্বনি হইয়াছে, লক্ষণা 'অজহৎস্বার্থা'।

(২) "রবি সংক্রান্ত সৌভাগ্যস্তুষারাবৃত মণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে ॥"

রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ২২।১৩

তুষারাবৃতমণ্ডল হওয়ায় নিঃশ্বাস দ্বারা মলিন আয়নার মত চাঁদ প্রকাশ পাইতেছে না। অন্ধ শব্দ এখানে "পদার্থস্ফুটীকরণাশক্তিত্ব" বুঝাইতেছে—অন্ধশব্দের বাচ্য অর্থ 'দৃষ্টিহীন', বাচ্য অর্থের এখানে অত্যন্ত 'তিরস্কার' (ত্যাগ) হইয়াছে। এখানে লক্ষণা "জহৎস্বার্থা" এবং ধ্বনি "অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য।"

(৩) ত্বামালিঙ্গ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥

মেঘদূত, উত্তরমেঘ, ৪৪

শিলাফলকে ধাতুরাগ দ্বারা প্রণয়কুপিতা তোমাকে আঁকিয়া যখনই তোমার চরণে পতিত হইবার ইচ্ছা করি, তখনই অশ্রুদ্বারা পুনঃ পুনঃ আমার দৃষ্টি লোপ হয়। ক্রূর কৃতান্ত ছবিতেও আমাদের মিলন সহ্য করেন না। বাচ্য অর্থ সুন্দর হইলেও যক্ষের প্রেমাতিশয্যের বর্ণনাই কবির অভিপ্রেত। বাচ্য অর্থের প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই রস-প্রতীতি হইতেছে বলিয়া এখানে ধ্বনি 'অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য' অর্থাৎ বাচ্য 'বিভাবাদি' ও ব্যঙ্গ্য 'রস' (এখানে শৃঙ্গাররস) এই দুইএর মধ্যে পৌর্বাপর্য লক্ষিত হয় না। (৫)

"দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥"

রঘুবংশ, ৪।৪৯

দক্ষিণদিকে সূর্যেরও তেজ মন্দীভূত হয়, কিন্তু এই দক্ষিণ দিকেই রঘুর প্রতাপ পাণ্ড্যগণ সহ্য করিতে পারিল না। ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে

এই যে রঘুর প্রতাপ সূর্য হইতেও অধিক। এখানে 'ব্যতিরেক'[৬] অলঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। বাচ্য অর্থ হইতে ক্রমে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রতীত হইতেছে, এই জন্য ধ্বনি 'সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ'।

প্রমাণ

(ক) গোত্বানুষঙ্গো বাহীকে নিমিত্তাৎ কৈশ্চিদিষ্যতে।
অর্থমাত্রং বিপর্যস্তং শব্দঃ স্বার্থে ব্যবস্থিতঃ॥

বাক্যপদীয়, ২।২৫৫

(খ) অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকলোচনে একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যায় পাঁচ প্রকার সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন।

অভিধেয়েন সংযোগাৎ, সামীপ্যাৎ, সমবায়তঃ।
বৈপরীত্যাৎ ক্রিয়াযোগাৎ লক্ষণা পঞ্চধা মতা॥

(ধ্বন্যালোকলোচন, ৯ পৃঃ)

উদাহরণ :—অভিধেয়েন সংযোগাৎ—দ্বিরেফ (ভ্রমরার্থে)।
সামীপ্যাৎ—গঙ্গায়াং ঘোষঃ
সমবায়াৎ—স্বসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ। কুন্তান্ প্রবেশয়।
বৈপরীত্যাৎ—শত্রুমুদ্দিশ্য কশ্চিদ্ব্রবীতি, 'কিমিবোপকৃতং ন তেন।'
ক্রিয়াযোগাৎ—'কার্যকারণভাবাদিত্যথ :', অন্নাপহারিণি ব্যবহারঃ, 'প্রাণানয়ং হরতি' ইতি। (লোচন ১।২১)

তাৎস্থ্যাত্তথৈব তাদ্ধর্ম্যাত্তৎসামীপ্যাত্তথৈব চ।
তৎসাহচর্যাত্তাদর্থ্যাজ্‌ জ্ঞেয়া বৈ লক্ষণা বুধৈঃ॥

পরমলঘুমঞ্জুষা, ১৬ পৃঃ

ন্যায়সূত্রকার অন্য কয়েক প্রকার 'যোগ' বা সম্বন্ধের উদাহরণ দিয়াছেন। ন্যায়সূত্র ২।২।৬৩ এইরূপ :—

"সহচরণ-স্থান-তাদর্থ্য-বৃত্ত-মান-ধারণ-সামীপ্য-যোগ-সাধন-আধিপত্যেভ্যো ব্রাহ্মণ-মঞ্চ-কট-রাজ-সক্তু-চন্দন-গঙ্গা-শাটক-অন্ন-পুরুষেষ্বতদ্ভাবেঽপি তদুপচারঃ"। উপচার অর্থ আরোপ, বা লক্ষণা। উপচারো গুণবৃত্তির্লক্ষণা (ধ্বন্যালোকলোচন, ১।১৭)

ভাষ্য। সহচরণাৎ—যষ্টিকাং ভোজয়েতি যষ্টিকাসহচরিতো ব্রাহ্মণোঽভিধীয়ত ইতি।

---

(৬) ভেদপ্রাধান্যে উপমানাদুপমেয়স্যাধিক্যে বিপর্যয়ে বা ব্যতিরেকঃ। অলঙ্কারসর্বস্ব।

স্থানাৎ—মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি মঞ্চস্থাঃ পুরুষা অভিধীয়ন্তে।
তাদর্থ্যাৎ—কটার্থেষু বীরণেষু বূহ্যমানেষু কটং করোতীতি।
বৃত্তাৎ—যমো রাজা কুবেরো রাজেতি তদ্বদ্বর্ত্ততে।
মানাৎ—আঢ়কেন মিতাঃ সক্তবঃ আঢ়কসক্তব ইতি।
ধারণাৎ—তুলায়াং ধৃতং চন্দনং তুলাচন্দনমিতি।
সামীপ্যাৎ—গঙ্গায়াং গাবশ্চরন্তীতি দেশোঽভিধীয়তে সন্নিকৃষ্টঃ।
যোগাৎ—কৃষ্ণেণ রাগেন যুক্তঃ শাটকঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।
সাধনাৎ—অন্নং প্রাণা ইতি।
আধিপত্যাৎ—অয়ং পুরুষঃ কুলম্, অয়ং গোত্রমিতি।

(গ) কুশল-দ্বিরেফ-দ্বিকাদয়স্তু সাক্ষাৎ সঙ্কেতবিষয়ত্বান্ মুখ্যা এবেতি ন রূঢ়ির্লক্ষ্যস্যার্থস্য হেতুত্বেনাস্মাভিরুক্তা (হেমচন্দ্র); দ্বিরেফপদং তু রূঢ়িশক্ত্যা ভ্রমরবোধকম্,·· বাধপ্রতিসন্ধানং বিনৈব দ্বিরেফপদাদ্ ভ্রমরবোধেন লক্ষণেত্যযুক্তম্. (মঞ্জুষা, ১৪৮-৪৯ পৃঃ)।

(ঘ) কাকেভ্যো রক্ষ্যতাং সর্পিরিতি বালোঽপি চোদিতঃ।
উপঘাতপরে বাক্যে ন শ্বাদিভ্যো ন রক্ষতি॥

বাক্যপদীয়, ২।৩১৪

'তত্র শক্যকাকপদপরিত্যাগেনাশক্যদধ্যুপঘাতকত্বপুরস্কারেণ কাকেঽকাকেঽপি কাকশব্দস্য প্রবৃত্তিঃ।' (বেদান্তপরিভাষা)

(ঙ) তৎত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা।
সোঽয়মিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োরিব নাপরা॥ পঞ্চদশী ৭।৭৩

ভাগং বিরুদ্ধং সংত্যজ্যাবিরোধো লক্ষতে যয়া।
সা ভাগলক্ষণেত্যাহুর্লক্ষণজ্ঞা বিচক্ষণাঃ॥

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ, ৭৫৩ শ্লোক;
'সোঽয়ং দেবদত্ত' ও 'তৎত্বমসি' এই দুই বাক্যের ব্যাখ্যার জন্য, ঐ ৭০৮-৭৯২ শ্লোক দ্রষ্টব্য

বেদান্তপরিভাষাকার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যত্র হি বিশিষ্টবাচকঃ শব্দঃ একদেশং বিহায় একদেশে বর্ত্ততে তত্র জহদজহল্লক্ষণা যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি। যথা বা তৎত্বমসীত্যাদৌ তৎপদবাচ্যস্য সর্বজ্ঞাদি বিশিষ্টস্য ত্বং পদবাচ্যেনান্তঃকরণবিশিষ্টেনৈক্যাযোগাদৈক্য সিদ্ধ্যর্থং স্বরূপে লক্ষণেতি সাম্প্রদায়িকাঃ; বয়ন্তু ব্রূমঃ, সোঽয়ং দেবদত্ত-স্তৎত্বমসীত্যাদৌ বিশিষ্টবাচকপদানামেকদেশপরত্বেঽপি ন লক্ষণা। শক্ত্যুপস্থিতয়োর্বিশিষ্টয়োরভেদান্বয়ানুপপত্তৌ বিশেষ্যয়োঃ শক্ত্যুপস্থিত-

য়োরেবাভেদান্বয়াবিরোধাৎ ......এবমেব তত্ত্বমসীত্যাদি বাক্যেঽপি ন লক্ষণা। শক্ত্যা স্বাতন্ত্র্যেণোপস্থিতয়োস্তৎত্বংপদার্থয়োরভেদান্বয়ে বাধকাভাবাৎ।"

(চ) 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' (সাহিত্যদর্পণ); 'রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্' (রসগঙ্গাধর); 'ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী' (কাব্যাদর্শ, অগ্নিপুরাণ); ভামহাদির মতে শব্দার্থৌ কাব্যম্। এখানে শব্দ=বাক্য, পদাবলী। দোষহীন গুণসম্পন্ন এবং অলঙ্কারযুক্ত হইলেই বাক্য কাব্য হয়, 'অদোষৌ সগুণৌ সালংকারৌ চ শব্দার্থৌ কাব্যম্', (হেমচন্দ্র)। সংস্কৃতভাষার আলঙ্কারিকগণের কাব্যের সংজ্ঞা অতি সঙ্কীর্ণ। ইঁহারা মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কাব্যত্ব লইয়া 'মাথা ঘামান' নাই—কোন একটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে কাব্যত্ব আছে কিনা তাহাতেই ইঁহাদের বিচার সীমাবদ্ধ।

(ছ) ইদমুত্তমমতিশায়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদি ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ।
অতাদৃশি গুণীভূতব্যঙ্গ্যং ব্যঙ্গ্যে তু মধ্যমম্॥
শব্দচিত্রং বাচ্যং চিত্রমব্যঙ্গ্যং ত্ববরং স্মৃতম্॥ কাব্যপ্রকাশ,
১।৪-৫

(জ) অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মা যো ব্যবস্থিতঃ।
বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ॥ ২
তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো যঃ প্রকারৈরুপমাদিভিঃ।
বহুধা ব্যাকৃতঃ সোঽন্যৈঃ কাব্যলক্ষ্মবিধায়িভিঃ॥ ৩
প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥ ৪
শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বিদ্যতে।
বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্॥ ৭, ধ্বন্যালোক,
প্রথমোদ্যোত

(ঝ) বক্তৃবোদ্ধব্যকাকূনাং বাক্যবাচ্যান্যসন্নিধেঃ।
প্রস্তাবদেশকালাদের্বৈশিষ্ট্যাৎ প্রতিভাজুষাম্।
যোঽর্থস্যান্যার্থধীহেতুর্ব্যাপারো ব্যক্তিরেব সঃ॥
কাব্যপ্রকাশ, তৃতীয়োল্লাস

(ঞ) 'বিভাব' অর্থ শৃঙ্গারাদি রসের 'আলম্বন' নায়ক নায়িকা প্রভৃতি অথবা 'উদ্দীপক' বস্তু, যথা মাল্য বসন্তকাল, মনোরম দেশ ইত্যাদি। রসসৃষ্টি ও রসের আস্বাদন সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণ গভীর

গবেষণা করিয়াছেন। সূক্ষ্ম বিচার পরিহার করিয়া সাধারণভাবে তাঁহাদের মত সংক্ষেপে এইরূপ,

মানবের মনে অসংখ্য ভাব নিহিত আছে—নানা অবস্থায় নানা ভাবের উদয় ও লয় হয়। তাহাদের মধ্যে নয়টি প্রধান, ইহাদের নাম 'স্থায়িভাব', যথা, রতি, হাস, ক্রোধ, শোক, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম বা নির্ব্বেদ। এই সকল স্থায়িভাব 'বিভাব' যুক্ত হইলে উদ্বুদ্ধ হয় এবং ভ্রূবিক্ষেপ ও অঙ্গচালনাদি 'অনুভাব', বা 'রোমাঞ্চ' প্রভৃতি 'সাত্ত্বিক ভাব' দ্বারা প্রকাশিত হয়। আবেগ ঔৎসুক্য আলস্য প্রভৃতি তেত্রিশটি চিত্তবৃত্তির নাম দেওয়া হইয়াছে 'ব্যভিচারী ভাব', ইহারা স্থায়িভাবের পরিপুষ্টি করে। 'বিভাব' 'অনুভাব' 'সাত্ত্বিক ভাব' ও 'ব্যভিচারী ভাব' এর সাহচর্যে 'স্থায়ী ভাব' প্রকাশিত ও পরিপুষ্ট হইয়া 'রস' এ পরিণত হয়। স্থায়ীভাব নয়টি, এজন্য 'রস' ও নয়টি, যথা, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। নাটকে শম বা নির্ব্বেদ এর প্রয়োগ হয় না এজন্য, নাটকে শান্তরস নাই। শ্রব্যকাব্যে অবশ্য নয়টি রস।

'সাত্ত্বিক ভাব' মূলতঃ 'অনুভাব'। 'সাত্ত্বিক ভাব' ও আটটি স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য ও প্রলয়। 'বেপথু' অর্থ রাগদ্বেষ শ্রমাদি জন্য গাত্রকম্প ; 'প্রলয়' অর্থ নষ্ট সংজ্ঞতা ; 'স্তম্ভ' অর্থ নিষ্ক্রিয়াঙ্গতা।

তেত্রিশটী 'ব্যভিচারী ভাব' এই,

নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, বিবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক।

ব্যভিচারিভাবগুলি রসসমুদ্রের কল্লোলের মত—ইহারা 'স্থায়ী ভাবএ উদ্গত ও বিলীন হয়। মাৎসর্য উদ্বেগ দম্ভ ঈর্ষা বিবেক নির্ণয় ক্ষমা কৌতুক উৎকণ্ঠা বিনয় সংশয় ধৃষ্টতা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি এই তেত্রিশ ব্যভিচারী ভাবের কোনও না কোনটির অন্তর্ভূ্ত। 'রসতরঙ্গিণী' কার এর মতে 'ছল' নামক পৃথক্ ব্যভিচারী ভাব স্বীকার্য।

রস সম্বন্ধে ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ প্রায় নির্ব্বিবাদে তাহা মানিয়া লইয়াছেন, এমন কি ব্যভিচারী ভাবের নামও নাট্যশাস্ত্রে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই এ যাবৎ চলিতেছে।

রসের সংখ্যাও নয়টিই রহিয়াছে, যদিও বৎসলরস এবং ভক্তিরসকে পৃথক্ রস স্বীকার করিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। রসগঙ্গাধরকার প্রায় স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, ভরতমুনি রস নয়টি বলিয়াছেন এজন্যই ইহার অধিক রস হইতে পারে না। বাৎসল্য ও ভক্তিকে দেবাদি বিষয়া রতি বলিয়া তাহাকে ভাবের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। 'রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ ভাবঃ প্রোক্তঃ', কাব্যপ্রকাশ।

ভোজরাজের মতে স্থায়িভাব আটটিই, কিন্তু রস বারটি, অতিরিক্ত তিনটীর নাম 'উদাত্ত' 'উদ্ধত' ও 'প্রেয়ঃ'। তিনি রতি ও প্রীতির প্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন—যদিও তাঁহার মতেও প্রীতি রতিরই অন্তর্গত।

"মনোঽনুকূলেষ্বর্থেষু সুখসংবেদনং রতিঃ।
অসংপ্রয়োগবিষয়া সৈব প্রীতির্নিগদ্যতে॥"

'রসতরঙ্গিনী'কারের মতে স্বতন্ত্র 'মায়ারস' স্বীকার্য্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মতে 'শান্ত' 'প্রীতি' 'প্রেয়ঃ' 'বৎসল' ও 'মধুর', মুখ্য ভক্তিরসের এই পাঁচ প্রকার।

'রসতত্ত্ব' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বিশ্বভারতী' হইতে প্রকাশিত অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'সাহিত্য মীমাংসা' অবশ্য দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ-ভারতমুনির নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় ও তদুপরি অভিনবগুপ্তের টীকা, 'কাব্যপ্রকাশ', 'সাহিত্য-দর্পণ' প্রভৃতি।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৫	পরিচয়	পরিচয়[১]
৬	৩	শাকটায়ন	শাকটায়ন বা পাল্যকীর্ত্তি
		৭ম	৯ম
৬	২০	১১শ শতাব্দী	১১শ শতাব্দী[৩]
৬	২২	হয় নাই।	হয় নাই।[৪]
১১	২০	স্থান্নুরয়ং	স্থাণুরয়ং পাদটীকা
১৩	পাদটীকা (১)	প্রত্যয়।	প্রত্যয়। 'ডিত্থ ডবিত্থ' প্রভৃতি শব্দ অব্যুৎপন্ন 'যদৃচ্ছা' শব্দ।
১৬	২ পাদটীকা	শাস্ত্রীর	শাস্ত্রী
১৮	২	তিঙ্	তিঙ্[১]
২০	১৪	'শব্দকৌস্তভ'	'শব্দকৌস্তুভ'
২১	৪	অষ্টম	নবম
২১	৩৩	তচ্চায়নং	তচ্চানয়নং
২৭	৮	অন্ত নাই।[৬]	অন্ত নাই।
২৮	২৪	তেন তেন	তেন
৩০	১৭	কিন্তু এতাবৎ	এতাবৎ
৩১	২৯	সরণাস্থাপপত্তেতে	সরণস্থোপপত্তেতে
৩২	২৬	'আরম্ভানপবর্গাৎ',	'সারম্ভানপবর্গাৎ'।
৩৫	৭	ক্ষেত্রে শস্যং	ক্ষেত্রে সানন্দং শস্যং
৩৫	১২	'আনন্দং,	'সানন্দং'
৩৫	২৮	পতং	পদং
৩৯	২	'প্রকৃত্যাচারুঃ।'	'প্রকৃত্যা চারুঃ।'
৪১	২৩	রুচ্যর্যানাং	রুচ্যর্থানাং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১	২৩	'স্পৃহেরীপ্সিতঃ'	'স্পৃহেরীপ্সিতঃ'
৪৩	৬	'ঔপশ্লেষিক',	'ঔপশ্লেষিক',
৪৫	১২	উক্তাদন্য	উক্তাদন্যঃ
৪৫	২৩	'অবয়বাবয়িত্ব'	'অবয়বাবয়বিত্ব'
৪৬	১৮	ক্রিয়াম্বিত-বিভক্ত্যর্থান্বিতত্বং	ক্রিয়াম্বিতবিভক্ত্যর্থান্বিতত্বং
৪৬	৩১	প্রিয়ায়াং	ক্রিয়ায়াং
৪৭	১	ব্যাপানুকূল	ব্যাপারানুকূল
৪৭	১১	তন্ত্রশব্দস্তুস্তেদং	তন্ত্রশব্দস্তুস্তেদং
৪৮	৪	কমকারক	কর্মকারক
৪৮	১৯	(গ) পৃঃ দ্রষ্টব্য।	(গ)
৪৮	২২	ধাতব	ধাতবঃ
৫২	৫	যস্মাদশ্বাৎ	যস্মাদশ্বাৎ
৫২	১৩	বাধিকরণতা,	ব্যধিকরণতা,
৫৩	১১	গৌণমুখ্যস্থধারণ্যেন	গৌণমুখ্যসাধারণ্যেন
৫৩	২৭	(১৩২৫/২৬)	(পৃঃ ১৩২৫/২৬)
৫৪	২২	কারকেভ্যোঽন্যো	কারকেভ্যোঽন্যঃ
৫৪	শেষ পংক্তি	তধর্মাবচ্ছিন্ন	তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন
৫৭	৫	'দ্রব্য' 'ব্যক্তি',	'দ্রব্য' বা 'ব্যক্তি',
৬০	২২	ভিন্ত্যতে	ভিদ্যতে
৬৪	৯	স্বরপ্রক্রিয়ার	সমাস ও স্বরপ্রক্রিয়ার
৬৬	৯	সাত	সতি
৬৭	১৮	প্রধানো (২) বয়ীভাবঃ	প্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ
৬৮	১৭	গুণহান ব্রাহ্মণ,	গুণহীন ব্রাহ্মণ,
৭০	১১	(ঙ) ঈষদার্থে	(ঙ) ঈষদর্থে
৭৫	৫	সমাসভাবে	সমাস
৭৬	২৭	শব্দ সম্বন্ধে	শব্দের স আগম সম্বন্ধে
৭৮	১	অর্থপ্রধান	অর্থই প্রধান
৮০	১৮	অভিযোগতো	অভিগতো

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭	৭	ভগবচ্ছব্দাণ্	ভগবচ্ছব্দাদণ্
৮৭	২৮	তাদার্থ্য	তাদর্থ্যে
৮৮	৪	ত্রিয়সন্নিধানে	ত্রিতয়সন্নিধানে
৮৮	১৩	সমুচয়ঃ	সমুচ্চয়ঃ
৯১	১৭	'আম্বষ্ঠ্যা'	'আম্বর্ষ্ঠ্যা'
৯২	৬	ইমণিচ্	ইমনিচ্
৯৫	১৬	পাণিণীয়	পাণিনীয়
১০১	৬	পিপচিযতি,	পিপচিষতি,
১০১	৯	মুমূর্যতি	মুমূর্ষতি
১০১	১৫	যক্,	যক্,
১০১	পাদটীকা, ৬ পংক্তি	প্রত্যাপত্তিঃ	প্রত্যাপত্তিঃ
১০৩	৮	ভুক্তোদন	ভুক্তৌদন
১০৩	১২	ভাবাবাচ্যে	ভাববাচ্যে
১১৮	১৪	মণ্ডুকগ্নতিরেব	মণ্ডুকপ্লুতিরেব
১১৮	১৬	উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য	উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য
১১৯	৮	অধং	অর্ধং
১২৭	১৯	২।১৭	২।১৭ ;
১৩৬	৩১	নিপু,	নিপুণ,

বিশেষ দ্রষ্টব্য : 'মঞ্জুষা' এবং 'মঞ্জূষা' উভয়ই শুদ্ধ।